উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২২ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 9 November 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 170

ASG EYE HOSPITALS

One Crore +* Treated Patients
*Includes data of all locations

600+ Eye specialists out of which 250+ are alumni of premier institutes like All India Institute of Medical Sciences (New Delhi), Sankara Nethralaya, LV Prasad & Aravind Eye Institute

Presence Over - 3 Countries, 87 Cities, 175+ Super Speciality Eye Hospitals

গ্লুকোমা | স্কুইন্ট | ওকুলোপ্লাস্টি | কর্নিয়া | পেডিয়াট্রিক অফথালমোলজি

শিলিগুড়িতে আমাদের বিশেষজ্ঞরা

DR. MANAS CHOUDHURY	DR. UTPAL HALDER	DR. JAYSHREE MANDAL	DR. NIKHIL VINIL MAYEKAR	DR. ABHISHEK KUMAR
MBBS MS	MBBS, MS, FVRS (MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON) (ARVIND EYE HOSPITAL,TAMIL NADU)	MBBS, DNB, FIAS, FPOS	MBBS,DO	MBBS, MS, FIOL(SCEH)
CATARACT & GLAUCOMA	SPECIALIST IN UVEA & VETREO- RETINAL SURGERY	CATARACT, PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND SQUINT	CATARACT & REFRACTIVE SURGEON	CATARACT AND GLAUCOMA
Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa

Doctors Availability Status: Available / Unavailable

₹0/-
চিকিৎসকের পরামর্শ এবং চোখের উল্লিখিত পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিখরচায়
09 তম নভেম্বর ২০২৫ থেকে 10 তম ডিসেম্বর ২০২৫
*এই অফার শুধুমাত্র অগ্রিম নথিভুক্ত নতুন পেশেন্টের জন্য প্রযোজ্য

*অফার অন্তর্ভুক্ত
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ ও পরামর্শ
রেটিনার পরীক্ষা
গ্লুকোমা স্ক্রিনিং (আই ও পি পরীক্ষা করান)
স্লিট ল্যাম্প পরীক্ষা
চশমার সঠিক পাওয়ার জানুন

1800 1200 111
Toll Free

Contact for registration

0353-2642888 | 0353-2642000 | 7363003333
7365000561 | 9051704411

Pranami Mandir Road, Sevoke Road, Siliguri

Find us on Google Maps — QR_Hospital location

TPA & Cashless Facility Now Available | OPEN ON SUNDAY | TIME 8:00AM TO 8:00PM | EXPRESS OPD | 4.7 1,35,000+ Google Reviews | Scan QR for Booking appointment online — www.asgeyehospital.com

EMPANELLED WITH CGHS, ECHS, WBHS, ESIC, COAL INDIA, EPFO, CAPF, VECC, AAI, POWERGRID, BOSE INSTITUTE, SAHA INSTITUTE, WBPDCL, EXIDE INDUSTRIES, WBSEDCL (RETD), SAIL (RETD), KOLKATA & WEST BENGAL POLICE, PORT TRUST, SOUTH EASTERN RAILWAY, FCI, EPFO, NHPC AND ALL MAJOR TPA's & INSURANCE COMPANIES (PPN) ALL CASHLESS NO REIMBURSEMENT *T&C Apply

শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় বিনিয়োগ

আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগই সব থেকে বড় উপহার হতে পারে। আপনার সুপরিকল্পিত বিনিয়োগই ছোট শিশুর লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। যত তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ শুরু করবেন, বিনিয়োগ করা সম্পদ তত বেশি বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। শিশু দিবসের প্রাক্কালে সেই বিনিয়োগ নিয়ে জানাচ্ছেন বিশিষ্ট আর্থিক উপদেষ্টা কৌশিক রায়।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্যই হল সন্তানের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ। সেই উদ্দেশ্যে কমবেশি বিনিয়োগ করে থাকেন অনেকেই। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেভাবে দিন দিন উচ্চশিক্ষার খরচ বাড়ছে বা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে তাতে সঠিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করলে তবেই আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে।

প্রাথমিক উদ্যোগ

- এখন সন্তান জন্মানোর পরই হাতে জন্ম শংসাপত্র (বার্থ সার্টিফিকেট) পাওয়া যায়। এরপর প্রয়োজন আধার কার্ড। আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য চাই প্যান কার্ডও।
- সন্তানের নামে একটি সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকাও জরুরি। এখন নাবালকদের জন্য ন্যূনতম জমা না রাখারও সুবিধা দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক। তাদের সাবালক হওয়া পর্যন্ত বাবা-মা বা অভিভাবকরা এই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন।
- এদেশে সন্তানের জন্য বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য থাকে সন্তানের উচ্চশিক্ষা। দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য খরচ দিন দিন বাড়ছে। তাই দেরি না করে সন্তানের কম বয়সে লগ্নি শুরু করলে সেই লক্ষ্যপূরণ করা যায় সহজেই।
- আপনার মোট বিনিয়োগের কত অংশ সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় বরাদ্দ করবেন তা নির্ধারণ করতে হবে।
- যেখানেই বিনিয়োগ করুন না কেন নিয়মিতভাবে সেই পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করা দরকার। আর্থিক লক্ষ্য এবং ঝুঁকির মাত্রা ইত্যাদিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা

কন্যাসন্তানের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রকল্প হল সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা। ১০ বছরের কম বয়সি কোনও সন্তানের জন্য অভিভাবকরা এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারেন। কন্যাসন্তানের উচ্চশিক্ষা এবং বিয়ের খরচ মেটাতে ভবিষ্যতে বড় ভূমিকা নিতে পারে এই বিনিয়োগ।

বৈশিষ্ট্য :

- ডাকঘর এবং কয়েকটি ব্যাংকে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।
- কন্যাসন্তানের বয়স ১০ বছরের কম হতে হবে।
- ন্যূনতম ২৫০ টাকা এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা এই প্রকল্পে জমা করা যায়।
- বর্তমান সুদের হার ৮.২ শতাংশ।
- অ্যাকাউন্ট খোলার পর ১৫ বছর টাকা জমা করতে হয়। ২১ বছর পর পুরো টাকা তোলা যায়।
- বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৮ বছর বয়সের পর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা বা বন্ধ করা যায়।
- ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়।
- প্রতি পরিবার সর্বাধিক দুটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।
- এই প্রকল্পে প্রাপ্ত সুদে কোনও কর দিতে হয় না।
- মেয়াদ শেষের আগে শুধুমাত্র শিক্ষা বা বিবাহের খরচের জন্য অনুমতি সাপেক্ষে টাকা তোলা যায়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড

এটি এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সহায়তা করে। দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টক এবং বন্ডে এই ফান্ডের তহবিলে বিনিয়োগ করা হয়। ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য রিটার্ন বিচার করে স্টক এবং বন্ডের মধ্যে বিনিয়োগের ভাগ বরাদ্দ করেন ফান্ড ম্যানেজাররা। এই ধরনের ফান্ডে ৫ বছরের লক-ইন পিরিয়ড থাকে। শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এই মেয়াদ বাড়ানো যায়।

বৈশিষ্ট্য

- সময়ের আগে এই ফান্ড ভাঙলে সাধারণত ৪ শতাংশের বেশি জরিমানা দিতে হয়।
- এই ফান্ডে বিনিয়োগ করলে আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়।
- সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিনিয়োগের মালিকানা হস্তান্তর করা যায়।
- মেয়াদপূর্তির পর ফেরত পাওয়া অর্থের ওপর কর ধার্য করা হয়।

এনপিএস বাৎসল্য

এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্প হল ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমের একটি ভাগ যা ১৮ বছরের কম বয়সিদের জন্য তৈরি করা। অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের জন্য এই প্রকল্পে টাকা রাখতে পারেন। সন্তানের বয়স ১৮ বছর হয়ে গেলে এটি সাধারণ এনপিএস অ্যাকাউন্টে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

বৈশিষ্ট্য

- বার্ষিক মাত্র ১০০০ টাকা জমা দিয়ে এই প্রকল্প শুরু করা যাবে।
- ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক নাবালক নাগরিক এই প্রকল্পের যোগ্য। তাদের জন্য অ্যাকাউন্ট খুলবেন অভিভাবকরা।
- যেদিন অ্যাকাউন্ট খোলা হবে সেই দিন থেকে ৩ বছর পর জমানো টাকার কিছু অংশ তোলা যাবে। টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা ২৫ শতাংশ।
- অ্যাকাউন্ট খোলার পর নাবালক সন্তানের নামে 'পার্মানেন্ট রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার' (পিআরএএন) কার্ড পাওয়া যাবে।
- গ্রাহকের বয়স ১৮ বছর হলে এই অ্যাকাউন্ট সাধারণ এনপিএস অ্যাকাউন্টে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। চাকরি পেলে কর্মক্ষেত্রের এনপিএসেও পরিবর্তন করা যাবে।

অন্যান্য

সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় এছাড়াও অনেকগুলি লগ্নির বিকল্প রয়েছে। মেয়াদ, আর্থিক লক্ষ্য ও ঝুঁকি বিবেচনা করে এই বিকল্পগুলিও বেছে নিতে পারেন লগ্নিকারীরা।

বিমা : সন্তানের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্প বাজারে চালু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবিমা নগম সহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। অভিভাবকের হঠাৎ মৃত্যু হলে বিমা থেকে প্রাপ্ত অর্থ সন্তানের জন্য অমূল্য হতে পারে। বিমায় লগ্নি ৮০সি ধারায় কর ছাড় যোগ্য।

পিপিএফ : পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড ডাকঘর এবং প্রথম শ্রেণির কয়েকটি ব্যাংকে খোলা যায়। মেয়াদ হয় ১৫ বছরের। বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই প্রকল্পে জমা করা যায়। বর্তমান সুদের হার ৭.১ শতাংশ। এতে কর ছাড় পাওয়া যায়।

এফডি : ফিক্সড ডিপোজিট বা এফডি-তে নিশ্চিত রিটার্ন পাওয়া যায়। ৭ দিন থেকে ১০ বছরের মেয়াদে এফডি করা যায়। মেয়াদ ভেদে সুদের হার বিভিন্ন হয়। এফডি থেকে আয় কর যোগ্য।

এনএসসি : ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট হল ভারত সরকারের একটি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প। বর্তমানে এই প্রকল্পে সুদের হার ৭.৭ শতাংশ। মেয়াদ ৫ বছরের। সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করা যায়। বিনিয়োগের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। বিনিয়োগে কর ছাড় পাওয়া যায়।

এআই বুদবুদের আশঙ্কায় রক্তাক্ত বিশ্ববাজার

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত সপ্তাহে আমেরিকার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন ইনডাইসেস রক্তাক্ত। শুক্রবার রাতে ন্যাসড্যাক ১.৮৩ শতাংশ, ডাউজোন্স ০.৬১ শতাংশ এবং এস অ্যান্ড পি ০.৯৫ শতাংশ নীচে নেমে ট্রেড করছিল। বলা বাহুল্য, আমেরিকার শেয়ার বাজারে সবচেয়ে ধাক্কা খাচ্ছে সেই স্টকগুলি যারা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেমিকন্ডাক্টর, ডেটা সেন্টার প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে চলেছে। বিশেষ আতঙ্কের বলি হয়ে ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন তথা এনভিডিয়া, মাইক্রোসফট, অ্যাপল, অ্যালফাবেট, অ্যামাজন, মেটা, টেসলা এবং এর সঙ্গে পালানতির।

কেন এই পতন? এর কারণ, এই সমস্ত স্টক বিগত কয়েক বছরে এমন ফুলেফেঁপে উঠেছে, বিশেষজ্ঞরা এবং বিনিয়োগকারীরা ভয় পেয়ে গিয়েছেন যে, এই এআই সেক্টর হয়তো বা বুদবুদের চরিত্র ধারণ করেছে। ২০০৮ সালে মাইকেল বারি বলে এক আমেরিকান ভদ্রলোক আমেরিকার হাউজিং সেক্টরকে শর্ট করে নিজের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য ৮০০ মিলিয়ন ডলার লাভ করেন। সেই ভদ্রলোক আমেরিকান এআই আক্রান্ত কোম্পানিগুলিকে শর্ট করে বসে আছেন, বিশেষ করে এনভিডিয়া এবং পালানতির। এই দেখে আমেরিকার বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে এশীয় মার্কেটগুলির ওপর। বিশেষত জাপানের নিক্কেই ২২৫, দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি, তাইওয়ান-হংকংয়ের হ্যাংসেং প্রভৃতি দারুণ পতন দেখেছে বিগত কয়েকদিন ধরে।

ভারতীয় শেয়ার বাজার দারুণ পতন না দেখলেও বিগত কয়েকদিন ধরে নিম্নমুখী। গোটা বিশ্ববাজারে চিন্তার কারণে ভারতীয় বাজারে বেশ কিছু কোম্পানি ভালো ফলাফল করলেও সেখানে উত্থানের জায়গায় পতন দেখছে বা একেবারেই সাইড ওয়াইজ মুভমেন্ট দেখছে। যেমন বাজাজ অটো বিগত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করেছে। লাভ ১৯৬৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭৫৭ কোটি টাকা। কিন্তু স্টকে কোনও মুভমেন্ট দেখা যায়নি। হিন্দালকোর লাভ বিগত বছরের ৩৯০৯ কোটি টাকার জায়গায় ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৪০ কোটি টাকা। ডিভিস ল্যাব ৩৫ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করেছে এবং তা ৫১০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৯ কোটি টাকায়। তথাপি এই শেয়ার শুক্রবার ৩.৩০ শতাংশ পতন দেখে। ট্রেন্টের লাভ ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়ালেও শেয়ারদর কমেছে ১.১১ শতাংশ।

ন্যালকোর লাভ ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৩৩ কোটি টাকায়। নিউল্যান্ড ল্যাব ১৯৩ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়েছে ৯৭ কোটি টাকা। ভারতীয় কোম্পানিগুলি প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল উপহার দিয়েছে বিনিয়োগকারীদের। কিন্তু আমেরিকার বাজারে পতনের সম্ভাবনা, আমেরিকা-ভারতের বাণিজ্য চুক্তিতে অনিশ্চয়তা, বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলিতে পতনের কারণে ভারতে যে সেক্টরগুলি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের বেশি আত্মবিশ্বাস ছিল, তার অন্তর্গত শেয়ারগুলি বেশি পতনমুখী।

সম্প্রতি বেশ কিছু আইপিও বাজারে এসেছে। এর মধ্যে লেন্সকার্টের লিস্টিং হবে ১০ নভেম্বর। এছাড়া ফিজিক্সওয়ালা ১১ নভেম্বর বিনিয়োগকারীদের সাবস্ক্রিপশনের জন্য আসছে। আবেদনের শেষ তারিখ ধার্য করা হয়েছে ১৩ নভেম্বর। ইস্যু প্রাইস রাখা হয়েছে ১০৩-১০৯ টাকা। লট সাইজ ১৩৭টি। অর্থাৎ এই আইপিও-তে কমপক্ষে ১৩৭টি শেয়ারের জন্য আবেদন করতে হবে। এছাড়া একই দিনে এমভি ফোটোভোল্টেক পাওয়ার লিমিটেডও তাদের আইপিও আনছে। ইস্যু প্রাইস থাকছে ২০৬-২১৭ টাকা। কমপক্ষে ৬৯টি শেয়ারের জন্য আবেদন করতে হবে। আমেরিকাতে শাটডাউনের হেতু ক্রিপ্টো মার্কেটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিট কয়েন, ইথেরিয়াম বিগত সাতদিনে যথাক্রমে ৮.৭ শতাংশ এবং ১৪.৮ শতাংশ পতনের মুখ দেখেছে। এক্সআরপি পতন দেখেছে ১০.৮ শতাংশ।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের হাত ধরে ফের দুর্বল হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে ঘুরে দাঁড়ালেও সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৩২৪৬.২৮ এবং ২৫৪০২.৩০ পয়েন্টে। চলতি সপ্তাহে দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ৬৯২.৪৩ এবং ২২৯.৮ পয়েন্ট। আগামী সপ্তাহেও অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে ভারতীয় শেয়ার বাজার ইতিবাচক হলেও সামনের কয়েকদিন ওঠানামা বিব্রত করতে পারে লগ্নিকারীদের।

শেয়ার বাজারের পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের পতন। মার্কিন শেয়ার বাজার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। যে কোনও সময়ে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে সেই দেশের শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের চেয়ারপার্সন জেরেমি পাওয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন, আপাতত সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা নেই। এই দুই জোড়া ধাক্কায় ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে বড় পতন দেখা গিয়েছে। সেই প্রভাব এড়াতে পারেনি এই দেশের শেয়ার বাজার। মার্কিন সরকারের শাটডাউনও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ হলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রত্যাশা পূরণ নাও করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি বিদেশি লগ্নিকারীদের ভারত থেকে লগ্নি সরিয়ে নেওয়াও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে অবশ্য বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারের ওঠানামায় বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ভূমিকাও বড় প্রভাব ফেলবে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এখনও আলোচনা জারি রয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হতে পারে। ততদিন অস্থিরতা থাকবে শেয়ার বাজারে।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। ১৪ নভেম্বর নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। এনডিএ জোট অর্থাৎ কেন্দ্রের শাসকদল ভালো ফল না করলে তা শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারের অস্থিরতায় বড় ভূমিকা নিতে পারে এই ফল। এমন পরিস্থিতিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে লগ্নিকারীদের। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে।

টানা উত্থানের এখন একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে সোনা-রুপোর দাম। আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় পরিবর্তন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **আইওএল কেমিক্যাল :** বর্তমান মূল্য-৯০.৬৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৭/৫৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৮২-৮৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৬১, টার্গেট-১৩৫।
- **লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো :** বর্তমান মূল্য-৩৮৮২.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪০৬২/২৯৬৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৭৫০-৩৮৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৪৬১২৩, টার্গেট-৪২৫০।
- **লরাস ল্যাব :** বর্তমান মূল্য-৯৮২.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৯৫/৪৭৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৯৩৫-৯৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৩০১৯, টার্গেট-১১০০।
- **আইএফবি অ্যাগ্রো :** বর্তমান মূল্য-১৪৮৫.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৪২/৪৪০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৪০০-১৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৯১, টার্গেট-১৭৫০।
- **আরইসি :** বর্তমান মূল্য-৩৬৪.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৭৩/৩৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৩৫-৩৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৬০৯৯, টার্গেট-৪৮০।
- **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-৪০৫.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৯/৩২১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৮০-৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৯৩৯২, টার্গেট-৫১০।
- **বরুন বিভারেজ :** বর্তমান মূল্য-৪৭০.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৬৪/৪২০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৫০-৪৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭২৮৬৩, টার্গেট-৫৮০।

কী কিনবেন কী বেচবেন

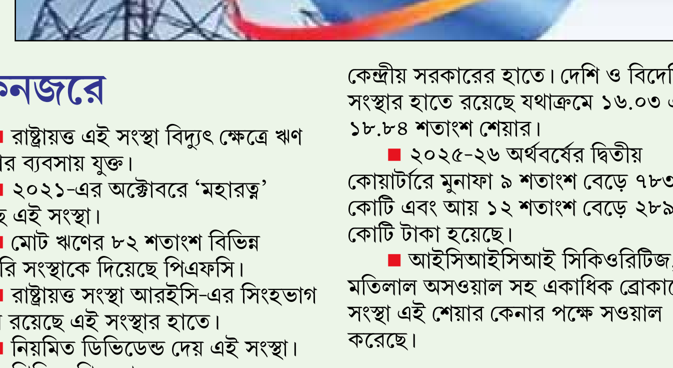

সংস্থা : পাওয়ার ফিন্যান্স (পিএফসি)

- **সেক্টর :** ফিন্যান্স টার্ম লিজিং
- **বর্তমান মূল্য :** ৩৮০
- **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৩৫৭/৫২৩
- **মার্কেট ক্যাপ :** ১২৫৪৮৬ কোটি
- **ফেস ভ্যালু :** ১০
- **বুক ভ্যালু :** ৩৩৩
- **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৪.১৬
- **ইপিএস :** ৭৩.৬৮
- **পিই :** ৫.১৬
- **পিবি :** ১.১৫
- **আরওসিই :** ৯.৭৩ শতাংশ
- **আরওই :** ২১ শতাংশ
- **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে
- **টার্গেট :** ৪৮০

একনজরে

- রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার ব্যবসায় যুক্ত।
- ২০২১-এর অক্টোবরে 'মহারত্ন' হয়েছে এই সংস্থা।
- মোট ঋণের ৮২ শতাংশ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে দিয়েছে পিএফসি।
- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আরইসি-এর সিংহভাগ শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার হাতে।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- পিবি রেশিও মাত্র ১.১৫ ।
- কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ কমছে এই সংস্থার।
- সংস্থার ৫৫.৯৯ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৬.০৩ এবং ১৮.৮৪ শতাংশ শেয়ার।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মুনাফা ৯ শতাংশ বেড়ে ৭৮৩৪ কোটি এবং আয় ১২ শতাংশ বেড়ে ২৮৯০১ কোটি টাকা হয়েছে।
- আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ, মতিলাল অসওয়াল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

রংদার

বড়বেলায় পা রাখার পরও ছোটবেলার নানা স্মৃতি আজও স্মৃতিপটে অমলিন। শিশু দিবস সামনেই। তার আগে সেইসব ফিরে দেখা।

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অভিযোগ এলে শোকজ
বিএলও-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে শোকজ ও সাসপেন্ডও করা হবে। এই মর্মে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আট বিএলও-কে শোকজ করেছে কমিশন। ৫

হুমকি রবি কিষানকে
বিজেপি সাংসদ এবং জনপ্রিয় অভিনেতা রবি কিষানকে হত্যার হুমকি দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই হুমকির নেপথ্যে রয়েছে কুখ্যাত অপরাধী লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন

রিচাকে অধিনায়ক চান মমতা-সৌরভ
রিচা ঘোষকে আগামীদিনে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮

শিলিগুড়ি ২২ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 9 November 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 170

উৎসব ও উত্তরবঙ্গ

বোল্লায় কালীর সাজে বহুরূপী। কোচবিহারের রাসমেলায় রাসচক্র ঘিরে জনজোয়ার। শনিবার ছবি দুটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার ও জয়দেব দাস।

বিপাকে বিডিও

গ্রেপ্তার প্রশান্ত ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার ও গাড়িচালক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রামপ্রসাদ মোদক

কলকাতা ও রাজগঞ্জ, ৮ নভেম্বর : সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অবশেষে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন শনিবারও বহালতবিয়তে অফিস করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃত দুজনের মধ্যে রাজু ঢালি নামে একজন প্রশান্ত কলকাতায় থাকলে তাঁর গাড়ি চালাতেন। তুফান থাপা নামে ধৃত আরেকজন পেশায় ঠিকাদার। তিনি রাজগঞ্জের বিডিও'র ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ধৃতদের ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ওই দুজনের গ্রেপ্তারের পর প্রশান্তর সুর কিছুটা নরম শোনা গিয়েছে শনিবার। বিডিও অফিসে নিজের চেয়ারে দেখা যায় তাঁকে। রাজু ঢালি তাঁর গাড়ি চালান কি না প্রশ্ন করলে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে তিনি বলেন, 'বিষয়টি বিচারের আওতায় চলে গিয়েছে। তাই আমি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' রাজু ঢালি ও তুফান থাপাকে চেনেন কি না প্রশ্ন করা হলে অসন্তোষ ঝরে পড়ে তাঁর বক্তব্যে। রাজগঞ্জের বিডিও'র ভাষায়, 'সংবাদমাধ্যম এই কথা বলছে। সংবাদমাধ্যম যদি বিচারকের ভূমিকা পালন করে, তাহলে সমাজের পক্ষে ক্ষতি। দেশে আইন বিভাগ আছে, বিচার বিভাগ আছে এবং সর্বোচ্চ কোর্ট রয়েছে। যে তদন্তগুলো চলছে, সেটা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিচারকের ভূমিকা পালন করে অভিযুক্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা খুব খারাপ জিনিস। সবাই সমান না বটে, তবে কেউ কেউ এবং কয়েকজন সাংবাদিক আছেন পারলে নিজেরা জাজমেন্ট দিচ্ছেন।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তাঁর দোকান থেকে নিউটাউনে তাঁর বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ছিল। ওই বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার খোঁজে তিনি স্বপনকে তুলে এনেছিলেন বলেও অভিযোগ করে নিহতের পরিবার। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে রাজগঞ্জের বিডিও

এরপর দশের পাতায়

ঘটনাক্রম

- দত্তাবাদে স্বপন কামিল্যা খুনে অভিযোগ বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে
- শনিবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রশান্তর গাড়িচালক ও অন্য এক সঙ্গী
- ২০ অক্টোবর প্রশান্ত বর্মন কলকাতায় গিয়েছিলেন এবং ২৯ অক্টোবর ফিরেছেন, সেই তথ্যও এখন পুলিশের হাতে
- চাপে পড়ে প্রশান্ত এখন বলছেন, এসব বিচারবিভাগীয় বিষয়

খুনের নেপথ্যে সোনার কালো কারবার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : চুরি যাওয়া সোনা, একটি খুন, রহস্যময় নীলবাতি লাগানো গাড়ি এবং একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী আমলা-ক্রাইম থ্রিলার বলতে যা বোঝায় তার যাবতীয় রসদই রয়েছে সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে। তবে গোয়েন্দারা বলছেন, গল্প অত সরল নয়। এই থ্রিলারে রয়েছে এখনও অপ্রকাশিত আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাদের একজন কোচবিহারের প্রভাবশালী এক তৃণমূল নেতা এবং অন্যজন তার গাড়ির চালক। ওই চালকই অন্ধকারাচ্ছন্ন কাহিনীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। আপাতত পলাতক ওই চালককে ধরতেই জাল গোটাচ্ছেন তদন্তকারীরা। সামান্য কিছু অলংকার বা কয়েক গ্রাম সোনা নয়, স্বপনের অপহরণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত ক্রমেই এগোচ্ছে বড় অপরাধচক্রের এক অন্ধকার জগতের দিকে। ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সোনা পাচারচক্রের যোগসূত্র রয়েছে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাদের ধারণা, গোটা ঘটনায় বারবার যে 'চুরি যাওয়া সোনা'-র কথা উঠছে সেই সোনা আসলে পাচারচক্রের সোনা এবং তার পরিমাণ এতটাই বেশি,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

কারা জালে

- প্রশান্তর গাড়িচালক রাজু ঢালি। বিডিও'র ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তুফান থাপা। তুফান কালচিনির চিনচুলা চা বাগানের বাসিন্দা। প্রশান্ত কালচিনির বিডিও থাকাকালীন তখন থেকেই তুফানের সঙ্গে দহরম-মহরম।

রহস্য যেখানে

- বিডিও বলেছেন, তাঁর সোনা চুরি হয়নি। এদিকে, নিউটাউনের ফ্ল্যাটের কর্মী অশোক করের দাবি, তিনিই সোনা চুরি করেছেন
- খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন যে তিনি নন, এমন কোনও দাবি করেননি রাজগঞ্জের বিডিও
- 'কলকাতায় আমার বাড়ি নেই' দাবি করলেও এদিন বয়ান বদলেছেন প্রশান্ত। ওটা ভাড়াবাড়ি বলে স্বীকার করেছেন

মাকে মারধরের ভিডিও রেকর্ড, ধৃত বাবা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ক্রিকেটে বিশ্বজয় করা রিচা ঘোষকে নিয়ে শিলিগুড়ির দারুণ গর্ব। মুখ উজ্জ্বল। সেই শহরই লজ্জায় মুখ লুকোল। মা মেয়েদের জন্ম দিয়েছেন বলে তাঁর ওপর বাবার খুব রাগ। তাই তিনি স্ত্রী ও বড় মেয়ের ওপর নিয়মিত অত্যাচার করতেন। মা ও দিদির পাশাপাশি বছর বারোর ছোট মেয়েরও বাড়ি থেকে বেরোনোয় নিষেধাজ্ঞা ছিল। কোনও না কোনওভাবে সে বাবাকে একদিন না একদিন জব্দ করবেই বলে অবশ্য সেই কিশোরী ঠিক করে নিয়েছিল।

শুক্রবার রাত সেই সুযোগ করে দিল। বাবার বেধড়ক মারে মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। দিদি তখন ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন। ছোট মেয়ে কোনওভাবে মায়ের মোবাইল ফোন নিয়ে লুকিয়ে বাবার চালানো অত্যাচারের ঘটনাটি রেকর্ড করে নিয়েছিল। এরপর ভক্তিনগর থানা এলাকার অ্যাপার্টমেন্টের ঘরটি থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে দিদি ও মাকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করে সাহায্য চাইতে থাকে। পুলিশকে ডাকতে বলে। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ আসে। অত্যাচারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তি একটি সরকারি সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। এমন কেউ যে এ ধরনের ঘটনা এতদিন ধরে ঘটিয়ে এসেছেন সেটাই যেন কেউ বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

পুলিশকে সামনে দেখে এদিন ওই কিশোরীর মা হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন। মেয়ের তোলা ভিডিও এবং ওই মহিলার ওপর চালানো অত্যাচারের কথা শুনে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দুর্নীতির প্রতিবাদী আখতারই সাসপেন্ড

চারের পাতায়

পদ্মের কাছে অভিজিৎ যেন শাঁখের করাত

পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এসআইআর গেরোয় অনুপ্রবেশ কবুল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হতেই বাংলাদেশ থেকে এদেশে একের পর এক অনুপ্রবেশের ঘটনা সামনে আসা শুরু করেছে। বিশেষ করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় এমন ঘটনা সবচাইতে বেশি। এলাকার কোনও পাড়ায় একজন-দুজন তো কোনও পাড়ায় ২০-২৫ জন বাংলাদেশি রয়েছেন। প্রত্যেকেরই ভারতীয় আধার কার্ড তৈরি হয়েছে। কেউ এপারের কোনও ব্যক্তিকে ধরে বাবা-মা হিসেবে 'সম্পর্ক' তৈরি করে ভোটার কার্ড বানিয়েছেন। কেউ আবার এজন্য মোটা টাকা দিয়েছেন। এমন এককেটি পরিবারের কোনওটিতে দুই-তিনজন, কোনও কোনওটিতে আট-নয়জন রয়েছেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনি এলাকায় এমনই ঘটনা দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে একে একে সকলে চলে এসেছেন। এখানে এসে ভোটার ও আধার কার্ড তৈরি করেছেন। এরপর একে একে মেয়েদেরও এই শহরেই বিয়ে দিয়েছেন। শনিবার নেতাজি কলোনি এলাকায় বিজেপির এসআইআর সংক্রান্ত ভ্রাম্যমাণ সহায়তা শিবির বসেছিল। সেখানেই এই বিষয়টি সামনে আসে। খোদ বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সামনেই বিষয়টি প্রকট হয়। বিধায়ক বলেন, 'সিএএ-এর জন্যে আবেদন করতে ওঁদের বলা হয়েছে।'

শীলা সরকার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নৌকাঘাট নেতাজি কলোনি এলাকার বাসিন্দা। তিনি আদতে বাংলাদেশের। ১৫ বছর আগে তিনি পালিয়ে ভারতে আসেন বলে তাঁর দাবি। প্রথমে তাঁর স্বামী এসেছিলেন। এরপর দশের পাতায়

সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় পুরস্কারে ভাসলেন রিচা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : দম ফেলার ফুরসত নেই!

সকালে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছানো। দুপুরের দিকে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে হাজির হওয়া। সেখান থেকে ক্রিকেটের নন্দনকানন।

মাসখানেক আগে শেষবার যখন ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপজয়ী প্রথম বাঙালি রিচা ঘোষ প্রবেশ করেছিলেন, তখন বিশ্বজয় করা হয়নি তাঁর। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও সিএবি সভাপতি পদে প্রত্যাবর্তন করেননি। আজ সন্ধ্যার ইডেনে প্রবেশের পর রিচার স্মৃতিতে ভিড় করছিল অতীতের বহু ঘটনা। এই ইডেন জানে তাঁর প্রথম অনেক কিছু। প্রথম সবকিছুই।

বিকেলের দিকে রিচা যখন বাবা-মার সঙ্গে হাজির হলেন ইডেনে, পেলেন বীরের সংবর্ধনা। ইডেনের লনে মঞ্চ আলো করে বসলেন। রিচাকে ঘিরে তখন চাঁদের হাট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সিএবি সভাপতি সৌরভ, মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী থেকে শুরু করে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সব পদাধিকারী হাজির। বাংলার মহিলা ক্রিকেটের অতীত, বর্তমানের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরুর পর সভাপতি সৌরভ রিচাকে

এরপর দশের পাতায়

ডিএসপি হলেন, পেলেন বঙ্গভূষণও

রিচা ঘোষকে স্নেহের আলিঙ্গন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছবি : ডি মণ্ডল

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। বিদ্যার্থীরা সামান্য পরিশ্রমেই সাফল্য পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে খুশি হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। হারানো দ্রব্য ফিরে পাবেন।

বৃষ : এ সপ্তাহে আপনার বুদ্ধিমত্তায় প্রায় সব কাজই সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে হঠাৎ ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য এবং মানসিক কষ্ট। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে অযথা সমস্যায় পড়বেন। মেয়ের বিবাহ স্থির হওয়ায় মানসিক স্বস্তিলাভ।

মিথুন : ব্যবসার কারণে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। পরিচিত কোনও ব্যক্তি আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে অনৈতিক কাজ করতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ হতে পারে।

কর্কট : ব্যবসার নতুন শাখা খোলার চিন্তায় ছেদ পড়তে পারে। অন্যায় কাজকে নিজের ভুলে সমর্থন করে ফেলতে পারেন। বাবার শরীরের দিকে নজর রাখুন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো খবর পাবেন।

সিংহ : সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। অতিভোজন সমস্যা আনতে পারে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আগুন ব্যবহারে সাবধান।

কন্যা : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বহুদিন আগের কোনও ভালো কাজের সুফল এ সপ্তাহে পেতে পারেন। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তিলাভ। মায়ের পরামর্শে সংসারের জটিল সমস্যা কাটবে। বিদ্যুৎ ব্যবহার খুব সাবধানে করুন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় শান্তি পাবেন।

তুলা : ব্যবসার জন্যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। বাড়ি সংস্কারে অযথা ব্যয় হওয়ায় দুশ্চিন্তা। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন। নতুন জমি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নিজের শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা।

বৃশ্চিক : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন ব্যর্থ হতে পারে। সাংসারিক খরচ বাড়বে। ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। বন্ধুর সহযোগিতায় কর্মক্ষেত্রের জটিলতা কাটিয়ে মানসিক স্বস্তিলাভ। পরের জন্যে কিছু করতে গিয়ে ক্ষতি হতে পারে।

ধনু : ব্যবসার জন্যে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। অকারণেই কেউ আপনার সম্মানহানি করতে পারে। খেলায় সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। মূল্যবান কোনও দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমের সমস্যা কাটায় স্বস্তি।

মকর : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। ঋণ শোধ করতে পেরে স্বস্তি। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় পূর্বের কোনও বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা। শিক্ষায় অগ্রগতি।

কুম্ভ : অংশীদারি ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। দীর্ঘদিনের পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। ছাত্রছাত্রীরা পরিশ্রমের ফল পাবেন। যে কোনও কারণে মানসিক অবসাদ বাড়বে।

মীন : নিজের ভুলেই আর্থিক ক্ষতি হবে। সারা সপ্তাহ পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে গেলেও কাজে সাফল্য আসবে। জনসেবা করে আত্মতৃপ্তি। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। খুব পরিচিত ব্যক্তি আপনাকে ভুল তথ্য দিয়ে সমস্যায় ফেলতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ কার্তিক, ৯ নভেম্বর, ২০২৫, ২২ কাতি, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ বদি, ১৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫০, অঃ ৪।৫৩। রবিবার, চতুর্থী দিবা ৯।৫৪। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ২।২৬। সিদ্ধিযোগ রাত্রি ৯।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৫৪ গতে কৈলবকরণ রাত্রি ৮।৫৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ২।২৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ২।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৯।৫৪ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৯ গতে ২।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।৩৬ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫০ গতে ৮।৫৭ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ৯।১৪ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।৪০ মধ্যে ও ২।৩৩ গতে ৫।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৪।৪ মধ্যে।

পাচার ভেস্তে দিলেন গ্রামবাসী

তরুণকে মারধর দুষ্কৃতীদের

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ৮ নভেম্বর : চোরাচালানে বাধা পেয়ে পাচারের সামগ্রী ফেলে বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। তবে পালানোর আগে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলেকে মারধর করেছে তারা। শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বনগ্রাম উন্মুক্ত সীমান্তে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহাদেব বিওপি-র বিএসএফ বাহিনী ও মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। বিএসএফের গাড়িতে আহত তরুণকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাচারের সামগ্রী উদ্ধার করে বিএসএফ বিওপিতে নিয়ে যায়।

আহত তরুণের নাম সমীর রায়। তিনি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তরুণকুমার রায়ের ছেলে। এই এলাকার অপর প্রান্তে রয়েছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার সর্দারপাড়া গ্রাম। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই এলাকাটি উন্মুক্ত। জমিজটের কারণে কাঁটাতারের বেড়া

বনগ্রামের উন্মুক্ত সীমান্ত পাচারের স্বর্গরাজ্য।

দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারই সুযোগ নিয়ে এখানে সক্রিয় পাচারকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত রায়, কোকিল রায়, প্রতিমা রায়, কালীচরণ রায় প্রমুখ জানান, ওইদিন রাতে এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা দেখে এলাকাবাসীরা চোর সন্দেহ করে চোর চোর চিৎকার করে তাদের তাড়া করেন। বেগতিক দেখে পাচারকারীরা এক বাড়ির খড়ের গাদার নীচে কয়েকটি বস্তা লুকিয়ে রেখে সীমান্তের দিকে পালাতে থাকে। পাচারকারীদের ধাওয়া করার সময় সমীর ও তাঁর ছোট ভাই রাহুল শর্টকাট রাস্তা ধরে খোলা সীমান্তের ৭৭৯ মেইন পিলার সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে যান। সেখানে আগে থেকে বসে থাকা অন্য পাচারকারী দল সমীরকে ধরে ফেলে এবং তাঁকে মারধর করে পালিয়ে যায়। এতে সমীরের মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। পাচারকারীরা ছয়-সাতজনের মতো ছিল।

সমীরের দাবি, চোরাকারবারিরা মারধর করার সময় তাঁকে ওই গ্রামের এক তরুণের নাম নিয়ে জানায়, তাদের সঙ্গে চোরাকারবারে জড়িত সে। তার সঙ্গে কথা হওয়ার পরেই মাল আদানপ্রদান করতে রাতের অন্ধকারে সীমান্ত টপকে এসেছে তারা। ধরতে হলে ওই তরুণকে গিয়ে ধরার নিদান দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর সমীর এবং তাঁর ভাইকে ছেড়ে বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায় তারা। এদিকে, ঘটনার পরেই বাড়ি ফাঁকা রেখে সংশ্লিষ্ট ওই তরুণ সহ গোটা পরিবার গা-ঢাকা দিয়েছে।

পঞ্চায়েত সদস্য তরুণকুমার রায় জানান, পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি খড়ের গাদার নীচে লুকিয়ে রাখা বাংলাদেশ থেকে আসা চারটি বীজবোঝাই বস্তা উদ্ধার করে। তাতে লাউ, পালং শাক, ঢ্যাঁড়শ সহ বিভিন্ন বীজ ছিল। একইসঙ্গে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পিছন দিক থেকে ভারতীয় ওষুধভর্তি দুটি বস্তা ও তরমুজের বীজভর্তি একটি বস্তা উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের অনুমান, বাংলাদেশি বীজ দেওয়ার বিনিময়ে ভারতীয় ওষুধ ও তরমুজের বীজ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

বিএসএফের তরফে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, চোরাকারবারে জড়িত স্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5'-2", M.A., B.Ed. (Music), কর্মরতা (বেঃ সঃ), একমাত্র সন্তান। কায়স্থ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8918593709. (C/113600)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, MCA, 41+, তুলা রাশি, দেবারি, অবিবাহিতা। শিক্ষিত সুপাত্র চাই। (M) 9475744349. (C/118554)

■ ক্ষত্রিয়, শিলিগুড়ি নিবাসী, 26 বছর বয়সি, M.Tech., পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য, M.Tech. অথবা Ph.D. অগ্রগণ্য। (M) 9434757286, অভিভাবক যোগাযোগ করবেন (ফোটো সহ)। (C/119004)

■ 31/5'-1", B.Com., CAL/ নামী MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে কোলকাতা-সংলগ্ন/ ব্যাঙ্গালোর/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন- 9932627051 (নিজ গৃহ), 9832455063 (4 P.M.-9 P.M.). (C/118719)

■ কর্মকার, 31+, Ph.D. (Chem.), 5'-1", বেসরকারি হাইস্কুলে কর্মরতা পাত্রীর উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি/বেসরকারি চাকুরে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9800488266. (S/C)

■ স্বর্ণকার, 32+, M.A., D.El.Ed., সুশ্রী, প্রকৃত ফর্সা, 5'-4", 33-37 মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সঃ/বেঃ চাকুরিরত/ ব্যবসায়ী, উঃ বঃ সুপাত্র কাম্য। Ph : 8918412397. (C/119016)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/118721)

■ পিতা অবঃ সঃ কর্মী, মাতা অবঃ স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রী একমাত্র সন্তান, কায়স্থ, 5'-2", B.A. Comp. (Dip.), 30 বৎসর পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। Mob : 9434352445. (C/119024)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., 33+/5'-2", Graduate, বর্তমানে Tax Consultancy-তে কর্মরত, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 36-40'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী লাগবে। নরগণ বাদে। Ph.No. 8509071221. (C/119030)

■ পূঃ বঃ, কুলীন কায়স্থ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের 31+/5'-1", সুশ্রী, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরি/সুব্যবসা পাত্র চাই। কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। (M) 7098379105. (C/119038)

■ জলঃ নিবাসী, 40/5'-3", বিএ পাশ, উজ্জ্বল শ্যামলা পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9749924949. (C/118570)

■ সাহা, 29/4'-10", M.Sc., B.Ed., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, 30-35 পাত্র চাই। (M) 7679516084. (C/118724)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, 32+/5'-2", সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, সুশ্রী, জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী, উপযুক্ত রাজবংশী পাত্র চাই। ফোন : 9434665491. (C/118572)

■ কায়স্থ, 32/5'-4", M.Sc. (Math), Ph.D., বেঙ্গালুরুতে IT সেক্টরে চাকরিরতা। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী বাবা। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 8016246037. (C/118183)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 30/5'-2", কাশ্যপ গোত্র, B.A. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য চাকুরে বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8391805404. (C/119042)

■ কায়স্থ, পাল, একমাত্র কন্যা, 29+/5'-4", M.A., B.Ed., সুশ্রী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য কর্মরত পাত্র কাম্য। বাবা-মা অবসরপ্রাপ্ত। Contact No. 7427998137, 9749192822. (B/B)

■ দাস (শীল), 30/5', বিকম, গৃহ শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ/বেঃ সঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 7908033942. (C/119045)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ কঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/119049)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, 28/5'-2", M.A., B.A. (Music), বাবা Retired Govt. Service, মাতা Housewife, নমশূদ্র পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ির মধ্যে। Caste no bar. Mo. 8653061606. (C/119051)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27/5'-3", সুশ্রী, Geo. (M.Sc.-B.D.), সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9609728555. (B/S)

■ একমাত্র কন্যা, জন্ম 1991, রাঃ সঃ চাঃ, জলপাইগুড়ি। জেনাঃ, সঃ চাকরি উপযুক্ত পাত্র চাই। 8538081902. (K)

■ বয়স 42, স্বল্পকালীন বিবাহে ডিভোর্সি, সেচ দপ্তরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। ফোন : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা, 35+/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি/ সংলগ্ন অঞ্চলের স্থায়ী সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই, অগ্রগণ্য। (M) 9832056340, 9434179701. (C/118728)

■ কোচবিহার পৌরসভা নিবাসী, কায়স্থ পাত্রী, বয়স ৩১+, উঃ ৫ ফুট ৬.৫ ইঃ, সরকারি কলেজ শিক্ষিকা (স্থায়ী)। শিক্ষা M.Sc., B.Ed., Net Passed, উক্ত পৌরসভার অন্তর্গত অথবা নিকটবর্তী এলাকার সরকারি চাকরিজীবী (স্থায়ী/অস্থায়ী) যোগ্য পাত্র চাই। একমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। মোঃ নং- 6296469002. (C/118181)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", M.A.(H), Pvt. Bank-এ কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যে কোনও জাতের পাত্র চাই। 7439663702. (C/119112)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119112)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ। ICDS-এর সুপারভাইজার। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119112)

■ উত্তরবঙ্গ, নামমাত্র ডিভোর্সি, ২৮+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/119112)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫+, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। আলোচনা সাপেক্ষ সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/119112)

■ জলপাইগুড়ি, ২৮, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119112)

■ আলিপুরদুয়ার, রাজবংশী, ২৭, M.Sc. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/119112)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Sc. ইন ফিজিক্স ও রবীন্দ্র সংগীতে বিশারদ। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119112)

■ বারুজীবী, 32, M.A., 5'-3", ডিভোর্সি, ফর্সা, সুন্দরী, দেবারিগণ, পাত্রীর জন্য চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7001699369. (C/119061)

■ ২৯, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী ও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা. এইরূপ বাঙালি পরিবারের কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119112)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৮+, অসম-এ চাকরিরতা, পাত্রী হিন্দু বাঙালি, গভঃ ব্যাংক কর্মচারীকা। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8822987763. (C/119113)

■ রাজবংশী, 28/5'-2", M.Sc., Ph.D., ফর্সা, একমাত্র কন্যার জন্য সঃ চাঃ, ইঞ্জিঃ পাত্র চাই (Caste no bar)। 8016232769. (C/119113)

■ পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, পাত্রী সরকারি চাকরিজীবী, নামমাত্র বিবাহ, ডিভোর্সি, বয়স 30+, অনূর্ধ্ব 36, চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। 9434689707, 7384909535. (D/S)

■ সাধারণ মধ্যবিত্ত, 22 বছর বয়স, H.S. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো, নেশাহীন পাত্র চাই। 9734488968. (C/119113)

■ জাতিভেদ নেই, ব্রাহ্মণ, 24+/5'-3", B.A. Pass, ঘরোয়া, গান জানা, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9432076030. (C/119113)

পাত্র চাই

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 36/5'-3", M.A. পাশ, সাবলম্বী, সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য নেশাহীন পাত্র চাই (ইস্যু সহ চলবে)। 9734488572. (C/119113)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী-পাত্র, ৩৩+/৫'-৯", M.Tech. (Civil Structure) SMC Empanelled, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, স্লিম, অনূর্ধ্ব ২৫-২৮, রাশি-মীন/বৃশ্চিক, গণ-দেব/দেবারি, পাত্রী চাই। যোগাযোগ-(M) ৯৪৩৪৪২৬৭১৬. (C/119015)

■ EB, নমশূদ্র, 44/5'-6", রাজ্য সরকারের Grade-B পদে মালদা কর্মরত। স্বঃ/অসঃ, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9230001861. (C/118899)

■ কোচবিহার, রাজবংশী, ৩৫, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119112)

■ বয়স ৩৩+, উচ্চতা ৫'-৮", ডব্লিউবিসিএস, সরকারি চাকুরে, শীল সম্প্রদায়, উপযুক্ত পাত্রী চাই, অসবর্ণ চলবে। মোঃ ৮৫৯৭৬৩৩৬২৯, ৬২৯৪৪৮০৬২৭.

■ পাত্র কায়স্থ, 1995, 5'-8", B.Tech. (Mech.), টিটাগড় রেল-এ কর্মরত, কলকাতা-পাত্রী M.Sc./B.Sc., উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9635657376. (C/119010)

■ মাহিষ্য, মালদা নিবাসী, 30/5'-7", Mackintosh burn Ltd. (Govt. undertaking Sector) মালদায় Posting পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 6289798996, 6295400821. (C/119019)

পাত্রী চাই

■ কোচবিহার, জেনারেল, 34/5'-5", B.A. পাঠরত, বেসরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9002902482. (C/118180)

■ SC (সরকার), 5'-7"/35, B.A., নিজস্ব কৃষিজমি ও বাড়ি, প্রাইভেট টিউটর পাত্রের জন্য যে কোনও বর্ণের পাত্রী চাই। (M) 8001029405. (C/118722)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/119039)

■ পাত্রী চাই-সুন্দর, শিক্ষিত ও ভদ্র পাত্রীর সন্ধান। পাত্র অভ্র সরকার, বয়স ৩৫+, উচ্চতা ৫'-৪", পেশায় PGT (History), কনট্রাকচুয়াল শিক্ষক, গত ২ বছর ধরে কর্মরত PM SHRI কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। ছোট ভাই IT পেশায় কর্মরত। ফর্সা ও সুন্দর, শিক্ষিতা পাত্রীর বয়স ৩০ বছরের মধ্যে হলে অগ্রাধিকার। যোগাযোগ : আলিপুরদুয়ার-৯০৬৪৬৪৩৯৭৮. (C/118723)

■ কায়স্থ, মিত্র, 35/5'-7", B.Com., LLB, শিলিগুড়ি নিবাস। পৈতৃক ব্যবসা। শুধু কায়স্থ পাত্রী কাম্য। 9002399928. (C/113601)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, বাঙালি, জেনারেল কাস্ট, 39/5'-10", নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ওষুধের পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসা, পলিক্লিনিক, ফার্মেসি, ডেন্টাল ক্লিনিক রয়েছে, মাসিক আয় ৫ লাখ+, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 9749817473. (C/119040)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", Axis Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য রায়গঞ্জ নিবাসী ও নিকটবর্তী পাত্রী কাম্য। Mob : 8250105439. (K)

পাত্রী চাই

■ 29/5'-11", কায়স্থ, বিটেক, এমবিএ, শিলিগুড়িতে কর্মরত (এইচ আর ম্যানেজার), একমাত্র পুত্রের জন্য শিলিগুড়ির নিকটবর্তী চাকরিরত পাত্রীর সন্যান। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজনীয়। (M) 7384953945. (C/119025)

■ ব্রাহ্মণ, 33, M.A., 5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি, নামমাত্র বিবাহ (তিন দিনের দাম্পত্য জীবন), একমাত্র পুত্রের ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9242858843. (S/C)

■ কায়স্থ, 28/5'-6", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত। সুন্দরী, ঘরোয়া, 25-এর মধ্যে পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। ফোন নং-7001917549, 9547404213. (C/119029)

■ কর্মকার, দেবগণ, 31/5'-7", MBA, ICICI Bank Deputy Manager, সুশ্রী, স্নাতক পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। (M) 9093227127. (C/119032)

■ সাহা, B.A. পাশ, 34+/5'-5", ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সৎ, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832538825. (U/D)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 42, সুদর্শন, M.A., B.Ed., TET Qualified, Contractor, একমাত্র পুত্রের শিক্ষিত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোচঃ/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 9330520720, 9434687540. (U/D)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩১/৫'-৬", MCA, বাড়ি থেকে কাজ (MNC), সুপাত্রী কাম্য। (M) 9475759345. (C/119034)

■ B.Tech., MBA, Masters (IIT, Kanpur), H.S.B.C. কর্মরত, উত্তরবঙ্গ ও দমদম নিবাসী, কায়স্থ, মাঙ্গলিক কাটানো, দেবারি, ধনু, 32/5'-8", পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী চাই। (M) 9434424039. (C/119038)

■ কুলীন কায়স্থ, 5'-11"/44 বছর, সুদর্শন, পুলিশ ইন্সপেক্টর পাত্রের জন্য 31-35, উচ্চতা 5'-4", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নম্র সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832885522, 9733156407. (C/118725)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, বয়স ৩২/৫'-৭", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, ঘরোয়া ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9609912715, 6295187769. (C/118563)

■ কায়স্থ, 33/5'-6", MBA, B.Pharm কর্মরত, একমাত্র সন্তান, পিতা রিটায়ার্ড অফিসার, মাতা শিক্ষিকা, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, ভদ্র, শিক্ষিত পরিবার, উপযুক্ত গ্র্যাজুয়েট, অবিবাহিত/ ডিভোর্সি/Widow, 26-30 পাত্রী কাম্য। No caste bar, অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 6294438426. (C/118565)

■ ক্ষত্রিয়, 32/5'-7", বিটেক, পুলিশ অফিসার। একমাত্র সন্তান। মাতুল বংশ ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের (25-28) পাত্রী কাম্য। চাকরিরতায় আপত্তি নাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9641572084. (C/118566)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/ কায়স্থ, উঃ মাঃ/বিএ পাশ, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। মোঃ 9832052447. (A/K)

■ ৩৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া), এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119112)

■ শিলিগুড়িস্থিত ব্যবসায়ী, ভরদ্বাজ, দেবগণ, 42+/5'-7", BBM Pass, দাবিহীন পাত্রের জন্য 33 মধ্যে সুশ্রী, নম্র, শিক্ষিতা, স্বঃ/উচ্চ অসঃ, অবিবাহিতা/ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। (M) 9434308932. (C/119112)

পাত্রী চাই

■ কুলীন কায়স্থ, 30+/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ডেন্টাল সার্জন (MDS), প্রাইভেট প্র্যাকটিস, পিতা-মাতা পঃ বঃ সরকারি অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8967183019. (C/119043)

■ বৈশ্য সাহা, 28/5'-4", D.Pharm. পাশ, পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832009046. (S/C)

■ বসাক, 35 বছর, 5'-4", হাইস্কুল Computer শিক্ষক, ছোট পরিবার, স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্রী চাই। রাত 7-10টা, ধূপগুড়ি। (M) 8328739727. (A/B)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-8", B.Tech. (J.U.), MBA (IIM, AMD) Pune-তে কর্মরত (Tata Project), উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, Pune-তে যেতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। (M) 8918423740. (C/119013)

■ ঘোষ দস্তিদার, 63/5'-4", অবসরপ্রাপ্ত রেল করণিক, অবিবাহিত পাত্রের জন্য সুশ্রী, স্লিম, 55+, পুত্রসন্তান যুক্ত (15-18 years), ডিভোর্সি/বিধবা, উপার্জনশীল হিন্দু H.S. পাত্রী চাই। সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9903077620. (C/118727)

■ কায়স্থ দাস, দেবারি, 29/5'-4", M.Sc., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স, অনূর্ধ্ব 27 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531630217. (C/118726)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, বাৎসব, মাঙ্গলিক, 32+/5'-10", সিংহ রাশি, নরগণ, B.A., D.El.Ed., আলিপুরদুয়ার শহরে নিজস্ব বাড়ি, বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। (M) 9434165101. (C/118729)

■ OBC, 32/5'-9", কোচবিহার নিবাসী, SBI-তে ম্যানেজার পদে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8116243272, 7047915118. (C/118182)

■ ৩৩+, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, অসম-এ কর্মরত, ভারতীয় রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 8822987763. (C/119112)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, B.Tech., MBA ও গভঃ ব্যাংক-এর ম্যানেজার। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/119112)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/119112)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৮+, শিক্ষিত, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত, মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119112)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ৪৮, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/119112)

■ শিলিগুড়ি, ৩৮, M.Tech. পাশ, হায়দরাবাদ-এর একটি নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119112)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., PWD-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119112)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

পাত্রী চাই

■ জন্ম 2/95, সাহা, হলদিয়ায় IVL-এর ইঞ্জিনিয়ার। ছোট পরিবারের সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9933947872. (D/S)

■ জন্ম 1990, 5'-11", B.A.(H), M.A. Incomp., নিজস্ব ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, ঘরোয়া পাত্রী চাই। No caste bar. অভিভাবকের ফোন কাম্য। মোঃ 9593937157. (C/118573)

■ তিলি পোদ্দার, বঃ 40+/5'-3", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8617869363. (C/119115)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 32+/5'-6", B.Com., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নেশাহীন, দাবিহীন পাত্রের জন্য স্নাতকস্তরের ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9126136770. (C/119115)

■ Gen., 31/5'-6", M.A., B.Ed., Ph.D., NET, একমাত্র সন্তান, বেসরকারি স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9144184216. (C/119115)

■ বৈশ্য সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, 30/5'-7", B.A. Pass, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব Gold Showroom, ফ্ল্যাট, বাড়ি রয়েছে। অনূর্ধ্ব 28, সাহা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8436002268. (C/119017)

■ কায়স্থ, 33/5'-10", B.A. (Hon's) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চাকরি পরীক্ষার শিক্ষক, নিজস্ব ফ্ল্যাট ও প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্রী চাকরি করতে পারেন। (M) 9064240791, 9734547150. (C/119115)

■ গন্ধবণিক(দত্ত), 28+/5'-7", সুদর্শন, MBA, বেসরকারি বড় প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার পদে কর্মরত, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9434352584. (C/119113)

■ বৈশ্য সাহা, 32/5'-8", MNC-তে কর্মরত, Bangalore-এ Posting, একমাত্র পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9635924555. (C/119113)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ পরিবারের 31/5'-7", FCI-তে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/119113)

■ কায়স্থ, 30/5'-8", B.Tech., PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। 9734485015. (C/119113)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-9", M.Tech., Central Govt.-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/119113)

■ ৩৪, M.Sc., শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-7", ইনকামট্যাক্স অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ- 9046250029. (C/119113)

■ ৩২, M.Tech., 5'-8", বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ-080-69072089. (C/119113)

■ পাত্রী বারুজীবী, 28 yrs. 5 Ft., B.Sc., ফর্সা, সুন্দরী। পিতা Retd. Cent. Govt. Employee, মাতা Housewife, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob No. 9650776723. (C/118575)

■ পিএসইউ ব্যাংক কর্মী পাত্রী খুঁজছেন (৩৭) বছর বয়সি, বেতন প্রায় ১২ লক্ষ/ বার্ষিক, জলপাইগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা, উচ্চতা (৫'-৬"), (ঘোষ)। পাত্রী slim, fair, shanta, bhadra প্রকৃতির হতে হবে, উচ্চতা প্রায় ৫'-৮", General caste (preferable), বয়স প্রায় ২৫-২৬ বছর এবং উত্তরবঙ্গের (বিশেষ করে জলপাইগুড়ির) বাসিন্দা হতে হবে। Phone No : 7001860236, mail id mail3snehasishghosh@gmail.com, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ফোন করুন। (K)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118393)

অবহেলায় ইন্দ্রাণী ফলসের সাঁকো

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : দার্জিলিংয়ের পর্যটন মানচিত্রে অত্যন্ত পরিচিত নাম ইন্দ্রাণী ফলস। প্রচুর পর্যটক দেখতে আসেন এই জলপ্রপাত। কিন্তু বহুদিন জায়গাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জলপ্রপাতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য একমাত্র সেতুটি ভাঙা। দ্রুত এই জলপ্রপাত সংরক্ষণ এবং নতুন সেতু তৈরির দাবি তুলে শনিবার প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি পর্যটকরা এদিন বলেন, অবিলম্বে রাজ্য সরকার এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এই বিষয়ে উদ্যোগ নিক। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'ইন্দ্রাণী ফলসে সেতু তৈরির জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। ডিপিআর হয়ে গেলে অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরে পাঠানো হবে। ছাড়পত্র মিললে কাজ শুরু হবে।'

পর্যটকদের কাছে দার্জিলিং থেকে ৮ কিলোমাটির দূরে সোনাদার এই জলপ্রপাত অত্যন্ত পরিচিত। অনেকে একে রামধনু জলপ্রপাত হিসাবেও চেনেন। কিন্তু এই পর্যটনস্থলটি দীর্ঘদিন ধরে ধুঁকছে। কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড এলাকায় গিয়ে সংযোগকারী সেতু পুনর্নির্মাণের কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই কাজ প্রশাসনের। কিন্তু প্রশাসন সেই কাজ করতে না পারায় আমরা দায়িত্ব নিয়ে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এখানে সেতু তৈরি করতে রাজি।' এরপরই জিটিএ জানিয়ে দেয়, সেতু তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে সেতুটি তৈরি করা হবে।

তবে তারপরও কাজ শুরু না হওয়ায় শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা ইন্দ্রাণী ফলসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। ইন্দ্রাণী ফলস সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি বসন্ত রাই বলেন, 'কংক্রিটের সেতু দীর্ঘদিন বেহাল। গত বছর একটি অস্থায়ী সাঁকো তৈরি হয়েছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ যাতায়াত করতেন। সেই সাঁকোটিও গত ৪ অক্টোবরের দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা গত এক-দেড় মাসে গ্রাম পঞ্চায়েত, জিটিএ, রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে দ্রুত জলপ্রপাত সংরক্ষণ এবং সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে স্থানীয়রা যেমন সমস্যায় পড়ছেন, পর্যটকরা এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।' এদিন শিলিগুড়ি থেকে মোটরবাইক নিয়ে এসেছিলেন সুমিত বসু। তিনি বললেন, 'আগেও একাধিকবার এসেছি। ইন্দ্রাণী ফলসে রামধনু দেখার মজাই আলাদা। কিন্তু গত কয়েক বছর সেতু সহ আশপাশের এলাকা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পর্যটকরা এসে দাঁড়ানোর জায়গা পান না। দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।'

বেহাল অবস্থায় ইন্দ্রাণী ফলস পারাপারের সাঁকো। -সংবাদচিত্র

মুখ ও মুখোশ।। *শনিবার বোল্লাকালীর মেলায় মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।*

মেলার জেরে তীব্র যানজট

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৮ নভেম্বর : বোল্লামেলায় দ্বিতীয় দিনেও উপচে পড়া ভিড়। দর্শনার্থীদের প্রবল ভিড়ে জাতীয় সড়ক ও সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট। পতিরাম থেকে বোল্লা পর্যন্ত রাস্তায় যেমন গাড়ির সারি, তেমনই গঙ্গারামপুর অভিমুখেও শয়ে-শয়ে টোটো, অটো ও বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় আটকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এদিনও তীব্র যানজটে বারবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গঙ্গারামপুর শহর। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

শনিবার বুনিয়াদপুর থেকে আসা পুণ্যার্থী সঞ্জয় মণ্ডল জানালেন, শুক্রবার রাতে প্রায় চার ঘণ্টা যানজটে আটকে ছিলেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রতি বছরই মেলার সময় যানজট হয়, কিন্তু এবার পরিস্থিতি আরও গুরুতর। প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় সড়কে ভারী যানবাহন ঘুরপথে চালানোর নির্দেশ জারি হলেও তেমন সুরাহা মেলেনি। জেলা ডিএসপি (ট্রাফিক) বিল্বমঙ্গল সাহা বলেন, 'নিজে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছি, গোটা টিম কাজ করছে।' তবুও যানজটে নাকাল সাধারণ মানুষ।

বোল্লায় ভোগান্তি

- শনিবার রাতেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট হয়
- বারবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গঙ্গারামপুর শহর
- ভারী যানবাহন ঘুরপথে চালানোর নির্দেশ জারি হয়

পতিরাম বিএসএফ ক্যাম্পাসের পাশ দিয়ে পালপাড়া-বনহাট রুটটি মেলায় যাওয়ার শর্টকাট হলেও সেখানেও একই অবস্থা। এক লেনের সরু রাস্তায় প্রচুর টোটো, অটো ও বাইক চলাচলে যানজট লেগে থাকছে। পতিরামের বাসিন্দা সুমন সরকার বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ জরুরি।' তপনের বাসিন্দা অলোক সরকারের মন্তব্য, 'অন্তত অ্যাম্বুল্যান্স যাতে সহজে চলাচল করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনে তপনের রাস্তাটি ব্যবহার করার জন্য প্রচার করতে পারে প্রশাসন।' বিকুচ ও বদলপুরের রাস্তাতেও একই চিত্র দেখা গিয়েছে।

এদিকে, বোল্লামেলায় যাতায়াতের জন্য চারটি বিশেষ বাস দিল এনবিএসটিসির বালুরঘাট ডিপো। এমনকি রায়গঞ্জ ডিপো থেকে অতিরিক্ত ১৫টি বাস চলাচল করছে বোল্লামেলার উদ্দেশ্যে। তার সঙ্গে মালদা, ইসলামপুর, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি ডিপো থেকেও দুটি করে বাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বালুরঘাট পুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বোল্লার উদ্দেশ্যে প্রায় ২৫০ বাস চলাচল করছে। শুক্রবার থেকে এই পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। পুজোর ক'দিন বাসগুলি চলবে। বালুরঘাট ডিপোর তরফে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মধ্যরাত পর্যন্ত বাস চলেছে বলে জানানো হয়েছে।

তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, পঙ্কজ মহন্ত ও রাজু হালদার

ঘর ভেঙে চাল সাবাড় দুই দাঁতালের

নাগরাকাটা, ৮ নভেম্বর : দাঁড়িয়ে থেকে সাবাড় করল ৪ বস্তা আতপচাল। ফেরার সময় শুঁড়ে তুলে নিয়ে গেল আরও ১ বস্তা সেদ্ধ চাল। তার আগে বাড়ির একাংশ দুমড়ে-মুচড়ে দেয় দুই দাঁতাল। কোনও রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনা শুক্রবার গভীর রাতের, নাগরাকাটার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া ভগৎপুর চা বাগানের বাঁশবাড়ি লাইনে। জোড়া হাতির হামলায় সেই রাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও ১টি দোকান সহ জনৈক ব্যক্তির রান্নাঘর। দুই দাঁতালের তাণ্ডবে তছনছ হয় এলাকার সবজি বাগান সহ শিমুল গাছ। পরে বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা এসে হাতি দুটিকে তাড়ান। বন দপ্তর জানিয়েছে, আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।

দুই দাঁতাল প্রথমে হামলা চালায় গোয়েন্দা মিঞ্জ নামে এক ব্যক্তির গালামালের দোকানে। সেখানে ভাঙচুর করে এরপর ঢুকে পড়ে শুক্রা ওরাওঁয়ের বাড়িতে। তাঁর সবজি বাগান, একাধিক কলা গাছ লন্ডভন্ড করে দেয়। এরপর হামলা চালায় ভাইয়ালাল ওরাওঁ নামে আরেক স্থানীয়র বাড়িতে। সামনের অংশ গুঁড়িয়ে বের করে আনে ঘরে মজুত ৫ বস্তা চাল। ৪ বস্তা আতপচাল সেখানেই খেয়ে ফেলে। ফেরার সময় নিয়ে যায় ১ বস্তা সেদ্ধ চাল। বস্তায় হাতির দাঁত ঢুকে ফুটো হয়ে যাওয়ার কারণে রাস্তাজুড়ে চাল ছড়াতে থাকে।

MIT Art, Design & Technology University, Pune
MIT-ADT UNIVERSITY PUNE, INDIA
we are HIRING
A Pune-based Private University (43 Years of Legacy)
ADMISSION CONSULTANTS / ADVISORS (NORTH BENGAL)
To promote admissions and guide students
LOCATION
Darjeeling/ Jalpaiguri/ Cooch Behar/ Alipurduar/ North & South Dinajpur and Malda districts.
QUALIFICATION
Graduate / Postgraduate with experience in counselling, marketing or student admissions.
Interested CONSULTANTS / ADVISORS
Contact : 7391093233 / 76428 34796
arindam.ghosh@mituniversity.edu.in

নির্দেশনামূলক অধিসূচনা

২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য সাংস্কৃতিক কোটার বিপরীতে নিযুক্তি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং. ০২/২০২৫

খোলার তারিখঃ ২০-১১-২০২৫ **বন্ধের তারিখঃ ১৯-১২-২০২৫ (১৭.৩০ ঘণ্টা)**

এই বিজ্ঞপ্তিতে উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্মেট অনুসারে লেভেল-২ (জিপি-১৯০০) এর নিম্নলিখিত পদগুলিতে সাংস্কৃতিক কোটার বিপরীতে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং.	সাংস্কৃতিক প্রতিভা (ডিসিপ্লাইন/স্ট্রিম)	পদের সংখ্যা
১	সিঙ্গার (ক্লাসিক্যাল/লাইট ক্লাসিক্যাল)	০১
২	ইন্সট্রুমেন্টাল আর্টিস্ট (স্যাক্সোফোন)	০১

১। যোগ্যতাঃ (ক) অপরিহার্যঃ ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা

(i) এনটিপিসি ক্যাটাগরির জন্য মোট ৫০% নম্বরের কম নয়, দ্বাদশ (+২ স্তর) বা তার সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

এসসি/এসটি/এক্স- সার্ভিসমেন/প্রতিবন্ধী (পিডব্লিউডি) প্রার্থীদের জন্য এবং প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতার চেয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০% নম্বরের প্রয়োজন নেই।

অথবা

টেকনিক্যাল ক্যাটেগরির জন্য এনসিভিটি/এসসিভিটি দ্বারা অনুমোদিত ম্যাট্রিকুলেশন প্লাস কোর্স সম্পন্ন এক্ট অ্যাপ্রেন্টিস।

অথবা

টেকনিক্যাল ক্যাটেগরির জন্য ম্যাট্রিকুলেশন প্লাস এনসিভিটি/এসসিভিটি দ্বারা অনুমোদিত আইটিআই।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখে প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত এবং পেশাদার যোগ্যতা থাকতে হবে। যারা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন বা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন, তারা যোগ্য নয়।

নোটঃ যদি কোনো ব্যক্তিদের ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট ক্যাটেগরিকে নিযুক্তি প্রদান করা হয়, তা হলে উনি নিয়োগের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে ইংরাজিতে ৩০টি শব্দ প্রতি মিনিট অথবা হিন্দিতে ২৫টি শব্দ প্রতি মিনিট টাইপিং দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্যাটেগরি তাদের নিয়োগ অস্থায়ী হবে।

(ii) সাংস্কৃতিক প্রতিভার প্রাসঙ্গিক ধারায় ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট, যার জন্য সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে অধিসূচনা জারি করা থাকতে হবে।

(খ) বাঞ্ছনীয়ঃ

(i) পরিবেশনা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা তথা অল ইন্ডিয়া রেডিও/দূরদর্শন ইত্যাদিতে করা প্রর্দশন।

(ii) ন্যাশনাল লেভেলে জিতে নেওয়া অ্যাওয়ার্ডস/ প্রাইজেস।

(iii) সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে মিউজিক /ডান্স/ড্রামা/ইন্সট্রুমেন্ট ইত্যাদিতে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট।

২। (ক) বয়সসীমাঃ (বয়স ০১.০১.২০২৬ তারিখে)

অসংরক্ষিত	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি	তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি
১৮ থেকে ৩০ বছর	১৮ থেকে ৩৩ বছর	১৮ থেকে ৩৫ বছর

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোর্ড থেকে ম্যাট্রিকুলেশন বা তার সমমানের সার্টিফিকেটের কপি, অথবা জন্ম তারিখের প্রমাণের জন্য জন্ম প্রমাণ-পত্র জমা দিতে হবে।

২। আবেদন কিভাবে করতে হবেঃ যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী প্রার্থীদের **এ্যানেক্সার-এ** তে দেওয়া আবেদনপত্রের ফরম্যাট অনুযায়ী ভালো মানের A-4 আকারের সাদা কাগজে নিজস্ব হাতে লেখায় আবেদন করতে হবে, তার সাথে **কোনও পরচুলা, টুপি বা রঙিন চশমা না পরে, যথাযথভাবে স্ব-প্রত্যয়িত** তিনটি সাম্প্রতিক **পাসপোর্ট আকারের ছবি** (গত দুই মাসের মধ্যে তোলা) জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রগুলি অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার (রিক্রুটমেন্ট), প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসারের কার্যালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়, মালিগাঁও, গুয়াহাটি- ৭৮১ ০১১, জেলাঃ কামরূপ (মেট্রো), অসম ঠিকানায় সাধারণ ডাকযোগে পাঠাতে হবে **অথবা** রিক্রুটমেন্ট সেকশন, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসারের কার্যালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়, মালিগাঁও, গুয়াহাটিতে রাখা আবেদনপত্র বাক্সে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথ ঠিকানায় **১৯.১২.২০২৫** তারিখের ১৭.৩০ ঘণ্টার মধ্যে বা তার আগে পৌঁছাতে হবে (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি চাব-ডিভিশন, লাক্ষাদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য অন্তিম তারিখ **২৯.১২.২০২৫**। আবেদনপত্র সম্বলিত খামের উপরে স্পষ্টভাবে "**২০২৫-২৬ বর্ষের সাংস্কৃতিক কোটার বিপরীতে আবেদনপত্র, ই.এন. নং. ০২/২০২৫, জিপি - ১৯০০/, ডিসিপ্লিন.......... এবং কমিউনিটিঃ...............**" উল্লেখ করতে হবে।

শর্তাবলী, আবেদনের ফরম্যাট, পরীক্ষার মাসুল, সিলেকচন পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in. > General Info > Recruitment Notification (Sports, Scouts & Guides and Cultural) থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে এবং ২২-১১-২০২৫ তারিখের এমপ্লয়মেন্ট নিউজ-এ দেখা যেতে পারে।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি - ১১

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গরুমারা বন্যপ্রাণ দপ্তরের উদ্যোগ

বনবস্তির জলের হাহাকার মেটাতে পিএইচই'কে চিঠি

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর : গরুমারা বন্যপ্রাণ দপ্তরের তরফে নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান লাগোয়া বনবস্তিগুলোকে জলস্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান লাগোয়া সাকাম বনবস্তি, তোদে, তাংতা, গোপীপাল বস্তি, ভুজেলগাঁও বস্তি সহ আরও কয়েকটি বনবস্তিতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য আবেদন করে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের তরফে শুক্রবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে চিঠি পাঠানো হয়। ওই এলাকাগুলিতে জলস্বপ্ন প্রকল্পের পরিষেবা শুরু হলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

জলপাইগুড়ি গরুমারা বন্যপ্রাণ দপ্তরের অধীনে থাকলেও নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান কালিম্পং জেলায় অবস্থিত। নেওড়াভ্যালির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ঝরনার জল পাইপের মাধ্যমে পুরো কালিম্পং জেলায় সরবরাহ করা হয়। বনবস্তিগুলির বাসিন্দারা পাইপের মাধ্যমে ঝরনার জল বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসে ব্যবহার করেন। কিন্তু শুখা মরশুমে তাঁদের জলকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। স্থানীয়রা বিগত কয়েকমাসে বেশ কয়েকবার বন দপ্তরকে পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি জানিয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ দপ্তরের আধিকারিকরা নড়েচড়ে বসেন এবং শুক্রবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে চিঠি পাঠানো হয়। এই প্রসঙ্গে গরুমারা বন্যপ্রাণ দপ্তরের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের পরিস্রুত পানীয় জল পেতে সমস্যা সমাধান হয়। শুখা মরশুমে তাঁরা তীব্র জলকষ্টে ভোগেন। সমস্যা সমাধানের জন্য জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

জলকষ্ট

শুখা মরশুমে তীব্র জলসংকট হয় বনবস্তিগুলোতে

বন্যপ্রাণী হানার ভয় থাকায় সবসময় ঝরনা থেকে জল আনা সম্ভব হয় না

পরিষেবা চালু হলে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন

"এলাকাটি ভৌগোলিক দিক থেকে কালিম্পং জেলার মধ্যে পড়েছে। বন দপ্তরের আবেদন জেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হয়েছে।

সোমনাথ চৌধুরী
কার্যনির্বাহী বাস্তুকার, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর, জলপাইগুড়ি

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের অরণ্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় বনবস্তিগুলি অবস্থিত। কালিম্পং জেলার বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও বনবস্তি এলাকায় এখনও কাজই শুরু হয়নি। দীপক ভুজেল নামে এক বনবস্তিবাসী বলেন, 'শুখা মরশুমে প্রচণ্ড জলকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। ঝরনার জল সর্বত্র পাওয়া যায় না। বন্যপ্রাণী উপদ্রুত এলাকা তাই সবসময় ঝরনার কাছাকাছি গিয়ে জল আনাও খুবই কষ্টকর। দ্রুত বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা না এলে ভবিষ্যতে গ্রামগুলোর বাসিন্দার তীব্র জলসংকটের সমস্যার মধ্যে পড়বেন।'

এই প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলপাইগুড়ির কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরী বলেন, 'এলাকাটি ভৌগোলিক দিক থেকে কালিম্পং জেলার মধ্যে পড়েছে। বন দপ্তরের আবেদন জেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হয়েছে।'

বিগত কিছু সময় ধরে কেন্দ্রীয় সরকার জলস্বপ্ন প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করছে না। ৬ মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যজুড়েই প্রকল্পের নতুন করে কাজ বন্ধ রয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলেই নেওড়াভ্যালির বনবস্তিগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছানোর কাজ শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

আজ টিভিতে

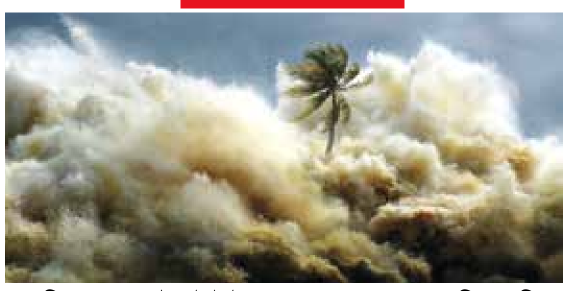

সুনামি : রেস এগেইনস্ট টাইম রাত ১০.০২ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.০০ দেবী, বিকেল ৪.১৫ জিও পাগলা, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মানিক, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ লভ ম্যারেজ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, দুপুর ১২.০০ বচ্চন, বিকেল ৩.০০ সুলতান, রাত ১০.৩০ অভাগিনী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পৃথিবীর শেষ স্টেশন, সন্ধে ৭.৩০ জীবন যৌবন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমী

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.১৫ হাউসফুল-ফাইভ, বিকেল ৪.২৭ ফির হেরা ফেরি, সন্ধে ৭.৫০ থম্মুড়ু, রাত ১০.১০ সরজমিন

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ হকিকত, বিকেল ৩.৫০ দাগ দ্য ফায়ার, সন্ধে ৬.৫০ অর্জুন, রাত ১০.০০ হাউসফুল-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ, দুপুর ২.০৪ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫১ কে থ্রি : কালী কা করিশমা, সন্ধে ৭.৩০ লাডলা, রাত ১০.২২ হিটলিস্ট

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৪ দ্য ডন, দুপুর ১.৫৯ বীরা দ্য পাওয়ার, বিকেল ৫.১২ ফাইভ ডি, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ১০.৪০ তেরি সওগন্ধ

জি সিনেমা : সকাল ৯.০২ ওয়েলকাম ব্যাক, দুপুর ১২.০৬ রক্ষা বন্ধন, ১.৪৮ জওয়ান, বিকেল ৫.১৬ কল্কি ২৮৯৮ এডি, সন্ধে ৭.৫৫ গেম চেঞ্জার

লভ ম্যারেজ রাত ১০.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

কল্কি ২৮৯৮ এডি বিকেল ৫.১৬ জি সিনেমা

থম্মুড়ু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

চলচ্চিত্র উৎসবে সৌরভের 'ফৌজদার'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : চলতি বছরের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেল শিলিগুড়ির সৌরভ ভদ্রের ১৯ মিনিটের তথ্যচিত্র 'ফৌজদার'। রবিবার নন্দনে ওই তথ্যচিত্রটি দেখানো হবে। এরপর আবার ১৩ নভেম্বর শিশির মঞ্চে 'ফৌজদার' প্রদর্শিত হওয়ার কথা। তথ্যচিত্রটি বানাতে সৌরভের চার বছর লেগেছে। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি তথ্যচিত্রটি পাঠিয়েছেন।

'ফৌজদার' তথ্যচিত্রটির মূল বিষয় দশাবতার তাস। দশাবতার তাস আসলে কী? মল্ল রাজাদের সঙ্গে এর যোগাযোগ কীভাবে? কেন ফৌজদারদের রাজস্থান থেকে ওই তাস তৈরির জন্য বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছিল? সমস্ত উত্তর লুকিয়ে রয়েছে 'ফৌজদার' তথ্যচিত্রটিতে। বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত দশাবতার তাস যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্নটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শীতল ফৌজদার। আর তাঁর জীবন ও প্রতিদিনের লড়াইকেই সেলুলয়েডে ধরেছেন সৌরভ।

সৌরভ ভদ্র।

বহু মানুষ দশাবতার তাসের ব্যাপারে তেমন কিছুই জানেন না আর সেখান থেকেই সৌরভের তথ্যচিত্রটি বানানোর পরিকল্পনা শুরু। সৌরভের মতে, 'ফৌজদার' দেখে নতুন প্রজন্ম শীতল ফৌজদারের জীবনের সঙ্গেই দশাবতার তাস খেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর ধরাধামে দশ অবতার নেওয়ার পৌরাণিক কাহিনী জানা না থাকলে এই তাস খেলা যায় না।

সৌরভের বাড়ি শিলিগুড়ির ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায়। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি বাংলা সিরিয়ালের জন্য চিত্রনাট্য লেখা শুরু করেন। সঙ্গে লিখতেন গান। 'মিশর রহস্য' সিনেমায় তিনি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। অঙ্কুশ হাজরা ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত 'আমি শুধু চেয়েছি তোমায়' সিনেমার টাইটেল ট্র্যাকটিও সৌরভের লেখা।

নোটিশ

আমার মক্কেল পরিতোষ কুমার দাস, পিতা- ঁএ.এন.দাস, আমবাড়ী, কামার ভিটা, জলপাইগুড়ি - জমির পরিমাণ 2 (দুই) কাঠা, যার সীট নং- ১০, মৌজা- বিন্নাগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা- রাজগঞ্জ, খতিয়ান নং- ৫০৮, ৫০৩ (আর.এস) আর.এস.দাগ নং:- ৫৪৮, ৫৬১ উক্ত জমি কিনিতে ইচ্ছুক। কোনও ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। ফোন নং:- 9641692057.

Ajit Majumder
Advocate, Jalpaiguri Court

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএন-এসটি-২৮-২০২৫-২৬, তারিখ : ০৪-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং : আরএন-এসটি-২৮-২০২৫-২৬; কাজের নাম : এসএসই/টেলি/আইসি/রঙিয়া -এর অধীনে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন কাজ- রঙিয়া ডিভিশনে টেলিকম সরঞ্জামের পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য : ৪৭,০৮,৫০৪.৯৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৯৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

নং.: সি/২৫/ই-অকশন/এনএফআর/কেআইআর/২০২৫ তারিখঃ- ০৪/১১/২০২৫

কাটিহার স্টেশনে ই-নিলাম মডিউলে আইআরইপিএস পোর্টালের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নতুন তৈরি পুকুর এলাকার আশেপাশে মডেল বুকিং অফিসের পাশে গেমিং জোন, প্রিমিয়াম স্টোর, ফুড ভ্যান, ফুড স্টল, পারফিউম ভেন্ডিং মেশিন, ড্রিংকস ভেন্ডিং মেশিন, মাল্টি ফাংশনাল কমপ্লেক্সের জন্য ডিভিশন দ্বারা টেন্ডার আহ্বান করার প্রক্রিয়া চলছে।

চুক্তির পরিধি :- গেমিং জোন :- ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ৫ বছরের জন্য গেমিং জোনের জন্য টেন্ডার। বিনোদনের বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে রয়েছে ভিডিও গেম, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

▶ **প্রিমিয়াম স্টোর**:- ০৫ বছরের জন্য উচ্চমানের পণ্য (ফ্যাশন, ইলেকট্রনিক্স, বিলাসবহুল পণ্য ইত্যাদি) এর প্রিমিয়াম স্টোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **ফুড ভ্যান/স্টল** :- ০৫ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরণের মাল্টি কুইজিন খাবার ও পানীয় (নন অ্যালকোহলিক) এর জন্য ফুড ভ্যান পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **পারফিউম ভেন্ডিং মেশিন** :- ০৫ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরণের খাঁটি, ব্র্যান্ডেড জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুগন্ধির জন্য পারফিউম ভেন্ডিং মেশিন পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **মাল্টি ফাংশনাল কমপ্লেক্স**:- ক্যাফে এরিয়া, কো-ওয়ার্কিং এরিয়া বা স্টাডি এরিয়া, লাউঞ্জ, আইসক্রিম পার্লার, ফুড কোর্ট ইত্যাদি সমন্বিত মাল্টি ফাংশনাল কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ০৫ বছরের জন্য টেন্ডার।

▶ **ড্রিংকস ভেন্ডিং মেশিন**:- ০৫ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরণের ঠান্ডা পানীয়, সফট ড্রিঙ্কস, জুস এবং অন্যান্য পানীয় (নন অ্যালকোহলিক) ড্রিঙ্কস ভেন্ডিং মেশিন কিয়স্কের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **পুকুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা** :- পুকুরে নৌকাচালনা, লেজার লাইট এবং মিউজিক্যাল ফাউন্টেন প্রদর্শনের অধিকারের জন্য পুকুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার টেন্ডার, এই চুক্তিটি এনআইএনএফআরআইএস -এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

▶ **ব্যবসায়িক সম্ভাবনা**: (i) যাত্রী এবং ব্যবহারকারীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। (ii) খালি জায়গার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন। (iii) কোনও স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা হবে না। (বিওটি মডেলে আগ্রহী পক্ষগুলি ছাড়া)। (iv) ব্যবসা তৈরি করা এবং রাজস্ব অর্জন করা।

শর্তাবলী: (i) আইআরইপিএস -এ ই-নিলামের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হবে। (ii) আবেদনকারীকে অবশ্যই নিবন্ধিত সত্তা হতে হবে। (iii) নথি:- টার্নওভার, লাভ ও ক্ষতির বিবরণী, প্যান, জিএসটিআইএন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি (যেমন এফএসএসএআই লাইসেন্স)। (iv) প্রথমে ব্যয়বহুল প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। (v) রাইট অফ ফার্স্ট রেফুসাল (আরওএফআর) প্রযোজ্য হবে।

▶ **জমা দেওয়ার নির্দেশিকা** :- আগ্রহী পক্ষগুলিকে তাদের ইওআই সিলড খামে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে কোম্পানির অফিসিয়াল লেটারহেডে আগ্রহ প্রকাশ করে একটি ইওআই লেখা থাকে। প্রতিষ্ঠান/ফার্মের বিবরণ, প্রধান ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, অভিজ্ঞতার প্রমাণ, স্ব-ঘোষণা যে ফার্মটিকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়নি।

▶ সম্ভাব্য দরদাতারা তাদের ব্যবসা সহজতর করার জন্য অন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা, পরামর্শ, প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করতে পারেন।

▶ সম্ভাব্য দরদাতা/আগ্রহী ব্যক্তিদের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, জেলা: কাটিহার, বিহার - ৮৫৪১০৫ -এর অফিসের অধীনে চিফ অফিস সুপারিনটেনডেন্ট/সিওএমএমএল./কাটিহার -এর অফিসে ২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ১১:০০ টার মধ্যে তাদের পরামর্শ সহ (যদি থাকে) এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইওআই খোলা হবে ২১-১১-২০২৫ তারিখের ১৬:০০ টায়।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অপরূপ... সান্দাকফু-ফালুর পথে থাকুম ভ্যালি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। শনিবার। ছবি : সুশান্ত পাল

দুর্নীতির প্রতিবাদী আখতারই সাসপেন্ড

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৮ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ হয়ে উঠেছিলেন আখতার আলি। কিন্তু এবার তিনিই অভিযুক্ত হলেন একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি সামনে এনে আখতার আলিকে সাসপেন্ড করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার সাসপেনশন অর্ডার হাতে পান বর্তমানে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার পদে কর্মরত আখতার আলি। সাসপেনশন নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমি আগেই চাকরি ছাড়ার জন্য পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। আমাকে কোনওরকম শোকজ না করে সরাসরি সাসপেন্ড করা হল। আখেরে আমি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দাদাগিরির শিকার হলাম।'

শনিবার দুপুরে হাসপাতালের দ্বিতলে নিজের কক্ষে এসে তিনি সরকারি ফাইলপত্র হাসপাতাল সুপারের দপ্তরে হস্তান্তরের প্রস্তুতি শুরু করেন। আখতার বলেন, 'আজ আমার দায়িত্বে থাকা সমস্ত ফাইলপত্র হ্যান্ডওভার করে দেব। এবার অখণ্ড অবসরে মন দিয়ে দুর্নীতিযুক্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব। ভোটে দাঁড়ানোরও চিন্তাভাবনা রয়েছে। আমি জিতে এলে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করব।'

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আরজি কর কাণ্ডে রাজ্য উত্তাল হয়ে ওঠে। সেই সময় তৎকালীন আরজি করের অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার। পরে তাঁকে বদলি করে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদে। কয়েক মাস পর কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটি সুপার হিসেবে যোগ দেন তিনি। কিছুদিন চাকরির পরই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

শেষবারের মতো নিজের দপ্তরে হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার আলি।

কী অভিযোগ আখতার আলির বিরুদ্ধে? রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাঠানো সাসপেনশন অর্ডারে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে সরঞ্জাম ক্রয় এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেআইনিভাবে বিমানে ভ্রমণ— এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

জবাবে আখতারের দাবি, 'আমি রাজনৈতিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। আমি ভোটে দাঁড়াব। হয়তো এই ভয়েই ওরা আমার সঙ্গে এমন করছে। আমাকে সাসপেন্ড করার আগে কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। হাইকোর্টের নির্দেশের আগে পর্যন্ত ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করেনি রাজ্য সরকার, কিন্তু আমায় করে দিল।' কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়দেব রায় বলেন, 'একজন নন-মেডিকেল ব্যক্তির চার্জ আমি নিতে পারি না। আখতার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে গিয়ে চার্জ হ্যান্ডওভার করবেন। উনি সরকারি হাসপাতাল সংক্রান্ত কোনও কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। এরপর যা করার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর করবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৮৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৮৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য চুক্তি

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-পার্কিং-এসজিইউজে-; ক্যাটাগরি:** দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট। **রেট ইউনিট** : বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন : ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় : ১৯-১১-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-ডিআরএমপি-এমএক্স-১৬৪-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এসজিইউজে-এমএক্স-১৬৭-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এসএম-এমএক্স-১৬৬-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্র)
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-ডিআরএমপি-পিসিসিভি-১৬৫-২৫-১ (পার্কিং-যাত্রী বহনকারী বাণিজ্যিক যানবাহন)

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় : ১৯-১১-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টা। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিনেমা

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী(বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।9434498343, দক্ষিণা 501/-। (C/119114)

আজ মালবাজার, কাল ময়নাগুড়ি, পরশু ধূপগুড়ি, ১২.১১ ফালাকাটা ... ৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পথপ্রদর্শক শ্রীদেবাচার্য্য বুকিং: 9434317391/9163667741

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শিখুন। প্রবীণ ইংরেজি শিক্ষকের ২ মাসের গাইডেন্স। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119112)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 7679082542. (C/119044)

সভা/সমিতি

■ জয়রাম নিউজলপাইগুড়ি শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর মন্দির গেটবাজার এ আগামী রবিবার ১৬/১১/২৫ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হইয়াছে, উক্ত সভায় আসছে যুগাবতার, শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের ১৬৬তম আবির্ভাব তিথি উৎসবের কমিটি গঠন করা হবে। ভক্তদের উপস্থিতি কাম্য। সাধারণ সম্পাদক।

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ A Reputed door manufacturer required distributor in North Bengal, Investment only 25K. (M) 7384250162. (C/118391)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি দক্ষিণ ভারতনগরে সেকেন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ - 9734044048. (C/119114)

■ NJP, South Colony-তে 2 BHK, 1st Floor ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। Mo. : 8101571540. (C/119116)

■ শিলিগুড়িতে প্রাইম লোকেশনে চালু অবস্থায় জুস পার্লার ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে অন্য কিছুও করা যাবে। 7908609530. (C/119113)

■ শিলিগুড়ি গোপাল মোড়ে মেইন রাস্তায় নিজস্ব বাড়ির নীচতলায় 2 BHK রুম ভাড়া দেওয়া হবে। Rs. 9000/- M : 9474960541. (C/119105)

চিকিৎসা

■ চর্মরোগ, অ্যালার্জি, পেটের যে কোনও দূরারোগ্য, পুরাতন ব্যথা, মহিলাদের সর্বপ্রকার রোগ, সঠিক চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন - 9002430009/ 8695740123, হোটেল ময়ূর, কোচবিহার -9-12 Nov., 25. (C/119115)

বিনামূল্যে চিকিৎসা

■ বোধিস পলিক্লিনিক, বিধান রোড, শিলিগুড়ি, আগামী ১৪ই নভেম্বর আয়োজন করেছে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির। উপস্থিত থাকবেন, অভিজ্ঞ জেনারেল ফিজিসিয়ান, গাইনিকলজিস্ট, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, অর্থপেডিক, ENT ও ডেন্টাল সার্জন। আজই নাম নথিভুক্ত করুন। ফোন - 9474433414.

বিক্রয়

■ হাকিমপাড়া মেন রোডে 850 Sq.ft. (গ্রাউন্ডে) স্পেস বিক্রয় ও অরবিন্দপল্লী গোখেল রোডে 2টি 2 BHK ও 1টি 4 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। 9830506995. (C/119068)

■Sale of Small Plots of Land near Gora More, EM Bypass, Siliguri. 9434047307. (K)

■ বালুরঘাট শহরের ১৮ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস পাড়ায় আনুমানিক ১৫ কাঠা জমি বাড়ি সহ অতি সত্বর বিক্রয়, আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। মো : ৮৩৩৬৮৬৬০৫৮/৯০৫১৩৮৯৯৮৪. (M/115437)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119108)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশীঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ৫ কাঠা ৬ কাঠা প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/119114)

■ বামনপাড়া (জলঃ) 1.96 কাঠা জমি বিক্রি হবে। ফ্রন্ট 32', রাস্তা 10', আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। 9641884669. (C/118560)

■ 2 BHK Flat for sale, East Vivekanandapally, Sanghati More, Siliguri. Ready to move. M : 9474369449. (C/119113)

■ বাগডোগরা বিহার মোড়ে, সুকান্তপল্লিতে এশিয়ান হাইওয়ের থেকে ২ মিনিটের দূরত্বে। জমির Front 18.5 Feet, জমির পরিমাণ 3 ডেসিমেল। সামনের রাস্তা 14 Feet। সত্বর বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। 9609682966. (C/119052)

■ জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে 2 কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। দালাল নিঃপ্রয়োজন। 9733349023. (C/118574)

■ শিলিগুড়িতে একটি অটোমেটিক রসগোল্লা তৈরি করার মেশিন বিক্রি আছে অতি অল্প দিনের। সত্বর যোগাযোগ : 9433235671. (C/119114)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে কুরিয়ার ফিল্ডের কাজ জানা ছেলে চাই। যোগাযোগের সময় দুপুর ১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত। মোবাইল : 9434464989/9832010815. (C/119110)

■ Exp. Sales Manager Required for Milk. Call M- 8900776633. (C/113605)

■ Wanted DTP Operator cum Graphic Designer with minimum 2 years experience for Siliguri, attractive salary package. (M) 9434061385. (C/119114)

■ Vacancy @MediXpert Clinic Deshbandhupara, Siliguri. Nursing staff (knows to pull Blood for collection center & can also give injection) Optometrist required for eye Clinic. Contact : 9851238826/8073917489. (C/119114)

■ Jalpaiguri Public School (CBSE Sr Sec) PGT math teacher wanted - M.Sc and B.Ed send CV : jps2430397@gmail.com (C/118576)

■ জলপাইগুড়িতে Aquaguard/ Kitchen Chimney Sales & Service এর জন্য ছেলে চাই। ফোন : 9749719933. (C/119115)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9000/-। যোগাযোগ : মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/119113)

কর্মখালি

■ Accountant required with knowledge of GST & ESI. Jupiter Pest Control, Siliguri. (M) - 9564280993.

■ Retail Medicine - দোকানের জন্য ছেলে চাই। 9609682966. (C/119052)

■ Badminton coach required in Siliguri (for 4 pm to 7 pm). Contact- 8653808797.

■ ফাইন্যান্স কোম্পানিতে কাজের জন্য পুরুষ সেলস এক্সিকিউটিভ আবশ্যক। ন্যূনতম দ্বাদশ শ্রেণী পাশ। নিজের দু'চাকার যান সঙ্গে RC এবং DL (আবশ্যক)। বেতন ১০০০০ টাকা/মাস+ইনসেনটিভ (টি.সি. প্রযোজ্য)। শূন্যপদ: শিলিগুড়ি-২, কোচবিহার-২, গ্যাংটক-২, কালিম্পং-২, মালদা-২, জলপাইগুড়ি-২, আলিপুরদুয়ার-২, মালবাজার-২, রায়গঞ্জ-২, বালুরঘাট-২, ডালখোলা-২, আপনার সিভি মেইল করুন - hr@findeal.in যোগাযোগ:- 9800210503 এবং 7866031180. (C/119059)

■ জলপাইগুড়ি আনন্দম স্কুলে কর্মঠ স্থানীয় পুরুষ Clerk (স্কুটি ও কম্পিউটার জানা) চাই। Duty- 8 AM to 6 PM. WAP CV: 7407452164. (C/119047)

■ Restaurant এতে Indian Tandoor Cook চাই। (M) 9064714278. (C/113604)

■ শিবমন্দিরে ক্লাস 3-র বাচ্চার জন্য বাড়িতে গিয়ে যোগ ব্যায়াম ও গানের শিক্ষক চাই। M- 9434369374. (C/113606)

কর্মখালি

■ Required computer teacher for Jamaldaha Sarada Sishutirtha, Cont : 91263-36407. (C/119113)

■ শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph:- 8250106017. (C/119115)

■ Require Following : 1. Electrician expert in power & control wiring for panel. 2. Driver for private car for Aurobindu Pally. Call- 9434007238. (C/119014)

Job Opportunity

■ Himalayan Endeavour PVT. LTD., Old Malda. Requires Head of Laboratory. Qualification: B.Sc. (Hons.) in Chemistry or equivalent with adequate experience in Chemical/analytical lab operations. Salary as per industry norms. Mail resume to vingrg70@gmail.com or heplheadoffice@gmail.com (C/119115)

Wanted Female Receptionist at Siliguri

■ Good knowledge of internet, MS Word, Excel, Power Point, Language known as: Bengali, English, Hindi, CV at: applyjobdesk2025@gmail.com (C/119111)

কর্মখালি

■ B.Tech/Diploma in Civil & Mechanical, Site Supervisor(Experienced, Fresher) Computer operator with Tally, Email: raiganjoffice309@gmail.com (C/119038)

■ জলপাইগুড়িতে হোটেলে রান্নার কাজে Cook, Helper প্রয়োজন। M- 8116108076, 8250923190. (C/118571)

■ Urgently need 1yr experience Receptionist Sales & Marketing Exe, Workshop Manager(3yr Exep) at Burdwan Rd, T/W Showroom. WhatsApp CV- 9733317771. (C/119048)

SITUATION VACANT

A Pvt. Ltd. Tea comapny based in Siliguri requires experienced pepole for the following post on contractual/part-time basis:
1. Tea tester/Tea blender (preferably a retired person, on part time)
2. Sales and marketing Executives (having experience in tea export)
3. Corporate Sales Executive
4. IT support executive
5. Media/social media content creator
All the interested candidates must send their resumes within 7 days from the date of this publication to.
(i) pankajsrivasto@gmail.com
(ii) 7001691945 (Only WhatsApp)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইডি'র অভিযান

মানব পাচারের অভিযোগে অভিযানে নেমে কোটি টাকারও বেশি নগদ, দামি গাড়ি, বেশ কিছু সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজনদের অ্যাকাউন্টও চিহ্নিত করা হয়েছে।

জালিয়াত ধৃত

লালবাজারের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার সেজে তল্লাশির নামে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন এক তরুণ। গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়েছিলেন। মেমারি থানার পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন অভিযুক্ত।

বাসের সুরক্ষা

সরকারি বাসে আগুন রুখতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ডব্লিউবিটিসি, এসবিএসটিসি, এনবিএসটিসির এমডি ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত।

শিক্ষক কমিটি

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সেলের রাজ্য ও জেলা সভাপতি, সহ সভাপতি ও কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল। মাধ্যমিক শিক্ষক সেলের রাজ্য সভাপতি হলেন প্রীতমকুমার হালদার।

প্রশ্নের মুখে কমিশন

এসআইআর-এর সাফল্য নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : এক ব্যক্তির একাধিক ভোটার তালিকায় নাম থাকা কমিশনের মতে অবৈধ। সেই অবৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় আদৌ কি তার কোনও সুযোগ আছে কমিশনের। কমিশনের বিভিন্ন সূত্র বলছে, এক্ষেত্রে এখনও কার্যত অসহায় কমিশন। ভোটার বা নির্বাচক যদি নিজে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন তার একাধিক ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে সেক্ষেত্রেই তা বাদ দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে তাহলে এত ঘটা করে বছর বছর মানুষের করের টাকা খরচ করে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআরের মতো বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রয়োজনটা কী?

সাধারণভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে কমিশনের যে ফর্ম-৬ পূরণ করতে হয় সেই ফর্মের নীচে একটি কলামে নির্বাচককে অঙ্গিকার করতে হয় যে, তিনি এবারই প্রথম ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করছেন। তালিকায় উল্লেখ করা তথ্য জানত তাঁর কাছে সত্য। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর দাবিকেই ধরে নিয়ে তাঁর দেওয়া নথি যাচাই করে ভোটার তালিকায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, নানা কারণে একই ব্যক্তি একাধিক ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওই ব্যক্তির এপিক নম্বর আলাদা।

ফলে কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যের একাধিক বুথে আলাদা আলাদাভাবে নাম নথিভুক্ত করেন, তা যাচাই করে দেখার সাধারণভাবে কোনও সুযোগ নেই কমিশনের। একমাত্র কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের একটি বিশেষ সার্ভারে এই সফটওয়্যার রয়েছে। যা থেকে দেশজুড়ে একই নামের ভোটারদের তালিকা আলাদা করা যায়। কিন্তু এসআইআরের মতো কাজ চলাকালীন আলাদাভাবে এই তথ্য যাচাই করা অসম্ভব। কমিশনের খাতায় রাজ্যের ৮০ হাজার বুথের প্রতিটির জন্য অর্থাৎ ৮০ হাজার ফাইল রয়েছে। এই ফাইলগুলি মিলিয়ে দেখা কার্যত অসম্ভব। আর রাজ্যের বাইরে হলে তো প্রায় অসম্ভবই।

সম্প্রতি বিহারের প্রশান্ত কিশোরের ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটেছে তা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, এর একমাত্র সমাধান বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই। যা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখনও কমিশন কার্যকর করতে পারেনি। সচিত্র পরিচয়পত্র চালু হওয়ার পর মনে করা হয়েছিল, এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান করা গিয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একই ব্যক্তির দুই জায়গার ভোটার তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন ছবি রয়েছে। ফলে ছবি দিয়ে এক ব্যক্তির দুই বা ততোধিক জায়গায় নাম রেখে দেওয়া খুবই সম্ভব। বর্তমানে রাজ্যে যে এসআইআর চলছে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মৃত এবং ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া।

কমিশন মনে করে, মূলত মৃত ভোটার এবং ভোটার তালিকায় দুই বা ততধিক জায়গায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের চিহ্নিত করে তা বাদ দিতে পারলেই ভোটার তালিকা অনেকটাই স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ করা যাবে। কিন্তু প্রযুক্তিগত কারণে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে কমিশনেরই।

ফর্ম বিলিতে বহু অনিয়ম

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : এনুমারেশন ফর্ম বিলি নিয়ে বিতর্ক অব্যাহতই রইল। কোথাও রাজ্যের শাসক দলের কোনও পদাধিকারী বা কর্মীর বাড়িতে বা অফিসে বসে, কোথাও মুদিখানার দোকানে বসে, কোথাও মন্দির বা পাড়ার গলি থেকে চলছে ফর্ম বিলি। শনিবারও আইসিডিএস কেন্দ্রে বসেই ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠল বিএলওর বিরুদ্ধে। দত্তপুকুরের ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতে ২৩৯ নম্বর বুথে বিএলও মধুসূদন মণ্ডলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও বৈদ্যবাটি পুরসভায় সিপিএম এজেন্টের বাড়িতে ফর্ম বাছাই, কালনায় তৃণমূল নেতার বাড়ির পাশে বসে ফর্ম বিলি, বীরভূমের নলহাটিতে তৃণমূলের ফর্ম বাছাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কমিশন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, বিএলওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে শোকজ ও সাসপেন্ড করা হবে। এই মর্মে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় অভিযোগ উঠতেই ইতিমধ্যেই আট বিএলওকে শোকজ করেছে কমিশন। কোচবিহার, উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলার বিএলও-রা রয়েছেন এই তালিকায়। একইসঙ্গে ৮ জন এজেন্টের বিরুদ্ধে এফআইআর-ও হয়েছে।

এদিনই কৃষ্ণনগরে একই ব্যক্তির নামে দুটি ভোটার কার্ড থাকা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলে কমিশনে নালিশ জানিয়েছে কংগ্রেস। এদিকে জগদ্দলের আতপুরের ১২৪ নম্বর বুথে বিজেপির বিএলএ হিসেবে তৃণমূল কর্মী নিখিল দাসকে মনোনীত করার ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে। এছাড়াও তারই মধ্যে দত্তপুকুরে আইসিডিএস কেন্দ্রে বসে বিএলও মধুসূদন মণ্ডলের বিরুদ্ধে ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠতেই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। এই নিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করেন তিনি।

বৈদ্যবাটী পুরসভায় সিপিএম এজেন্টের বাড়িতে ফর্ম বাছাইয়ের ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পৌষালি ভট্টাচার্য। কালনার কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের ১৭২ নম্বর বুথে বুথ সভাপতি আরতি মিত্রের বাড়ির পাশে বসে ফর্ম বিলির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত বিএলও পীযূষ মুর্মু। তাঁর সাফাই, তিনি ফর্ম গোছাচ্ছিলেন। শাসক নেতার দাবি, তিনি শুধুমাত্র সাহায্য করেছিলেন। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে চলছেন বিএলওরা।

আমি মিস ক্যালকাটা... কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অপর্ণা সেন। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

পদ্মের কাছে অভিজিৎ যেন শাঁখের করাত

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বঙ্গের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ কি নিজেদের হাতে রাখতে মরিয়া রাজ্য বিজেপি! সেই লক্ষ্যেই কি ভোটের মুখে প্রিয় সরকার ও দলের রাজনীতি নিয়ে বিস্ফোরক হতে এগিয়ে দেওয়া হল প্রাক্তন বিচারপতি তথা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে? শুক্রবার তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের তোপের ২৪ ঘণ্টা পরেও তা নিয়ে দল ও দলের বাইরে চর্চা চলেছে।

নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-রা, রাজ্যের মমতা সরকারকে আদৌ সরাতে চায় কি না তা নিয়ে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করার পরেও আলগোছে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। দলের কোর কমিটির বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনার পর সংবাদমাধ্যমের কাছে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঠিক কী বলেছেন, তা জানতে সাংসদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। যদিও সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিজিতের মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তাঁরা বলেন, সাংসদ যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন, সেটা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সমতুল। এটা চলতে থাকলে আগামীদিনে আরও অনেকেই মুখ খুলবেন। বিধানসভা ভোটের আগে তা রাজ্যে দলের পক্ষে মোটেই সুখকর হবে না। সে কারণে দিল্লি নেতৃত্বও আলাদা করে সাংসদের সঙ্গে কথা বলবেন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ এদিনই মিলেছে। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যপাল তথাগত রায়ও এদিন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিজিতের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি সহমত। তথাগত বলেন, এরকম একটা মানসিকতা মানুষের মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষের মাথায় এটা ঘুরছে ধারণাটা ঠিক না ভুল তা নিয়ে কিছু বলব না। রাজনীতিতে সব কিছু বলা যায় না বলেও এদিন তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হেসেছেন তথাগত।

শুক্রবারই অভিজিৎ বলেছিলেন, বাংলা ও বাঙালির রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উত্তরপ্রদেশের নেতারা হবে, হাত-পা বেঁধে দিয়ে বলবেন, ভোট করতে যাও আমি এর পক্ষপাতী নই। শুধু তাই নয়, রাজ্যে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য বিজেপির নেতারা যে কোনও অংশেই কম নন, সেই দাবিও করেন তিনি। এদিন এক রাজ্যনেতা বলেন, রাজ্যের নির্বাচনে ছড়ি ঘোরাবেন বাইরের নেতারা। আর ভোটে হারার পর শুনতে হবে আমরা সংগঠন তৈরি করে আন্দোলন করতে পারিনি। এটা আর শুনতে চাইছে না দলের সাধারণ কর্মীরা। তারা খেলাটা ধরে ফেলেছে। বেপরোয়া অভিজিৎ দলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন, দল যদি মনে করে আমি বেশি কথা বলে ফেলছি, দলবিরোধী কথা বলছি, তার জন্য দল থেকে বের করে দিতে পারে। আমি কিছু পেতে আসিনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কিছু করতে এসেছিলাম। যদি তা করতেই না পারি তাহলে আমার থেকে কী লাভ? এদিন গেরুয়া শিবিরে ও আরএসএস-এর অন্দরে ঢুঁ মেরে বোঝা গিয়েছে, প্রকাশ্যে যাই বলা হোক না কেন, অভিজিৎ বঙ্গ বিজেপির মনের কথাই বলে দিয়েছেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মুহূর্তে বিজেপির অবস্থাটা শাঁখের করাতের মতো। কেন্দ্র ও দল বিরোধী কথা বলার জন্য সাংসদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলে আখেরে মুখ পুড়বে দলের। আবার কোনও পদক্ষেপ না করলে দলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। বিধানসভা ভোটের মুখে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা এখন দলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজ্যে বাংলাদেশি বন্দি ১৫০০-এর বেশি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন জেলে বাংলাদেশি বন্দির সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে বন্দি বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। প্রায় হাজার ছুঁইছুঁই। শুধু বাংলাদেশি বন্দি নয়, রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে আসা বন্দির সংখ্যা প্রায় একশো। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশের বিভিন্ন কারাগারে বাংলাদেশি, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কতজন বন্দি আটক, সেই সংখ্যাও জানতে চেয়েছে উচ্চ আদালত। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশি বন্দি প্রসঙ্গ একটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার কারা দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, বিদেশি আইনেই এই ধরনের বন্দিদের আটক করা হয়। আদালতে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য মামলাও হয়। মামলার পরে তাদের সাজা হয়। এক মাস থেকে ছ'মাস পর্যন্ত কমপক্ষে তাদের সাজা হয় আদালতে। সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর তাদের 'পুশ ব্যাক' করা হয়। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

শীর্ষ আধিকারিক আরও জানান, সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের আটকের সংখ্যা প্রায় দেড় থেকে দু'হাজারের মধ্যে থাকে। বন্দির সংখ্যা সময়ে সময়ে বাড়ে ও কমে। সম্প্রতি বাংলাদেশে অস্থিরতা চলাকালীন আটকের এই সংখ্যা বেড়েছিল। পরে তা কমে আসে। অতীতে কোভিডের সময় আটকের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছিল। বছর তিনেক আগে আটক বন্দির সংখ্যা দু' থেকে তিন হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। এখন তা দেড় থেকে দু-হাজারে ঠেকেছে।

মমতার দ্বিচারিতার অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : নিজে এসআইআরের ফর্ম নিচ্ছেন অথচ মানুষকে বারণ করছেন। এটাই মমতার দ্বিচারিতা। এসআইআরের ফর্ম গ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, শনিবার তাকেই উসকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফের দ্বিচারিতার অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিএলওর হাত থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এসআইআরের ফর্ম নিয়েছেন। এমন সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তার প্রতিবাদ করে সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, তিনি নিজের হাতে কোনও ফর্ম নেননি। তাঁর দপ্তরের অফিসারদের হাতে ওই ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন বিএলও। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষ এসআইআরের ফর্ম পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা করবেন না। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবিকে কার্যত অসত্য বলে পালটা দাবি করে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে এসআইআরের ফর্ম নিয়েছেন। পরে সেই খবর তৃণমূলের মুখপত্র জাগো বাংলা সহ তৃণমূল অনুসারী বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। এর পরেও মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে যা দাবি করেছেন সেটা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যের সব ভোটাররা এসআইআর করার পরেই তিনি ফর্ম পূরণ করবেন। এদিন তাঁকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সব ভোটার বলতে কাদের কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি কি রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি, মৃত ভোটারদের কথা বলতে চাইছেন?'

এসআইআর ঘোষণার পরেই ২১ জুলাইয়ের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, রাজ্যে এসআইআর করতে দেব না। বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার পর কার্যত সেই অবস্থান থেকে সরে আসে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীও একাধিকবার বলেন, ভোটার তালিকা থেকে এসআইআর করে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না। এসআইআর করে আসলে এনআরসি করতে চাইছে বিজেপি। এই অভিযোগও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআরের সঙ্গে এনআরসিকে এক করে বিভ্রান্তি তৈরি করলেও তাঁরই দল কমিশনের সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত থেকে এসআইআর-এ দলের রাজনৈতিক প্রতিনিধি দেওয়ার অঙ্গিকার করেছে। এটা দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়।'

চূড়ান্ত উত্তরপত্রে অনেক ধন্দ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : ফলপ্রকাশ তো হল, কিন্তু জট কাটল না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পুনর্নিয়োগের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হয়েছে শুক্রবার রাতে। কিন্তু শনিবার সকাল পর্যন্ত এসএসসি-র ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করায় ফলাফল দেখতে পাননি অধিকাংশ নতুন ও পুরোনো পরীক্ষার্থী। শেষমেশ পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এদিন নতুন ওয়েবসাইট ব্যবহার করার কথা জানায় কমিশন। শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন ও শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ একসঙ্গে চলায় ওয়েবসাইটে সমস্যা হচ্ছে বলে স্বীকার করে নেয় তারা। তবে মডেল উত্তরপত্রকে চ্যালেঞ্জ করায় চূড়ান্ত উত্তরপত্রে যে ধার্য নম্বর পরিবর্তন করা হয়েছে, তা নিয়ে ফের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

এসএসসি সূত্রে খবর, মডেল উত্তরপত্র নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন প্রায় ৯২ হাজার পরীক্ষার্থী। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩৩টি বিষয়ে প্রশ্নে ভুল রয়েছে বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের দাবি, ধাপে ধাপে যাচাইয়ের পর শুক্রবার যখন চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল যেসব প্রশ্নের উত্তরে ভুল বিকল্প দেওয়া ছিল, সেইসব প্রশ্নে সকল পরীক্ষার্থীকে সমান নম্বর দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু চ্যালেঞ্জ করা প্রশ্নের উত্তরে ভুল বিকল্প দেওয়া না থাকলেও সেখানেও সকলকে সমান নম্বর দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশমতোই প্রশ্নের ঠিক-ভুল বিচার করা হবে। যদিও চাকরিহারাদের প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ করা প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলিতে আসলেই কোনও ভুল ছিল না, সেগুলিতেও কেন সকলকে সমান নম্বর দেওয়া হল? এই নিয়ে ফের আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকারমঞ্চের তরফে এই বিষয়ে কমিশনকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ইংরেজি, বাংলা, ভৌত বিজ্ঞান ও রসায়ন সহ বেশ কিছু বিষয়ে চূড়ান্ত উত্তরপত্রে ভুল রয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের অভিযোগ, 'বিকল্প হিসেবে এসএসসির তরফে যে হেল্পডেস্ক ওয়েবসাইট দেওয়া হয়েছে, সেটাও বিকল হয়ে গিয়েছে।'

শিক্ষক নিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা

পরীক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন, দিন দুয়েক বাদে ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ হলে তা কি আদৌ তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে? নাকি নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত মামলার শুনানি ফের প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ? ফলপ্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ৫০-এর কাছাকাছি। যদি পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাকরিহারারা অতিরিক্ত ১০ নম্বর পেয়ে যান, তাহলে তাঁদের চাকরি ফিরে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা নতুন পরীক্ষার্থীদের। আবার ঘটতে পারে উলটোটাও।

চাকরিহারা শিক্ষক মেহবুব মণ্ডলের কথায়, 'যাঁরা এত বছর পরও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় ডাক পাবেন না, তাঁদের কী হবে? এর উত্তর দিক রাজ্য সরকার।' চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসের প্রশ্ন, 'যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ না হলে কি তাঁদের পাশে অযোগ্য লেখা থাকবে? উত্তর দিক কমিশন।'

অভিষেকের নির্দেশে তৈরি বিশেষ দল

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে শাসক শিবির। শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মোট ৫টি স্বজনহারা পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এসআইআর বিরোধিতায় অভিষেকের তৈরি বিশেষ দল এদিন এসআইআর আতঙ্কে মৃতদের বাড়ি যায়। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক সাহায্যও তুলে দেওয়া হয়।

এদিন আগরপাড়ায় মৃত প্রদীপ করের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও পার্থ ভৌমিক। দলীয় সূত্রে খবর, মৃতদের সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব সহ সদস্যদের চিকিৎসা, ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দল। এদিন টিটাগড়ে মৃত কাকলি সরকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। শশী পাঁজার অভিযোগ, 'স্রেফ আতঙ্কের জেরে অসময়ে একটা প্রাণ চলে গেল। কাকলির দুই মেয়ে আছে। ওঁর স্বামীর চিকিৎসা চলছে। টিভিতে বিজেপি নেতাদের ভয় দেখানো কথা শুনে কাকলি আতঙ্কে ভুগত। খালি ভাবত যদি ওকে দেশের বাইরে চলে যেতে হয়।' একইসঙ্গে ডানকুনিতে মৃত হাসিনা বেগমের বাড়িতে গেলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সুদীপ রাহা। হুগলির শেওড়াফুলিতে মৃত বীতি দাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জয়া দত্ত ও অরিন্দম গুঁইও। উলুবেড়িয়ায় মৃত জাহির মালের বাড়িতে এদিন যান মন্ত্রী পুলক রায় ও দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। অরূপ বলেন, 'জাহিরের দুই সন্তান। বাবা-মা রয়েছে। ২০০২ সালের তালিকায় যে নাম ছিল, তাতে বানানের গরমিল থাকায় দুশ্চিন্তায় আত্মহত্যা করেছেন জাহির। বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে পরিবারও। প্রশাসনিক ও দলগতভাবে সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস আমরা দিয়েছি।' রবিবারও অভিষেকের প্রতিনিধি দল পৌঁছে যাবেন এসআইআর আতঙ্কে মৃতদের বাড়ি।

আইনি পথে আখতার

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের বিরোধিতায় আইনি পথেই হাঁটবেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতিতে তাঁর অভিযোগেই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটি সুপারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। অথচ তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ না করে সাসপেন্ডের পথে হেঁটেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরজি করের দুর্নীতিতে তিনিও যুক্ত ছিলেন। সিবিআইয়ের তদন্ত সূত্রে এমনটাই উঠে এসেছে। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আখতার। তাঁর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, 'তিনি যখন ইস্তফা দিয়েছিলেন, তখন তা গ্রহণ করা হয়নি। বিজেপিতে যোগদানের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। আমার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর কথা হয়েছে। তিনি আইনি পথেই লড়াই করবেন।'

আখতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরজি কর হাসপাতালে পারচেস ও টেন্ডার সংক্রান্ত বহু কাজে অনৈতিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সিবিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি যখন হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ও পরে ডেপুটি সুপার ছিলেন, তখন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে মিলিতভাবে সরকারি অর্থ নিয়ে দুর্নীতি করেছেন। ট্রাভেল এজেন্সির মারফত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিদেশি বিমান যাত্রার খরচও বহন করা হত ভেন্ডার সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্ট থেকে। এছাড়াও আর্থিক তছরুপের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে জানানো হয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না তিনি। সাসপেনশন থাকাকালীন বেতনের অর্ধেক ভাতা পাবেন। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত সাসপেনশন অর্ডার হাতে পাননি তিনি। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ রয়েছে।

বিরোধ নেই, জানালেন ব্রাত্য

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : প্রতিটি স্কুলে গাইতে হবে রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল।' সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করার পরই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। জিটিএ-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, পাহাড়ের স্কুলগুলিতে রাজ্য সংগীত গাওয়ার নির্দেশ কার্যকর করা হবে না। এই মন্তব্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে জিটিএ-র মতবিরোধ তৈরি করতে পারে বলে মনে করেছিল শিক্ষা মহল।

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট করে দিলেন, রাজ্যের সঙ্গে জিটিএ-র কোনও মতবিরোধ নেই। গোর্খা, লেপচা, ভুটিয়া, আদিবাসী, বাঙালি সহ বহু সম্প্রদায়ের মানুষের বাস পাহাড়ে। তাই এখানে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন অনীত থাপা। এমনকি দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শককে (মাধ্যমিক) চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রথা মেনে নেপালি ভাষায় প্রাতঃকালীন প্রার্থনা চালু থাকবে। স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে এদিন মেনে নিয়েছেন ব্রাত্য। তাঁর বক্তব্য, স্কুলগুলিতে সকালের প্রার্থনার সময় রাজ্য সংগীত গাওয়ার বিষয়ে জিটিএ কর্তৃপক্ষ তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। এমনকি সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে জিটিএর আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ব্রাত্য। প্রার্থনা সংগীতে পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে সরকার। প্রধান শিক্ষকদের অধিকাংশের মত, স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী প্রার্থনা সংগীত গাওয়া হয়। সেখানে বাংলা ভাষার গান বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত অর্থহীন।

হিমাদ্রি নিখোঁজই, ক্ষুব্ধ পরিবার

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : কেটে গিয়েছে একমাস। এখনও খোঁজ নেই হিমাদ্রি পুরকাইতের। পুজোর আগে প্রকৃতির ত্রাস দেখেছিল কলকাতা। তার কিছুদিন পরেই প্রবল বৃষ্টি ও ধসের সাক্ষী হয় উত্তরবঙ্গ। বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। ওই সময় থেকে খোঁজ পাওয়া যায়নি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামারপোলের হিমাদ্রির। সেই শোকে এখনও বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে তাঁর গোটা পরিবার। এখন আর মেলে না প্রশাসনিক সহায়তা। একরাশ আক্ষেপের সুরে জানালেন হিমাদ্রির দাদা প্রিয়ব্রত পুরকাইত।

ট্রেকিংয়ের প্রচণ্ড নেশা ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিমাদ্রির। কিন্তু উত্তরবঙ্গে গিয়ে যে আর ফেরা হবে না, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি তাঁর পরিবার। সম্প্রতি ভাইয়ের খোঁজে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন প্রিয়ব্রত।

হিমাদ্রি পুরকাইত

কিন্তু খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফের তরফে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল। অথচ তা দেওয়া হয়নি। প্রিয়ব্রত বললেন, 'আমাদের পরিবার শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনও খবর নেই। কেউ যোগাযোগ রাখেনি। জীবন চালাতে যেটুকু খাওয়াদাওয়া করতে হয় সেটুকু করছে বাবা-মা। দার্জিলিংয়ের ডিএমের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। কিন্তু তিনি ফোন তুলছেন না। কেন এনডিআরএফ হাল ছেড়ে দিল বা কোনও রিপোর্ট দিয়েছে কি না তাও জানানো হয়নি।' চলতি মাসেই সুকিয়াপোখরি গিয়ে জেনারেল ডায়েরি করবেন তাঁরা। প্রিয়ব্রতর অভিযোগ, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের যে নম্বর দেওয়া হয়েছিল তাতে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি। আমরা সশরীরে গিয়ে দেখা করলে কি কাজ হবে?' যদিও অভিষেকের দপ্তর সূত্রে খবর, কোনও কারণে যোগাযোগ সম্পন্ন না হলেও দলের তরফে ওই পরিবারের পাশে সর্বতভাবে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হিমাদ্রির মা বলেন, 'এত খোঁজ চলল, কিন্তু আমার ছেলেটাকে পাওয়া গেল না।' তাঁর সম্পর্ক সূত্রে দিদি মৌমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'সমগ্র বিষয়টির মধ্যে দুর্নীতির আঁচ করছি। ডায়মন্ড হারবার থানা, লালবাজার, ভবানীভবন পর্যন্ত গিয়েছি। কোনও সহায়তা পাইনি। আমাদেরকে বলা হচ্ছে, সুকিয়াপোখরির থানা ছাড়াও আশপাশের থানাগুলিতে গিয়ে যাতে আমরা খোঁজ নিই। যেটা প্রশাসনের কাজ, সেটা আমাদেরকে করতে বলা হচ্ছে। ওদের পরিবার আর্থিক দিক থেকেও সমস্যায় রয়েছে।'

পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণপল্লিতে গাছতলায় এনুমারেশন ফর্ম বিলি করলেন বিএলও। শনিবার।

বটতলায় বসে ফর্ম বিলি বিএলও'র

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : বটগাছের তলায় চেয়ার-টেবিল পেতে সেখানে বসেই বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) বাসিন্দাদের সামনে ভোটার তালিকা রেখে নিজেদের নাম খুঁজে বের করতে বলছিলেন। তখন কিছু মানুষ বিএলও-র টেবিলের চারপাশ ঘিরে রয়েছেন। আবার জনা চল্লিশেক মানুষ টেবিলের সামনে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চরম কোলাহলের মধ্যেই নাকি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কাজ চলছে। সেখান থেকে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে কয়েকজন বেরিয়ে যাচ্ছেন। শনিবার দুপুরে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণপল্লিতে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ল। এলাকার এক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'বিএলও-র বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি বটতলায় বসেই আধ ঘণ্টা ধরে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন। শুক্রবারও তাই করেছেন।'

অবশ্য, ক্যামেরায় ছবি তোলা শুরু করতেই পোড়াঝাড়ের ১৯/১০৬ নম্বর পার্টের বিএলও জয়িতা সরকার কাগজপত্র ব্যাগে ভরে কার্যত পালাতে থাকেন। কোনওরকমে এলাকার মানুষদের সরিয়ে তিনি একটি গলিতে ঢুকে পড়েন। কেন বাড়ি বাড়ি না গিয়ে বটতলা থেকে এনুমারেশন ফর্ম দিচ্ছেন, অবশ্য তার আগে ওই বিএলওকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জয়িতার সাফাই, 'ভোটাররা এখানে কার্যত টেনে ধরে বসিয়েছেন। তাঁদের বলেছি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেব। কিন্তু কেউ তাতে রাজি হননি। এতে আমার কিছু করার নেই।'

> **সরব বিজেপি**
>
> ■ বিএলও-দের এক জায়গায় বসিয়ে সেখান থেকে এনুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ
>
> ■ শনিবার ফুলবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়, পাঁচকেলগুড়িতে এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে
>
> ■ তৃণমূল এভাবেই বিএলও-দের কবজা করে এই ব্যবস্থা করেছে বলে পদ্ম শিবিরের দাবি
>
> ■ তৃণমূল অভিযোগ মানতে চায়নি

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকেলগুড়িতে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সবিতা দাশগুপ্ত বিএলওকে সঙ্গে নিয়ে একটি বাড়ির সামনে বসেই এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছিলেন বলে অভিযোগ। এদিন রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব এলাকায় সেই বিষয়টি দেখা গিয়েছে। এলাকার বাড়িতে বাড়িতে যাওয়ার কথা থাকলেও বিএলও তা করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে প্রশ্ন করা হলে বিএলও অভিমন্যু মণ্ডল জানান, তাঁকে ধরে এক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর কিছু করার ছিল না। জানা গিয়েছে, সেখানে কেবলমাত্র তৃণমূলের বিএলএ ছিলেন। অন্য কোনও দলের বিএলএকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়নি। তবে সেই অভিযোগ সবিতা মানতে চাননি। তাঁর দাবি, 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'একটি বাড়িতে বিএলও-দের তিনবার করে যাওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ বিএলও কোনও বাড়িতে যাচ্ছেন না। তৃণমূল নেতারা যা বলছেন, ভয়ে ভয়ে তাঁরা সেটাই করছেন। নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি দেখা উচিত। আমাদের বিএলএ-দের মেরে হাত, পা ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখানো হচ্ছে।' তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের দাবি, 'সাধারণ মানুষ বিএলও-দের চেয়ার-টেবিল নিয়ে এসে বসতে দিচ্ছে। এক জায়গা থেকে যাতে ফর্ম বিলি করা হয় সেজন্যই বাসিন্দারা এই সুবিধার দাবি করছেন।'

প্রশান্ত বর্মন কালচিনিতে বিডিও থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে ভাব জমে ওঠে তুফান থাপার। ক্রমে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকেন তুফান। হয়ে যান প্রশান্তর ছায়াসঙ্গী। সম্প্রতি খুনের একটি মামলায় নাম জড়ায় রাজগঞ্জের বিডিও'র। তদন্তে নেমে শনিবার বিধাননগর থানার পুলিশ প্রশান্ত-ঘনিষ্ঠ তুফানকে গ্রেপ্তার করেছে। কেউ বলছেন, প্রশান্ত তুফানকে ফাঁসিয়েছেন, কেউ বলছেন তুফান অনেক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

বিধাননগর পুলিশের জালে রাজগঞ্জের বিডিও-ঘনিষ্ঠ

তুফানের উত্থানে প্রশান্ত-যোগ

সমীর দাস

কালচিনি, ৮ নভেম্বর : একসময় কালচিনির বিডিও পদে ছিলেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বর্তমান বিডিও প্রশান্ত বর্মন। দু'বছর আগে বদলি হন। সেই বদলির ঠিক দু'বছরের মাথায় আবার প্রশান্তর সঙ্গে নাম জড়াল কালচিনি ব্লকের। সম্প্রতি কলকাতার দত্তাবাদে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে হত্যার অভিযোগে নাম জড়িয়েছে প্রশান্তর। তদন্তে নেমে শনিবার বিধাননগর থানার পুলিশ, প্রশান্ত-ঘনিষ্ঠ তুফান থাপাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত তুফানের বাড়ি কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগানের কুঠি লাইনে। যদিও তুফানের পরিবারের দাবি, খুনের ঘটনায় জড়িত থাকতেই পারেন না তিনি। স্ত্রী শান্তি শর্মা থাপা দাবি করেছেন, তাঁর স্বামী খুন করতে পারেন না। পালটা অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'তুফানকে বিডিও প্রশান্ত ফাঁসাচ্ছেন।'

চিনচুলা চা বাগানের কুঠি লাইনে তুফান থাপার অট্টালিকা।-সংবাদচিত্র

বর্তমানে অবশ্য শান্তির সঙ্গে থাকতেন না তুফান। ৩-৪ বছর আগে শিলিগুড়ির এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় সংসার পাতেন। চিনচুলা চা বাগানের শ্রমিক মহল্লেও বহু বছর শ্রমিকের কাজ করেন না তুফান। প্রথমে ছোটখাটো ঠিকাদারি করতেন। তবে প্রশান্ত কালচিনির বিডিও হয়ে আসার পর তুফানের উত্থান শুরু হয়। অভিযোগ, প্রশান্ত কালচিনির বিডিও পদে থাকার সময়ে কোন কাজ কোন ঠিকাদার পাবেন, ঠিক করতেন এই তুফানই। সেই সুযোগে নিজের ঠিকাদারি ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলেন তিনি। ধীরে ধীরে প্রশান্তর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তুফান। শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি বানিয়ে ফেলেন। জেলা স্তরেও ঠিকাদারি কাজ করতে শুরু করেন। এমনকি, প্রশান্তকে শিবমন্দিরের যে বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায় সেটিও তুফানের নামে রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের।

দু'বছর আগে বদলি হতেই, ঘনিষ্ঠ তুফানকে রাজগঞ্জে নিয়ে যান বিডিও। ততদিনে বাড়িতে তুফানের দ্বিতীয় বিয়ের খবর পৌঁছে যায়। তারপর থেকে তুফান চিনচুলা বাগানের বাড়িতে আসা প্রায় বন্ধ করে দেন। স্থানীয়রা বলছেন, শেষবার কালীপুজোর রাতে তুফান বাগানে এসেছিলেন। এক রাত কাটিয়ে শিলিগুড়ি ফিরে যান।

> **যা অভিযোগ**
>
> ■ শনিবার বিধাননগর থানার পুলিশ প্রশান্ত-ঘনিষ্ঠ তুফান থাপাকে গ্রেপ্তার করেছে
>
> ■ ধৃত তুফানের বাড়ি কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগানের কুঠি লাইনে
>
> ■ প্রশান্ত কালচিনির বিডিও হয়ে আসার পর তুফানের উত্থান শুরু হয়
>
> ■ সেই সময়ে কোন কাজ কোন ঠিকাদার পাবেন, ঠিক করতেন এই তুফান
>
> ■ এর আগে চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ দুর্নীতির সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল তাঁর

শিলিগুড়িতে থাকলেও চিনচুলা বাগানে ইতিমধ্যে ঝাঁ চকচকে দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন তুফান। বাড়ির মেঝেতে চকচকে টাইলস লাগানো। সব মিলিয়ে ৭-৮টি ঘর। শনিবার বিকেলে তুফানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন, 'শুনলাম মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে তুফানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে ও এই অপরাধ করতেই পারে না।' তুফানের বাবা-মা জীবিত থাকলেও তাঁরা বাগানের কোয়ার্টার লাইনে আলাদা থাকেন। তুফানের স্ত্রী বলছেন, 'দ্বিতীয় বিয়ের খবর শোনার পর থেকে আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। তুফান বাড়িতে না এলেও প্রয়োজনে ফোন করে সংসার চালানোর টাকা চাইতাম।' শান্তি আইসিডিএস কর্মী। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বিডিও যেভাবে তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছেন তাঁর শাস্তি বিডিওকে ভোগ করতে হবে।

প্রতিবেশীরা বলছেন, বাগানে বেশ প্রভাবশালী বলে পরিচিত ছিলেন তুফান। তবে কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি কখনও। কয়েকজনের আবার দাবি, এর আগে চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ দুর্নীতির সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল তাঁর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গোধূলি।। জলপাইগুড়ির জোড়পাকড়িতে ছবিটি তুলেছেন নির্মাল্য দাস।

বিএলও নিয়ে নালিশের জবাব

শিখাকে বলুন, পরামর্শ 'অভিমানী' গৌতমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর শুরু হতেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় বিএলও-দের নিয়ে একের পর এক অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ ওঠে, বাড়ি বাড়ি না গিয়ে এলাকার কোনও একটি দোকান কিংবা ফাঁকা জায়গায় বসে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন বিএলও-রা। এমনকি সেখান থেকেই ফিলআপ করা ফর্ম সংগ্রহ করছেন! শনিবার টক টু মেয়রে শিলিগুড়ির অম্বিকানগর থেকে ফোন করে বিএলও-দের নিয়ে ফের এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন এক গৃহবধূ। এলাকাটি পুরনিগমের বাইরের হলেও, সবটা শুনে ওই মহিলাকে গৌতম দেবের পরামর্শ, 'বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে জানান।' যদিও পর মুহূর্তেই এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও দলের বিএলএ-২'কে গৃহবধূর বাড়িতে পাঠানোর আশ্বাস দেন।

গৃহবধূর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় গৌতমকে বলতে শোনা যায়, 'আপনাদের ওখানে তো একজন বিধায়ক আছেন। ওঁকে কেন বলেন না আপনারা। আমি তো জিততে পারিনি এবার।' প্রত্যুত্তরে গৃহবধূ বলেন, 'আপনি আমাদের অভিভাবক। আপনাকে বললে কাজ হবে।' এরপরেই মেয়র মুচকি হেসে ওই গৃহবধূকে আশ্বস্ত করেন। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করে তিনি বিষয়টি জানাবেন এবং ওই গৃহবধূর বাড়িতে বিএলও-দের পাঠাবেন বলে জানান। পাশাপাশি সহযোগিতার জন্যে তৃণমূলের বিএলএ-২ সেখানে যাবেন বলে মেয়র ওই গৃহবধূকে জানান। মেয়রের আশ্বাস শুনে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রাখেন অম্বিকানগরের ওই গৃহবধূ।

এ নিয়ে বিধায়ক শিখার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এমনকি জেলা শাসকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানিয়েছেন। শিখার কথায়, 'জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। তাই সরাসরি নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

শনিবার টক টু মেয়রে অবৈধ নির্মাণ, রাস্তা খারাপ, পানীয় জলের সমস্যার বাইরে বিএলও-দের নিয়ে অভিযোগ আসে। বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি না যাওয়ার খবর শুক্রবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। পরের দিন শিলিগুড়ির মেয়রকে সেই একই অভিযোগ জানালেন অম্বিকানগরের গৃহবধূ।

> **ফোনালাপ**
>
> এসআইআর শুরু হতেই বিএলও-দের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠছে
>
> ফাঁকা জায়গা বা দোকানে বসে এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও সংগ্রহ করার অভিযোগ
>
> শনিবার এনিয়ে টক টু মেয়রে গৌতমকে অভিযোগ জানান এক গৃহবধূ
>
> এলাকাটি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের এলাকা হওয়ায় তাঁকে জানানোর পরামর্শ দেন 'অভিমানী' গৌতম
>
> যদিও পর মুহূর্তেই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও দলের বিএলএ-২'কে বিষয়টি জানানোর আশ্বাস দেন

কাজের সূচনা

চোপড়া ও খড়িবাড়ি, ৮ নভেম্বর : শনিবার চোপড়ায় বেরং নদীতে তৈরি হতে চলা সেতুর বক্স কালভার্টের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় স্থানীয়রাও খুশি। শিলান্যাসের অনুষ্ঠানের জন্য নদীর ঘাটে মঞ্চ তৈরি করা হয়। চোপড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান জানিয়েছেন, কালভার্ট তৈরি হলে প্রায় ১০-১৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। বিধায়ক জানিয়েছেন, বেরং নদীতে সেতুর জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। অন্যদিকে, খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে বাতাসি হাটখোলা থেকে ফুলবাড়ি চা বাগানের খাল লাইন পর্যন্ত তিন কিলোমিটার বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। শনিবার সেই কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ প্রমুখ। অরুণ জানান, আজ থেকেই কাজ শুরু হল। এছাড়াও খড়িবাড়িতে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

কাউন্সিলার পদ থেকেও ইস্তফা অনন্তর

ময়নাগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরই কাউন্সিলার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা অনন্তদেব অধিকারী। এব্যাপারে তিনি দলীয় নেতৃত্বের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে শনিবার দাবি করেছেন অভিমানী ওই নেতা। সরকারিভাবেও পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারকে চিঠি দিয়ে তিনি পদত্যাগের বিষয়টি জানিয়েছেন।

যদিও পদত্যাগপত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব। এব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, 'পদত্যাগপত্রের বিষয়ে জানি না। অনন্তদেব অধিকারী আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী। আমি রবিবার অনন্তবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব ও বোঝাব।'

এদিন অনন্ত বলেন, 'কাউন্সিলার পদ থেকে পদত্যাগের ব্যাপারে পরবর্তীতে পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। তাতে যদি আমার কাউন্সিলারের পদত্যাগপত্র গৃহীত না হয় তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মিউনিসিপ্যাল রিটার্নিং অফিসার মহকুমা শাসকের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠাব। আমি পুরসভায় আর থাকতে চাই না।'

> ব্যক্তিগতভাবে মিউনিসিপ্যাল রিটার্নিং অফিসার মহকুমা শাসকের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠাব। আমি পুরসভায় আর থাকতে চাই না।
>
> **অনন্তদেব অধিকারী**
> *পদত্যাগী কাউন্সিলার*

গত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের তরফ থেকে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অনন্তকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। পুরসভার নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয় মনোজ রায়কে। এরপর দলের ওই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন অনন্ত। তাঁর কথায়, 'দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আমার আস্থা রয়েছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস 'দিদির' দিক থেকে আমাকে সরানোর কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি।' তবে কার অঙ্গুলিহেলনে তাঁকে সরানো হল, এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন অনন্ত। কিন্তু পরোক্ষে জেলা নেতৃত্বের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তিনি।

অনন্ত দাবি করেন, তৃণমূলে যোগদানের পর ২০১৪ সালে বিধানসভা উপনির্বাচনে ৩২ হাজার ভোটে জয় ও ২০১৬ সালে ৩৬ হাজার ভোটে জয়লাভ করলেও ২০২১ সালের ভোটে আমাকে প্রার্থী করা হয়নি। ২০২১ সালের ভোটে তৃণমূল ময়নাগুড়ি বিধানসভাতে ১২ ভোটে বিজেপির কাছে হেরে যায়। সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে অনন্ত এদিন বলেন, 'এর প্রভাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে কি না জানি না। এই বয়সে আর অন্য দলে যাওয়ার চিন্তাভাবনা নেই। তবে উপযাচক হয়ে দলের জন্য আর কিছু করতে যাব না।'

ফের উদ্ধার জাল জন্ম শংসাপত্র

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : জাল জন্ম শংসাপত্র কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার ঘটনায় পাঁচ তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। ধৃতদের থেকে মোট এগোরাটি জাল জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়েছিল। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ধৃতদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আরও তেরোটি প্রিন্টেড জাল জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার করল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। ধৃত মহেশ শা, রাজীব ছেত্রী, রাধেশ্যাম প্রসাদ ও দীপককুমার শা-র বাড়ি থেকে ওই শংসাপত্রগুলি উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া শংসাপত্রগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ইস্যু করা শংসাপত্রের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগম ও পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও কয়েকটি শংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে, গ্রেপ্তারির দিনেই খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ন'টি জাল জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার করেছিল ডিডি। সাতটি শংসাপত্র খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ওই সাতটি শংসাপত্রই জাল বলে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে।

ডিডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত পাঁচজন বছরখানেক আগে একে অপরের সঙ্গে এই জাল নথি বানানোর সূত্রে পরিচিত হন। ধৃতদের মধ্যে একজন আধার সহায়তাকেন্দ্রের কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি এক কলেজ পড়ুয়াও রয়েছেন এই দলে। বাকিরা ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মূলত মোটা টাকার মুনাফার লোভে পড়ে এই কাজে জড়িয়ে পড়েন সকলে।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, পুরো কাজটাই চেন মারফত হত। নথি জোগাড় করে ওই তরুণরা একেবারে মাথার কাছে পাঠিয়ে দিত। এরপর সেই মাথা অনলাইনের মাধ্যমে শংসাপত্র তৈরি করে সেটা আবার চেন মারফত গ্রেপ্তার হওয়া ওই তরুণদের হাতে পৌঁছে দিত। কিন্তু কে সেই মাথা? কোনও প্রভাবশালী জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে? যদিও এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাননি তদন্তকারীরা।

নিখোঁজ যমজ বোন

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : একসঙ্গে যমজ দুই নাবালিকা বোন চারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার ঘটনা ঘিরে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজদের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ১৭ বছর বয়সি ওই দু'বোন গত মঙ্গলবার বিকালে বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে বের হয়। তারপর থেকে তারা আর বাড়ি ফেরেনি। বুধবার বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে নাবালিকাদের পরিবার। তারপর থেকে তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করলেও কোনও হদিস পায়নি পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুজনের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পেছনে প্রেমঘটিত বিষয় থাকতে পারে। বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : আঠারোখাই শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠের ছাদে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ স্থানীয়রা আগুন দেখতে পান। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘটনায় বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে, ফুলবাড়ি বাইপাস রোডে একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে শনিবার ভোররাতে। স্থানীয় কিরন্তি বর্মন দোকানটি চালাতেন। ওই দোকানেই তাঁর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সহ বিভিন্ন কাগজপত্র রাখা ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। আগুনের গ্রাসে গিয়েছে সবকিছু। এদিকে, খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠমাবাড়িতে। মৃতের নাম চিত্তকান্ত রায় (১৮)। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির একটি ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যদের কেউই বাড়িতে ছিলেন না। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। শনিবার ময়নাতদন্তের পর দেহটি শেষকৃত্যের জন্য পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শিবির

চোপড়া, ৮ নভেম্বর : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন মাইল এলাকায় শনিবার এসআইআর ও সিএএ নিয়ে একটি শিবির হয়। বন্দে ভারত সংঘ, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ ও হিন্দু উদ্বাস্তু রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা জানান, মানুষের মধ্যে সিএএ ও এসআইআর নিয়ে যাতে কোনও আতঙ্ক বা বিভ্রান্তি না থাকে তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিবিরে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সম্পাদক বাবুলাল বালা উপস্থিত ছিলেন।

জাল উত্তরাধিকার সার্টিফিকেটের হদিস

খড়িবাড়ি, ৮ নভেম্বর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভুয়ো জন্মমৃত্যু শংসাপত্র তৈরির বিতর্কের মধ্যেই এবার খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে জাল উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ইস্যুর অভিযোগ প্রকাশ্যে এল। অন্যের বাবাকে নিজের বাবা বানিয়ে সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে কয়েকদিন ধরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাতাসি বাজারে।

রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চয়েতের শ্যামধনজোতের বাসিন্দা সুভাষ মণ্ডলের অভিযোগ, তাঁর বাবা মৃত দশরথ মণ্ডলকে বাবা পরিচয় দিয়ে জমির উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট তুলেছেন পশ্চিম বদরাজোতের রেখা সরকার এবং জামাতুল্লাজোতের মায়া মণ্ডল নামে দুই মহিলা। বিয়ের আগে রেখার পদবিও 'মণ্ডল' ছিল, তাই অসুবিধা হয়নি।

অভিযোগ পেয়ে রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ দুই অভিযুক্তকে শুক্রবার পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ডেকে পাঠালেও তাঁরা হাজির হননি। ফের বুধবার তাঁদের ডাকা হয়েছে। জাল সার্টিফিকেট বাতিলের দাবি তুলেছেন সুভাষ। সান্ত্বনা জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা বুধবার অনুপস্থিত থাকলে ওই উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট বাতিলের জন্য আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

সুভাষের দাবি, ২০২৩ সালের মে মাসে রেখা ও মায়া রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তাঁকে কাগজে-কলমে নিজেদের বাবা দেখিয়ে উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট নিয়েছেন। তাঁর বাবার নামে থাকা জমি হাতানোর জন্য এই চক্রান্ত করা হতে পারে বলেও সুভাষের সন্দেহ। তিনি বলেন, 'প্রধান ডেকে পাঠালে আমি হাজির ছিলাম। কিন্তু ওই দুই মহিলা উপস্থিত হননি।'

প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কোনওরকম অনুসন্ধান না করে ওই উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ইস্যু করল? উত্তরাধিকার সার্টিফিকেটের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনকারীকে উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ আবেদন করার নিয়ম।

গ্রাম পঞ্চায়েতে হিয়ারিং নিয়ে বোর্ড মিটিং।

এরপর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সই করার পর আবেদনপত্রের বিবরণ ও তথ্য যাচাই করেন পঞ্চায়েতের সরকারি কর্মীরা। প্রয়োজনে ফিল্ড এনকোয়ারি করা হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে তবেই প্রধান উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। কিন্তু রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও নিয়ম পালন করা হত না। পঞ্চায়েত সদস্য সম্মতি দিলেই সার্টিফিকেট ইস্যু করা হত।

সান্ত্বনা বলেন, 'বোর্ড মিটিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পঞ্চায়েত সদস্যরা তথ্যপ্রমাণ যাচাই ও ফিল্ড এনকোয়ারি করে আবেদনকারীর বিবরণ সত্য লিখে সুপারিশ করলেই সার্টিফিকেট দেওয়া হত।' তিনি জানান, জামাতুল্লার পঞ্চায়েত সদস্য সুস্মিতা মণ্ডল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তাঁকে সুপারিশ করেছিলেন। এদিকে সুস্মিতা বলছেন, 'অভিযুক্তরা এলাকারই বাসিন্দা। ওরা কিছু একটা নথিপত্র ও একটা অ্যাফিডেফিট দেখিয়েছিল। বাবা ৪০ বছর আগে মারা গিয়েছেন দেখে আর কিছু করিনি। সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য সুপারিশ করি।' তবে অভিযুক্ত রেখা ও মায়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। তাঁরা বাড়িতেও ছিলেন না।

অভিযুক্ত পূজাকে থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শনিবার।

জেরায় কন্যাকে খুন কবুল মায়ের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর : শিশু উধাও কাণ্ডের জট কেটে গিয়েছিল শুক্রবার রাতেই। টানা তিন ঘণ্টা পুলিশি জেরায় নিজের সাত মাসের কন্যাসন্তানকে খুনের অভিযোগ স্বীকার করলেন অভিযুক্ত পূজা দে ঘোষ।

শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ চেঁচাখাতা ডিএস কলোনি এলাকায় একটি বাড়ি থেকে সাত মাসের শিশু হারিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। হইচই শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিশ, স্নিফার ডগ। দুপুর ২টো থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। সেইসঙ্গে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ জেরা করতে শুরু করে পূজাকে। রাত ১২টা পর্যন্ত একদিকে শিশুর খোঁজে তল্লাশি, আরেকদিকে জেরা চলতে থাকে।

আলিপুরদুয়ার

শেষপর্যন্ত পূজা স্বীকার করে নেন সন্তানকে পুকুরে ফেলে আসার কথা। তারপর রাতেই বাড়ির পিছনে প্রায় ৪০ মিটার দূরের পুকুর থেকে শিশুটির মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে রাতেই পূজাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার ময়নাতদন্তের পর শিশুটির মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন অভিযুক্ত পূজাকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। তবে পুলিশ অফিসাররা অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত করে মূল অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছেন। আর শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করতে পেরেছেন।'

এই ঘটনার পর অনেক প্রশ্ন উঠছে। প্রথম প্রশ্ন হল, এমন কাণ্ড তিনি ঘটালেন কেন? প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনের পথে শিশুটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে করতেন পূজা। তারপরেই নিজের কন্যাকে খুনের পরিকল্পনা করেন তিনি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ভরদুপুরে বাড়ির পিছনে খোলা মাঠ অতিক্রম করে শিশুকে কোলে নিয়ে পুকুর পাড়ে গেলেও তা কারও নজরে পড়ল না কেন? কেউ বাধা দিল না কেন? মনে করা হচ্ছে, আশপাশের বাড়ির কেউ দেখে থাকলেও হয়তো সন্দেহ করেননি। কারণ কাপড়ে মুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুটির অবয়ব দূর থেকে বোঝা সম্ভব ছিল না। আর যদি কেউ বুঝেও থাকেন, তাহলে হয়তো সন্দেহ করেননি।

কী কাণ্ড

- দুপুর ২টো থেকে শিশুটির খোঁজ শুরু হয়ে যায়
- সেইসঙ্গে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ জেরা করতে শুরু করে পূজাকে
- রাত ১২টা পর্যন্ত শিশুর খোঁজে তল্লাশি ও জেরা চলতে থাকে
- শেষপর্যন্ত পূজা স্বীকার করেন সন্তানকে পুকুরে ফেলে আসার কথা

তদন্তে নেমে পুলিশ সেই ঘটনার দুই ঘণ্টার মধ্যে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে যত টোটো যাতায়াত করেছে, সেগুলির চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। কোনও হদিস মেলেনি। পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়, টোটোয় চাপিয়ে ডিএস কলোনির বাড়ি থেকে শিশুটিকে থেকে কেউ নিয়ে যায়নি। আর কোনও গাড়িও তখন গলি থেকে বের হয়নি। আস্তে আস্তে সন্দেহের কাঁটা ঘুরতে থাকে পূজার দিকেই। টানা জেরা শুরু করে পুলিশ। একসময় পূজা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তারপরেই নিজের সাত মাসের কন্যাকে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়ার কথা জানান।

গ্রেপ্তার প্রেমিক

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : পনেরো বছর বয়সেই এক তরুণের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল নাবালিকা। তরুণের কথা মতো পালিয়ে তাঁর সঙ্গে বাড়িতে থাকাও শুরু করেছিল ওই নাবালিকা। অভিযোগ, সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই বেরিয়ে আসে প্রেমিকের আসল রূপ। ওই নাবালিকার ওপর অত্যাচার শুরু হয়। শুক্রবার কোনওভাবে প্রেমিকের বাড়ি থকে পালিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসে ওই নাবালিকা। নাবালিকার কাছ থেকে পুরো বিষয়টা শোনার পর আশিঘর ফাঁড়িতে পুলিশের দ্বারস্থ হন নাবালিকার বাবা। শেষমেশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় সেই প্রেমিককে। ধৃত ওই তরুণের নাম শুভঙ্কর দাস। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ওই নাবালিকা আশিঘর ফাঁড়ি এলাকারই বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসের শেষের দিকে পড়ার নাম করে বেরিয়ে হঠাৎ করে সে উধাও হয়ে যায়। খোঁজ করেও কোথাও না পাওয়ায় আশিঘর ফাঁড়িতে মিসিং ডায়েরি করে পরিবার। সেই মতো তদন্ত শুরু করে পুলিশ। নাবালিকার বাবার কথায়, 'বাড়ি ফেরার পর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় ছিলিস সপ্তাহখানেক ধরে? ও জানায়, ছেলেটার বাড়ি যাওয়ার পর ওকে মারধর করা হত। ছেলেটির কথামতো কাজ না করলেই মারত। শেষমেশ ওই তরুণের নজর এড়িয়ে শুক্রবার বাড়ির দরজা খুলে পালিয়ে আসে আমার মেয়ে।'ন্যায় সবকিছু ভেসে গিয়েছে।'

আপাতত কাজ বন্ধ, আজ ফের চেষ্টা পুরনিগমের

বৃক্ষরোপণে বাধা পুরকর্তাদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে বিভিন্ন নদীর চরে বসতি গড়ে ওঠা, বন্যা পরিস্থিতিতে সেখানে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট তলব করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে পোড়াঝাড়ে চরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল, তবে সেই চারা উপড়ে ফেলা হয়। শহরে উন্নয়নমূলক কাজে বৃক্ষচ্ছেদন হয়েছে এর আগে। সম্প্রতি ফের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে বৃক্ষরোপণের সিদ্ধান্ত নেয় পুরনিগম। শনিবার সেই কাজে শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে যান পুরকর্তারা। কিন্তু সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের একাংশের বাধার মুখে পড়তে হল তাঁদের। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি কোনওরকমে সামাল দিয়ে ফিরে আসেন পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের কর্তারা।

রবিবার ফের সেখানে যাওয়ার কথা তাঁদের। ঠিক হয়েছে, প্রথমে এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁদের বুঝিয়ে বৃক্ষরোপণ শুরু হবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা না মিটলে আইনি পথে হাঁটবে প্রশাসন। যদিও সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয় কাউন্সিলার শোভা সুব্বার। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'সামান্য সমস্যা হয়েছিল। স্থানীয়রা কাজে বাধা দিয়েছিল। এখন সব মিটে গিয়েছে। রবিবার ঠিকমতো কাজ হবে।' শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আলোচনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। মানুষের যেন সমস্যা না হয়, সেটা দেখতে হবে। গাছ লাগানোও জরুরি। তাই আলোচনা করে পরবর্তী কাজ হবে।'

শহরজুড়ে একাধিক এলাকায় নদীর চর দখল রুখতে বৃক্ষরোপণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর প্রশাসন। বিভিন্ন ফান্ডের মাধ্যমে সেই কাজ হবে। আপাতত, আম্রুত ২-এর অধীনে যে জলপ্রকল্পের কাজ চলছে, সেখানকার ফান্ড ব্যবহার করেই কয়েকটি জায়গায় বৃক্ষরোপণ হবে। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সক্রিয় করে পাড়ায় পাড়ায়, ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম।

স্টেশন ফিডার, বর্ধমান ও সেবক রোডে রাস্তা প্রশস্তিকরণ করতে গিয়ে প্রচুর গাছ কাটা পড়ে। সেই নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়ে পুর বোর্ড। তারপরই পুরনিগমের পরিবেশ কমিটি বৈঠক ডেকে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে নদীর চর রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে, সেখানে একটি মন্দির রয়েছে এবং প্রতিবছর মেলা বসে। তাই প্রথম থেকেই স্থানীয়দের একাংশ বাধা দিচ্ছিলেন। পরবর্তীতে পুরকর্তারা এলাকায় গিয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। ঠিক হয়, মেলার জায়গা ছেড়ে বৃক্ষরোপণ হবে। যেদিকে জায়গা বেশি ফাঁকা পাওয়া যাবে, সেদিকে বেশি সংখ্যায় গাছ রোপণ করা হবে। শুক্রবার রাত পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। এদিন সকালে কর্মীদের নিয়ে পরিবেশ বিভাগের কর্তারা সেখানে যান। কিন্তু বাদ সাধেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ, প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক এসে কাজে বাধা দেন। পুরকর্তারা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। তাই অগত্যা তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরতে হয়। পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। রবিবার ফের স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরেও কাজ না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে পুরনিগম।

চরে আপত্তি

- শহরের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছে পুরনিগম
- ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে নদীর চরে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
- তবে সেখানে একটি মন্দির রয়েছে এবং মেলা বসে
- শুরু থেকেই তাই আপত্তি ছিল স্থানীয়দের একাংশের
- ঠিক হয়, মেলার জায়গা ছেড়ে বৃক্ষরোপণ হবে
- তবুও কাজে বাধা স্থানীয়দের, রবিবার ফের যাবেন পুরকর্তারা

"সামান্য সমস্যা হয়েছিল। স্থানীয়রা কাজে বাধা দিয়েছিল। এখন সব মিটে গিয়েছে। রবিবার ঠিকমতো কাজ হবে।"
শোভা সুব্বা
স্থানীয় কাউন্সিলার

কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে প্রদর্শনী দেখতে ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

চা বাগান বিক্রির ষড়যন্ত্র, বিক্ষোভ

মনজুর আলম

চোপড়া, ৮ নভেম্বর : চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আসিনা চা বাগানের একাংশ বিক্রির ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন শ্রমিকরা। শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালে শ্রমিকদের একাংশকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তার প্রতিবাদে শ্রমিকরা এদিন রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান ও চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

আসিনা চা বাগানের শ্রমিকদের বিক্ষোভ। শনিবার।

শ্রমিকরা জানান, ১০০ একর জমির উপর আসিনা বাগানটি পাঁচ বছর আগে একবার হাতবদল হয়েছিল। এবার মালিকপক্ষ বাগানের প্রায় ৬৩ একর জমি বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করছে বলে তাঁদের অভিযোগ। এতে স্বাভাবিকভাবেই কাজ হারানোর ভয় তৈরি হয়েছে একাংশ শ্রমিকের মধ্যে।

শ্রমিক জাহিদুল রহমান বলেন, 'আজ বহিরাগতরা বাগানে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। ৫ জন শ্রমিক জখম হয়েছেন। এখন দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।'

কয়েকদিন আগেও একবার জমি মাফিয়ারা বাগানে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছিল বলে অভিযোগ। তারপর শ্রমিকরা থানায় এই অভিযোগ করলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এদিন ফের বাগানে ওই দুষ্কৃতীরা ঢুকে তাঁদের আক্রমণ করে।

জানা গিয়েছে, মোট ৫৩ জন স্থানীয় শ্রমিক ওই বাগানে কাজ করেন। বাগানটি টুকরো করে বিক্রির আশঙ্কায় শ্রমিক মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এমনকি একাংশ শ্রমিকও ওই জমি মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে তাঁদের দাবি। বাগানের জমি বিক্রি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণেই ওই জমি মাফিয়ারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

গোটা ঘটনার প্রতিবাদে এদিন তৃণমূলের দলীয় ঝান্ডা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বাগানের শ্রমিকরা। এলাকার শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশও বাগান বিক্রির চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত বলে তাঁদের সন্দেহ। এনিয়ে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শিবেন্দু চৌধুরী অবশ্য বলেন, 'বাগানের সমস্যার কথা শুনেছি। বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে দেখব।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর জেলার যুগ্ম সম্পাদক কালু সিংহ বলেন, 'ওই বাগানে বর্তমানে তিনজন মালিক রয়েছেন। মালিকপক্ষ বাগান বিক্রির বিষয়টি অস্বীকার করেছে। হয়তো শ্রমিকদের মধ্যেই কোনও ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

ওই বাগানের শ্রমিকদের একাংশই মালিকপক্ষের কাছে জমি কিনতে চাইছেন বলে শ্রমিকদের মধ্যে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান।

তৃণমূলের শিক্ষক নেতা অপসারিত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : শাসকদলের শিক্ষক সংগঠন তৃণমূল শিক্ষা সেলের দার্জিলিং জেলা সভাপতির পদ থেকে সুপ্রকাশ রায়কে সরিয়ে দেওয়া হল। সুপ্রকাশের জায়গায় নতুন সভাপতি হয়েছেন পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) এলাকার একটি স্কুলের শিক্ষক বিমান তপাদার।

তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান নেতা গৌতম দেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত সুপ্রকাশকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে শুধু শিলিগুড়ির শিক্ষা মহলই নয়, দলের অন্দরেও আলোড়ন পড়েছে। তবে নতুন জেলা সভাপতিকে নিয়েও বিতর্কের অন্ত নেই। শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি পদে বিমানের মতো জলপাইগুড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) অধীনে কর্মরত একজন শিক্ষককে কেন দায়িত্ব দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

শিক্ষা সেলের বিদায়ি জেলা সভাপতি সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, 'অনেকদিন জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। এবার আমাকে রাজ্য সহ সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দায়িত্ব আরও বেড়েছে।' শিক্ষা সেলের সভাপতি বদল হলেও তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি পদে পুনরায় অবর্ণা দাস দত্তকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিবমন্দিরের বাসিন্দা সুপ্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সঙ্গে যুক্ত। ২০১৩ সালে তিনি শিক্ষা সেলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ২০১৭ সালে তাঁকে জেলা সভাপতির দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রায় ন'বছর তিনি ওই পদে ছিলেন। শিক্ষক মহলের একটা বড় অংশের অভিযোগ, সুপ্রকাশ শিক্ষকদের সুযোগসুবিধা আদায় করা, তাঁদের হয়ে কথা বলা, তাঁদের সমস্যা শোনার চেয়ে বেশি গৌতম দেবের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। তিনি বাগডোগরার একটি হিন্দিমাধ্যম স্কুলের সহকারী শিক্ষক। কিন্তু স্কুলের সময় অর্থাৎ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময়ে সুপ্রকাশকে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান মেয়রের পাশে বেশি দেখা যায়। অথবা তিনি দলের কাজে পার্টি অফিসেই বসে থাকেন।

সুপ্রকাশ অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমি কাজে কোনওদিন ফাঁকি দিইনি।'

নতুন সভাপতি বিমান এনজেপি রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। এই স্কুলটি জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) অধীনে। শিলিগুড়ির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকেই বলছেন, যিনি নিজে জলপাইগুড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কাজ করেন, সেই শিক্ষক কীভাবে শিলিগুড়ির শিক্ষকদের হয়ে এখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে গিয়ে তাঁদের হয়ে দরবার করবেন? বিমান অবশ্য বলেছেন, 'আমি জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির শিক্ষক মহলে পরিচিত মুখ। কাজ করতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

মৃত ১

ফাঁসিদেওয়া, ৮ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার মানগছ এলাকায় পিচলা নদীর কাছে শনিবার বাইকের ধাক্কায় এক সাইকেলচালকের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম আব্রাহম কুজুর (৫৯)। বাড়ি ঘোষগছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন রাতে সাইকেলে ফেরার সময় তাঁর বাড়ির কাছেই একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে।

চালক ও খালাসির মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ৮ নভেম্বর : হাতিঘিসা টোল প্লাজার কাছে একটি লরির চালক ও খালাসির মৃত্যু ঘিরে রহস্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার লরিচালক এবং খালাসিকে স্থানীয়রা অচেতন অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে দুজনের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। শনিবার দুজনের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মৃতদের নাম আনিসুর রাজভট (৪৫) এবং রামা চৌহান (৩৬)। দুজনেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দা সমীর বর্মন বলেন, 'দুজনের মুখ দিয়েই ফেনা বের হচ্ছিল। টোল গেটের পাশে একটি হোটেলের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল লরিটি। তাতেই সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। লরির দরজা খুলতেই দুজনকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। শেষে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'

ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে দাবি তদন্তকারী আধিকারিকের। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে খড়িবাড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী গমবোঝাই লরিটি হঠাৎ টোল গেটের সামনে ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের মাঝবরাবর দাঁড়িয়ে পড়ে। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে লরির চালক ও খালাসিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে।

রাহুল আসছেন বাগডোগরায়

বাগডোগরা, ৮ নভেম্বর : রাহুল গান্ধি বাগডোগরায় নামবেন রবিবার দুপুরে। তবে এখানে তাঁর কোনও কর্মসূচি নেই। কংগ্রেসের জেলা কমিটির আহ্বায়ক অমিতাভ সরকার জানিয়েছেন, রাহুল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে চার্টার্ড বিমানে চেপে বাগডোগরায় পৌঁছাবেন। এরপর বিমানবন্দরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর হেলিকপ্টারে যাবেন বিহারের বাহাদুরগঞ্জে। সেখানে জনসভা সেরে পাটনার জনসভায় যোগ দেবেন। পাটনা থেকে দিল্লি ফিরবেন তিনি। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক ও তাঁর সঙ্গে বিমানবন্দরে বৈঠক করার কথা রয়েছে বলে জানালেন অমিতাভ।

গ্রেপ্তারির দাবি

বাগডোগরা, ৮ নভেম্বর : অভিযোগ জানানোর পর কেটে গিয়েছে গোটা একটা সপ্তাহ। তারপরেও নাবালিকাকে যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে শনিবার মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখান নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিয়েছেন মাটিগাড়া থানার পুলিশ আধিকারিক জিয়াসউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'আমরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছি। জানা যাচ্ছে, সে নেপালে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।'

২ নভেম্বর দশ বছর বয়সি নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের হয় মুদি দোকানদারের বিরুদ্ধে। কিন্তু অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছিল আগেই। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, ৩১ অক্টোবর পাশের মুদি দোকানে মুড়ি কিনতে গেলে অভিযুক্ত দোকানদার উপহারের লোভ দেখিয়ে তাকে যৌন নির্যাতন করে। পরে ২ নভেম্বর সে মাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে।

বিজেপি নেতার ওপর হামলা

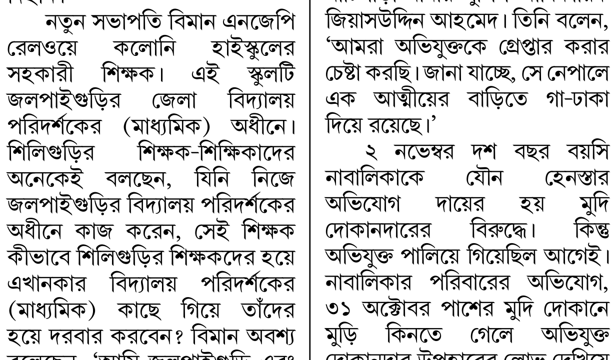
তুফানগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত নেতা।

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৮ নভেম্বর : ফের রাজনৈতিক অশান্তিতে উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ। শুক্রবার রাতে দলীয় কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপির মণ্ডল সম্পাদকের ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল নাককাটিগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর চৌপথি এলাকায়। তবে শনিবার বিকেল পর্যন্ত সেই ঘটনায় পুলিশের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

বিজেপির দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অক্ষয় দাস নামের ওই বিজেপি নেতা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শুক্রবার রাতে তুফানগঞ্জ শহরে বন্দে মাতরম গানের সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন অক্ষয়। অনুষ্ঠান শেষে তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় বলরামপুর চৌপথির কাছে একদল দুষ্কৃতী তাঁর পথ অবরোধ করে। অভিযোগ, অতর্কিতে বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অক্ষয়। অক্ষয় বলেন, 'তৃণমূলের কয়েকজন আমার ওপর চড়াও হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাব।'

তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নাককাটিগছ অঞ্চল তৃণমূলের চেয়ারম্যান ছোটু রবিদাস বলেন, 'তৃণমূল কখনও এমন নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

রাসমেলায় এসে রাজার হালে ক্যাপ্টেন-রোজি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর : দুজনেই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। আগামী ১৫ দিনের জন্য তাদের ডিউটি রাসমেলায়। একজন এসেছে আলিপুরদুয়ার থেকে, আরেকজন জলপাইগুড়ি থেকে। তাদের রাখা হচ্ছে ভালো হোটেলে। তাদের নামের ইস্যু করা হয়েছে সরকারি গাড়ি। তাদের জন্য পুলিশ মেস থেকে আসছে স্পেশাল খাবারদাবার। স্বাভাবিক। রাসমেলার জন্য স্পেশাল ডিউটি বলে কথা। কত্ত কাজের চাপ। একটু-আধটু সুবিধা না দিলে কি চলে?

তবে ক্যাপ্টেন আর রোজি কিন্তু ডিউটিতে ফাঁকি দিচ্ছে না। মদনমোহনবাড়ি থেকে রাসমেলা মাঠ-গোটা এলাকায় মাঝেমধ্যেই টহল দিচ্ছে লেজ নেড়ে নেড়ে। উঁহু, ওটা ভুল পড়েননি। ক্যাপ্টেন আর রোজি তো সারমেয়। রাসমেলার নিরাপত্তা নিশ্চিদ্র করা ও মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পুলিশের তরফে রয়েছে বিশেষ ফোর্স। শুধুমাত্র মেলার জন্যই মোতায়েন ৩৫০ জন কনস্টেবল, ২৪ জন ইনস্পেকটর, ১৬০ জন অফিসার এবং ১২ জন ডিএসপি। এছাড়াও মেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এসেছে দুই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ স্নিফার ডগ- আলিপুরদুয়ারের ক্যাপ্টেন ও জলপাইগুড়ির রোজি।

মেলার মাঠে ডিউটি পড়েছে রোজির। এই ক'দিন কাজ হালকা থাকায় বিকেল চারটার দিকে ডিউটিতে বেরোলেও মেলা জমে গেলে দু'বেলাই ডিউটি দিতে হবে তাকে। ক্যাপ্টেনের দু'বেলা মূল ডিউটি মদনমোহনবাড়িতে। কিছুক্ষণ পরপর চারদিক ঘুরে এসে বেঞ্চে বসে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে সে। দেখা গেল কোচবিহারের ডিআইবি'র কর্মীদের সঙ্গে এই তিনদিনেই বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে ক্যাপ্টেনের।

ডিউটির মাঝে বিশ্রামে ক্যাপ্টেন। -সংবাদচিত্র

বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি হোটেলে রয়েছে রোজি। তার ট্রেনার খুশিমোহন সরকার জানালেন, রোজির বয়স এখন পাঁচ বছর দুই মাস। চার মাস বয়সের প্রথম রোজিকে পেয়েছিলেন তিনি। ছয় মাস বয়স হওয়ার পর শুরু আট মাসের ট্রেনিং। তারপর পোস্টিং হয় জলপাইগুড়িতে। রোজির সঙ্গে তিনিও চলে যান জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির কোয়ার্টারে রোজির ঘর, বিছানা, লেপ, তোষক, মশারি, ফ্যান সব রয়েছে। রয়েছে ওর নিজস্ব জার্সি, নিজস্ব গাড়ি। সকালে-বিকেলে দু'বার মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খায়। দুপুরে একদম হালকা খাবার, জল আর বিস্কুট। রাতে কিছু খায় না। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় জানালেন, রোজি অনেক ভিআইপি ডিউটি করে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী যিনিই আসুন না কেন, নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার জন্য সবার আগে রোজির ডাক পড়ে। আরও বললেন, 'ওর খাওয়া, পরা, ওষুধপত্র সব নিজের টাকাতেই করে। সরকারের থেকে বেতন দেওয়া হয় রীতিমতো।'

একইরকম রাজকীয় ব্যাপারস্যাপার ক্যাপ্টেনেরও। সেও রয়েছে শহরের একটি ভালো হোটেলে। তার দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন শিবেন দেবনাথ। বললেন, '১৩ মাস বয়স হওয়ার পর ব্যারাকপুর ডগ ইউনিটে ট্রেনিং কমপ্লিট করে আলিপুরদুয়ার চলে এসেছিলাম।' তিন বছর তিন মাস বয়সি ক্যাপ্টেনের সকালে আর রাতে খাওয়ার জন্য বরাদ্দ রয়েছে ভাত, মুরগির মাংস, সবজি ও ডালসেদ্ধ। দুপুরে টকদই আর মেরি বিস্কুট। কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররার কথায়, 'এত বড় মেলায় যাতে কোনওরকম নাশকতামূলক কিছু না ঘটে সেই কারণেই স্পেশাল ডিউটিতে দুই জেলা থেকে স্নিফার ডগ ক্যাপ্টেন ও রোজিকে আনা হয়েছে।'

টাকার ভবিষ্যৎ

সমস্যা অনেক। রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত কাগুজে টাকা ছাপানো ও ব্যবস্থাপনার বিপুল খরচ (৬৩৭২.৮০ কোটি টাকা)। এসব সামাল দিতেই জন্ম নিয়েছে CBDC বা ই-রুপি। এই ডিজিটাল মুদ্রা বাস্তব অস্তিত্বহীন হলেও, জ্যামিতির বিন্দুর মতো অনন্যসাধারণ এবং টাকার মতো সর্বব্যাপী। এটি কাগুজে টাকার ডিজিটাল সংস্করণ, যা ব্লকচেন প্রযুক্তির সাহায্যে জালিয়াতিমুক্ত এবং প্রায় তাৎক্ষণিক লেনদেন নিশ্চিত করে। যদিও ভারতে UPI পেমেন্টে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তবুও ই-রুপি প্রয়োজন। কারণ UPI-এর জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হলেও, ই-রুপি সেই নির্ভরতা দূর করবে। তবে, নাগরিকের আর্থিক গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা ভবিষ্যতে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন গোটা বিষয়টিকে খুঁটিয়ে দেখল।

ই-রুপি ও ভারতীয় অর্থনীতির নতুন দিগন্ত

শিশির রায়নাথ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারে আমাদের পুরোনো ধারণা ও অভ্যাস দ্রুত পালটে যাচ্ছে। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনাকাল থেকে প্রচলিত ১০০টি ব্যাংক নোটের প্যাকেটকে 'স্ট্র্যাপলার-পিন-বিদ্ধ' করার যে অভ্যাস চালু ছিল, দ্রুত নোট গোনার মেশিনের আবির্ভাবে তা এখন সম্পূর্ণ বিলীন। এটিএম-এর কারণে মানুষ এখন ব্যাংকের বাঁধাধরা সময়ের বাইরে এবং ছুটির দিনেও টাকা তুলতে (এবং কোথাও কোথাও জমা দিতেও) সক্ষম।

আমাদের প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা সামাজিক জীবনে আর্থিক লেনদেন চলে আসছে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত ব্যাংক-কারেন্সি নোট অর্থাৎ আমাদের চিরপরিচিত 'টাকা' দিয়ে। কিন্তু 'সিকিউরিটি থ্রেড সমেত' সেই 'কাগুজে টাকা' ছাপানো, তার ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষার ঘেরাটোপে দেশের দূরদূরান্তের ব্যাংকগুলিতে সেই নোট পাঠানো, আবার অতিরিক্ত ব্যবহারে ময়লা-ছেঁড়া-ফাটা (এবং বাতিল) নোটকে ব্যাংক থেকে তুলে রিজার্ভ ব্যাংকে ফিরিয়ে এনে নষ্ট করা-এই কাজগুলো একদিকে যেমন প্রচুর খরচসাপেক্ষ, অন্যদিকে তেমনই তা একটি চলমান অর্থাৎ পৌনঃপুনিক অর্থব্যয়যুক্ত কর্মকাণ্ড। আরবিআই সূত্রে খবর, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে এই কাজে খরচের পরিমাণ ৬৩৭২.৮০ কোটি টাকা।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'ডিজিটাল কারেন্সি' ভাবনার সূত্রপাত।

ডিজিটাল মুদ্রা : ব্লকচেন ও ক্রিপ্টোকারেন্সির ভূমিকা

'ডিজিটাল কারেন্সি' এমন একটি ধারণা যার ব্যাংক-কারেন্সি নোটের মতো কোনও বাস্তব স্পর্শযোগ্যতা (tangibility) নেই, অর্থাৎ হাতে ধরা-ছোঁয়া যায় না। কিন্তু বাস্তব টাকার মতোই তা 'হস্তান্তর' বা 'লেনদেন' করা যায় এবং তার ফলাফলও সত্যিকারের টাকার লেনদেনের মতোই ঘটে। ডিজিটাল কারেন্সি তাই ব্যাংক কারেন্সি নোটেরই একটি রূপভেদ, যা কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল রূপেই অস্তিত্ববান। এর লেনদেন শুধুমাত্র ডিজিটাল সিস্টেম দিয়েই করা হয়; ফলে সেই লেনদেন প্রায় তাৎক্ষণিক, সুরক্ষিত এবং অত্যন্ত কম খরচসম্পন্ন।

বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমরা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, RTGS, NEFT-এর মতো যেসব ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট মেথড দেখতে পাই, তার থেকেই ১৯৮৩ সালে প্রথম 'ডিজিটাল ক্যাশ বা ডিজিটাল কারেন্সি' ধারণার জন্ম হয়। এরপর ধাপে ধাপে ক্রিপ্টোকারেন্সি নামে একরকম ডিজিটাল কারেন্সির সূত্রপাত হয়- যা ব্লকচেন নামে একটি ডিজিটাল ডেটাবেস-এর সাহায্যে এমন এক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, যার মাথায় কোনও কেন্দ্রীয় সার্ভার নেই। ফলে কোনও একক সংস্থা বা ব্যক্তি এই গোটা নেটওয়ার্কটাকে নিয়ন্ত্রণ (ক্ষতি/বন্ধ/ট্যাম্পারিং) করতে পারে না। সরকারি খবরদারির বাইরে এই ব্যবস্থাকে তাই 'ডিসেন্ট্রালাইজড কারেন্সি সিস্টেম' বলা হয়। এর প্রতিটি 'অপারেশন' সবসময়ে লিপিবদ্ধ হয়ে নেটওয়ার্কের প্রতিটি সদস্যের গোচরে আসে, ফলে জালিয়াতি করার সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য। 'বিট কয়েন' এরকমই একটি জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি।

ক্রিপ্টোকারেন্সি যে কোনও রাষ্ট্রের নিজস্ব কারেন্সির প্রতিদ্বন্দ্বী। কোনও রাষ্ট্রের শীর্ষব্যাংক (যেমন আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক) নিজের মর্জিমতো কারেন্সি ছাপতে পারে না; ছাপানো প্রতিটি টাকার সমমূল্য সম্পদ (সোনা, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদির সঞ্চয় রূপে) তার কাছে থাকতে হয়। কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সির পিছনে তেমন কোনও 'বাস্তব (physical) সম্পদ-সমর্থন' নেই। যে নিয়মনীতি অনুসারে এইসব 'প্রাইভেট' ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো বাজারে ছাড়া হয় এবং বাণিজ্য করা হয়, তার নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়। ফলত দুর্ঘটনা ও তার সদস্যদের বড় ক্ষতির সম্ভাবনা অনস্বীকার্য নয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কারণে পৃথিবীর নানা দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সির 'পতন'-এর ইতিহাসও আছে। সুতরাং ক্রিপ্টোকারেন্সি দেশের অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেমের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ।

CBDC-এর আগমন : হাইব্রিড কারেন্সির ভাবনা

ক্রিপ্টোকারেন্সির সুবিধা এই যে, তা ছাপানোর খরচ নেই, ব্যাংকে পাঠানোর সমস্যা এবং খরচ নেই, নষ্ট (mutilated) হয়ে যাবার প্রশ্ন নেই, হ্যান্ডলিং খরচ অতি সামান্য, ব্লকচেন ডেটাবেস ব্যবহারের জন্য সুরক্ষার নির্ভরতা গভীর এবং ইন্টারনেটযুক্ত মোবাইলে সহজেই তাকে ব্যবহার করা যায়।

এই প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বহু দেশের চিন্তায় একটি হাইব্রিড কারেন্সির ভাবনা দেখা দেয়- যা ডিজিটাল হবে, আবার একই সঙ্গে দেশের প্রচলিত বাস্তব কারেন্সির মতোই সম্পদ-সমর্থিত এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত হবে। এই ভাবনায় জন্ম হয় 'সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি' বা CBDC-র।

বাহামা পৃথিবীর প্রথম দেশ, যে অক্টোবর ২০২০-তে 'স্যান্ড ডলার' নামে প্রথম সরকারি 'ডিজিটাল কারেন্সি'-র প্রবর্তন করে। বর্তমানে তিনটি দেশে পুরোপুরি CBDC চালু হয়েছে এবং চিন সমেত আরও ১৩০টা দেশ এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছে।

ভারতের ই-রুপি (e₹) : প্রয়োজনীয়তা ও কাঠামো

ভারতের প্রথম কোভিডকালে 'ক্যাশলেস ট্রানজাকশন'-এর দ্রুত বিপুল প্রগতি এবং 'কাগুজে মুদ্রা'-র ক্রমবর্ধমান খরচের বহর দেখে ভারত সরকার ২০২২-'২৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে তার নিজস্ব ডিজিটাল কারেন্সি প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করে। এই ডিজিটাল কারেন্সির নাম দেওয়া হয়েছে Digital Rupee (e₹) বা eINR বা e-rupee— যা ভারতীয় কাগুজে টাকারই ডিজিটাল সংস্করণ। ফলে ই-রুপি ভারতের আর একটি আইনানুগ মুদ্রা (Legal Tender)।

কাগুজে কারেন্সির মতো ডিজিটাল কারেন্সির তত্ত্বাবধায়কও আরবিআই। ব্লকচেন ডেটাবেস নির্ভর এই কারেন্সি হবে দু-রকমের :

সাধারণ মানুষ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য Digital Rupee for Retail (e₹-R)।

ব্যাংক এবং অন্যান্য ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট (যেমন এলআইসি, জিআইসি ইত্যাদি)-দের বিশাল পরিমাণ আন্তঃসংস্থা-লেনদেনের জন্য Digital Rupee for Wholesale (e₹-W)।

এই কারেন্সি কাজ করবে হুবহু কাগুজে টাকার মতোই। ডিজিটাল লেনদেনের জন্য ব্যবহারকারীকে প্রথমে একটি 'ডিজিটাল ওয়ালেট' তৈরি করতে হবে। এরপর সেখানে বিভিন্ন মূল্যের (ডিনোমিনেশনের) ডিজিটাল টাকা (খুচরো পয়সা সমেত) ভরে রাখতে হবে এবং সেখান থেকে প্রাপকের ডিজিটাল ওয়ালেটে সরাসরি পাঠিয়ে দিতে হবে।

এই চিন্তাভাবনায় ভারত সরকার তথা রিজার্ভ ব্যাংক ২০২২ সালে ১ ডিসেম্বর স্টেট ব্যাংক-পিএনবি সমেত ১৫টি ব্যাংক নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে CBDC-এর পাইলট ফেজ (বিটা ভার্সন) চালু করেছে।

কেন UPI-এর পরেও ই-রুপি প্রয়োজন?

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ক্যাশলেস ট্র্যানজ্যাকশনের জন্য ২০১৬-তে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার তৈরি ইউনিফায়েড পেমেন্ট সিস্টেম (UPI)-এর মতো পৃথিবীর সর্বোত্তম একটি দ্রুত, সহজ ও সুরক্ষিত ব্যবস্থা থাকতেও কেন ই-রুপি চালু করতে হচ্ছে।

এর প্রধান কারণগুলি হল :

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ওপর নির্ভরতা মুক্তি : UPI-তে প্রেরক ও গ্রাহক দুজনেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতেই হবে এবং সেজন্য শুরুতেই কিছু কাগুজে কারেন্সির প্রয়োজন হবে। কিন্তু ই-রুপিতে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তথা কাগুজে কারেন্সির প্রয়োজন নেই। ফলে ভবিষ্যতে কাগুজে টাকার পরিমাণ তথা তা ছাপানোর খরচও ক্রমশ কমে আসবে।

ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান : স্বাধীনতার এত বছর পরেও নানা কারণে দেশের সব নাগরিককে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে আনা যায়নি। ই-রুপিতে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের গল্প না থাকায় এবং ইন্টারনেট ছাড়াও অফলাইন লেনদেনের সংস্থানের প্রস্তাব থাকায় 'ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান'-এর সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

সুরক্ষা : ব্লকচেন ডেটাবেস ব্যবহারের ফলে হ্যাকিং, ফ্রড ইত্যাদির সম্ভাবনা থেকে গোটা সিস্টেম অনেক বেশি সুরক্ষিত।

আন্তর্জাতিক লেনদেন : লেনদেনের সরল, সোজাসাপটা চলনের জন্য সবরকম মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক লেনদেন দ্রুত এবং সস্তা হবার সম্ভাবনা।

যে কোনও নতুন সিস্টেমের মতো ই-রুপিরও প্রায়োগিক সুবিধা-অসুবিধা (pros & cons) থাকবে- যা বর্তমানের বিটা-ভার্সনে 'নিরীক্ষা' করা হচ্ছে। যেমন সমস্ত লেনদেন ডিজিটালি হবার জন্য তাদের প্রত্যেকটি চলন 'রেকর্ডেড' হয়ে থাকছে। অর্থাৎ অপারেশনের কোনও গোপনীয়তা থাকছে না; ফলে কালো টাকা পুঞ্জীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ ব্যবস্থা ভারতীয় ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে- এখন সেটাই দেখার।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক)

বিন্দুর মতো অনন্য, প্রভাবে সর্বব্যাপী

দেবাশীষ সরকার

জ্যামিতির 'বিন্দু'। পার্থিব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, জাতীয় কোনও মাত্রা বা ডাইমেনশন নেই। তাই জ্যামিতিতে বিন্দু অনন্যসাধারণ। আর ঠিক এর উলটোটা হল এক নবীনতম মুদ্রা পদ্ধতি, সিবিডিসি। এ এক গোত্রীয় টাকা, যার সব মাত্রা আছে, তার পরিমাপ আছে। কিন্তু কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাই এও অনন্যসাধারণ। জন্মেছে মাত্র কয়েক বছর হল। আমাদের দেশে এসেছে ২০২২-এ। স্বাভাবিক, সব অসাধারণের মতো এর ক্ষেত্রেও অনেক ভালোর ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে ভবিষ্যতের ভূত।

পকেটে ছিল এক টুকরো সোনা, আর হাতে বাজারের থলি। সোনা দেব আর তার বদলে নেব সবজি, নুন, তেল। এই তো ছিল শুরু। সোনাটা পকেট-এর ফুটো দিয়ে জলে পড়ে গেলে কেউ আর তা ব্যবহার করতে পারবে না। সমাজের ক্ষতি। তাই সোনাটা দিয়ে দিলাম গাঁয়ের মোড়লকে। সে এক টুকরো কাগজে সই করে মোহর লাগিয়ে দিয়ে দিল। এখন এটাকেই সব্বাই ওই সোনার টুকরো হিসাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু কাগজটা পচে গেলে? সোনাটা ফেরত পাব কী করে? তাই কাগজটাকে মোড়লের খাজাঞ্চির কাছে রেখে দিয়ে কম্পিউটারে বোতাম টিপেই লেনাদেনা সব করলাম। এই বোতাম টেপাগুলো সব খাজাঞ্চিবাবু ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানলেন। আর সেইভাবেই সবার দেনাপাওনার হিসাব রাখলেন। আচ্ছা, তাহলে ওই কাগজের টাকাই বা ছাপার দরকার কী? সোনা আর তার পরে কাগজের টাকার হিসাবটা কম্পিউটারে ডিজিটাল যুগের বিট আর বাইট দিয়ে না রেখে, টাকাটাকেই তার সব বৈশিষ্ট্য সমেত বিট আর বাইটে ভেঙে ফেললেই হয়। যার সব ডাইমেনশন থাকল। ওপরে থাকল মোড়লের আর তার খাজাঞ্চির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু টাকাটার আর কোনও পার্থিব অস্তিত্ব থাকল না। তাই টাকাটা হারিয়ে যাবার বা বাজেভাবে ব্যবহার হবার বিপদ থাকল না। অনেকটা এটাই সিবিডিসি।

২০২০ সালে সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩৫ দেশে এই মুদ্রা ব্যবস্থা পরিকল্পনা স্তরে ছিল। কিন্তু ২০২৫-এ বেড়ে হল ১৩৪ দেশে। এই ১৩৪টা দেশ পৃথিবীর মোট জিডিপি'র ৯৮ শতাংশ ধরে রেখেছে। প্রতিদিন এইসব দেশের আরও বেশি বেশি অর্থনৈতিক লেনদেন সিবিডিসি-র মাধ্যমে হচ্ছে। আমাদের দেশের কথাই ধরি। ২০২২-২০২৩'এ মাত্র ৫.৭ কোটি টাকার লেনদেন হয় এই পদ্ধতিতে। তার পরের বছর হয় ২৩০ কোটি টাকা। অবশ্য এটা খুচরো লেনদেনের ক্ষেত্রে।

সুবিধা

- নগদ টাকার ব্যবহার কমলে লেনদেনের খরচ কমবে
- ব্লকচেন প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে হওয়ায় লেনদেন পরিষ্কার হয়, তাই জালিয়াতির সম্ভাবনা কমবে
- মুদ্রানীতির ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর আরও কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকবে
- এর রিয়েল-টাইম সেটেলমেন্ট ফিচার আর্থিক বাজারকে আরও দক্ষ করে তুলবে

রয়েছে চ্যালেঞ্জও

- ডিজিটাল লেনদেনের নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তি যেমন রাষ্ট্রকে শক্তি দিচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রের শত্রুকেও শক্তি দিচ্ছে
- সিবিডিসি-র মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন ট্র্যাক করা নাগরিকদের গোপনীয়তার জন্যে উদ্বেগের কারণ হবে
- আমাদের দেশে এখনও বহু মানুষের মনে ডিজিটাল ব্যবস্থার কোনও ধারণা নেই
- ইউপিআই-এর সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা সমষ্টিগতভাবে সমাজে, রাষ্ট্রে এই সিবিডিসি কী কী দীর্ঘমেয়াদি ছাপ ফেলতে পারে তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। সবচাইতে বড় আলোচনার বিষয় হল, যখন আমাদের হাতে ইউপিআই ধরনের পেমেন্ট সিস্টেম আছে, যাতে সরাসরি, ব্যাংকের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন হতেই পারে, তখন সিবিডিসি কী বাড়তি সুবিধা দেবে?

এটা ঠিক যে ইউপিআই এখানে এক বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৪-এ ভারতের মোট খুচরা লেনদেনের ৮৩% হয়েছে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে। কিন্তু একটা জিনিস ভুললে চলবে না যে, ইউপিআই নিতান্তই এক পেমেন্ট পদ্ধতি, যেটা বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি করে প্রায় সময় না নিয়েই টাকা লেনদেন করতে সাহায্য করে। কিন্তু সিবিডিসি নিজেই হল সত্যিকারের টাকা। যেহেতু রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকা সংস্থার তথ্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাতেই শুধু এই টাকা তৈরি হতে পারে, তাই এর ফেক হবার সম্ভাবনা নেই।

ধরে নেওয়া যাক, রিজার্ভ ব্যাংক 'এক্সওয়াই ১২৩৪৫৬' এই নম্বরের একটা কাগজের নোট বানিয়ে বাজারে ছাড়ল। আমরা জানিই না যে এই এক নম্বরে আরও ১০০০টা ফেক নোট বাজারে ঘুরছে কি না। বোঝার কোনও উপায় নেই যে এই নম্বরের আসল নোটটা এখন কোথায় আছে বা কার কাছে আছে। সিবিডিসি-তে এই এক নম্বরের ফেক ডিজিটাল নোট তৈরি করা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন হবে সেই নোটটাকে মূল অর্থনীতিতে ঢোকানো। যতক্ষণ এই ডিজিটাল টাকাকে ব্যাংকের মাধ্যমে কাগজের টাকায় রূপান্তরিত করা না যাবে, (যা অসম্ভব), ততক্ষণ এই ফেক টাকার কোনও শক্তি নেই।

আর্থিক গোপনীয়তার ক্ষেত্রে সিবিডিসি নাগরিকদের লেনদেনের ওপরে নজর রাখার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তাই নাগরিক তহবিলের উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ দেবে। এর ছাপ হিসাবে মানি লন্ডারিং, ঘুষ এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে। পাশাপাশি অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপে টাকা ঢোকাও কমবে। তবে এটি ব্যক্তি এবং ব্যবসার আর্থিক কার্যকলাপকে সবসময়ে নজরে রাখবে বলে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও নিয়ে আসবে, যেমন পরিষেবা দিতে রাজি না হওয়া।

সাইবার নিরাপত্তা হবে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংকে ডাকাতি হলে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের কাগজের মুদ্রা চুরি যায়। কিন্তু যে যন্ত্রের সমাহার এই সিবিডিসি মুদ্রাগুলো নিয়ন্ত্রিত, তাদের নিয়ন্ত্রণ যদি বিঘ্নিত হয়, তবে একবারে লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হবে।

সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে মধ্যস্থতাকারীদের ওপরে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো পরিকাঠামোগত উন্নতিতে খুব শক্তভাবে যোগদান করে। সিবিডিসির ব্যাপক ব্যাপ্তি এই মধ্যস্থতাকারীদের উপরে উলটো ছাপ ফেলতে পারে। তাই এর ব্যাপ্তি প্রসারের আগে চাকরি ছাঁটাই, ঋণ পাবার সুযোগের ঘাটতি এইসব বিষয় ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে।

যাই হোক, এখানে যদি সারাংশ তৈরি করি, তবে তা হয়তো এই রকম হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চারটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উদ্বোধন মোদির

বারাণসী, ৮ নভেম্বর : নিজের লোকসভা কেন্দ্রকে ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সেই বারাণসী থেকেই 'ভারতীয় রেলের গতি ও আধুনিকতার প্রতীক' চারটি নতুন 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ সূচনা করলেন তিনি। নতুন ট্রেনগুলি চলবে বারাণসী–খাজুরাহো, লখনউ–সাহারানপুর, ফিরোজপুর–দিল্লি এবং এর্নাকুলাম–বেঙ্গালুরু রুটে। বর্তমানে দেশের চলমান বন্দে ভারত ট্রেনের সংখ্যা ১৬০ ছুঁয়েছে। উদ্বোধনের পর তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুতগামী এই সেমি হাইস্পিড ট্রেনগুলির সূচনা ভারতীয় রেল ব্যবস্থায় এক নতুন মাইলফলক। এগুলি শুধু যাত্রীদের আরামই নয়, সংযোগও বাড়াবে। ট্রেনগুলি দেশের গর্ব। তিনি আরও জানান, এই ট্রেনগুলি ধর্মীয় পর্যটন, আঞ্চলিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সংযোগ বাড়াতে বড় ভূমিকা নেবে। এই চারটি নতুন রুটে বন্দে ভারত চালু হওয়ায় পর্যটন ও বাণিজ্য বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এটি দেশের বিভিন্ন বড় শহরকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাইকচালকের অসভ্যতা

বেঙ্গালুরু, ৮ নভেম্বর : কর্মস্থল থেকে ভাড়াবাড়িতে ফেরার জন্য অ্যাপ বাইক বুক করেছিলেন তরুণী। বাইকচালক আসে। তরুণী বাইকে উঠে বসেন। তাঁর অভিযোগ, কিছুটা যাওয়ার পরেই হঠাৎ তিনি অনুভব করেন, বাইকচালকের হাত তাঁর ঊরুর ওপর। তারপর সে হাত বোলানো শুরু করে। তরুণী

জানিয়েছেন, তাকে বলার পরেও হাত সরায়নি। হেনস্তার অভিযোগে ইতিমধ্যে ওই বাইকচালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর।

সমাজমাধ্যমে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তরুণী বলেন, ঘটনাটা আচমকা ঘটায় তিনি হকচকিয়ে যান। তাই ভিডিও করে উঠতে পারেননি। গন্তব্যে পৌঁছোনোর পর এক পথচারী ব্যক্তিকে ঘটনার কথা জানালে তিনি চেপে ধরেন অভিযুক্তকে।

'আত্মঘাতী' নিট পরীক্ষার্থী

লখনউ, ৮ নভেম্বর : বাবা-মাকে চিঠি লিখে উত্তরপ্রদেশে আত্মঘাতী হলেন নিট পড়ুয়া। বছর একুশের ওই ছাত্র মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হন বলে মনে করছে পুলিশ। বাবা-মাকে লেখা শেষ বার্তায় তেমনটাই জানিয়ে গিয়েছেন ওই পড়ুয়া।

উত্তরপ্রদেশের কানপুরের রামপুর এলাকার বাসিন্দা ২১ বছরের মহম্মদ আন। সম্প্রতি রাওয়াতপুরের একটি হস্টেলে তিনি ভর্তি হন। সেখানে থাকতে শুরু করেন মাত্র চারদিন আগে। তাঁর সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন ইমদাদ হাসান নামের এক পড়ুয়া। তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেলে প্রার্থনা করতে বেরিয়েছিলেন। মহম্মদকেও সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেতে চাননি। এরপর ঘরে ফিরে দেখেন, তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

দিল্লিতে ছন্দে বিমান চলাচল

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ভোগান্তির পর উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক হল দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে বিবৃতি দিয়ে এই খবর দেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে শনিবার সকালেও বেশ কিছু বিমানের ওঠা-নামায় দেরি হয়েছে। ফ্লাইটরেডার ২৪-এর তথ্য বলছে, ওঠা-নামায় দেরি হয়েছে ১২৯টি বিমানের। তার মধ্যে ৫৩টির অবতরণে এবং ৭৬টি উড়ান ছাড়তে দেরি হয়েছে। শুক্রবার এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৮০০। শনিবারেও এক একটি বিমানের ওঠা-নামায় ১৯ এবং ৫ মিনিট করে দেরি হয়েছে।

গত দু'দিন ধরে যে পরিস্থিতি ছিল, তা অনেকটাই কেটে গিয়েছে দিল্লি বিমানবন্দরে। যে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে দেশজুড়ে বিমান পরিষেবায় প্রভাব পড়েছিল, তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে এখনও। মূলত অটোমেটিক মেসেজ সুইচিং সিস্টেম (এএমএসএস)-এ প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

উদ্বোধনের পর বন্দে ভারতে স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বারাণসীতে।

এফআইআরে নাম নেই অজিত-পুত্রের

পুনের জমি কেলেঙ্কারি

মুম্বই, ৮ নভেম্বর : পুনে জমি কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো সত্ত্বেও পুলিশের এফআইআরে নাম নেই মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ছোট ছেলে পার্থ পাওয়ারের। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ যতই দোষীদের ছাড়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিন, পার্থের নাম না থাকা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজ্য রাজনীতিতে। ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের মুন্ধাওয়া জমি চুক্তি মামলায় মোট দুটি এফআইআর দায়ের করেছে পুনে পুলিশ।

বিরোধী শিবসেনা (ইউবিটি) এবং কংগ্রেসের অভিযোগ, ওই জমির বাজারদর ১৮০০ কোটি টাকা। কিন্তু কাগজেকলমে তার মূল্য কম দেখিয়ে পার্থ পাওয়ারের সংস্থা অ্যামেডিয়া এন্টারপ্রাইজকে মাত্র ৩০০ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ২১ কোটি টাকার স্ট্যাম্প ডিউটিও মকুব করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারের ওপরমহলে ওই জমি বিক্রি সংক্রান্ত দুর্নীতি হয়েছে। পুলিশের এফআইআরে পার্থের বিজনেস পার্টনার দিগ্বিজয় পাতিল, শীতল তেজওয়ানি, সাব রেজিস্ট্রার রবীন্দ্র তারু এবং পুনের তহশিলদার সূর্যকান্ত ইয়েওয়ালের নাম রয়েছে।

কেন পার্থের নাম নেই, সেই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ বলেন, 'তদন্তের সময় যদি নতুন কোনও নাম পাওয়া যায় তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এফআইআরে কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি। আগে তদন্ত রিপোর্ট আসুক। সবার বোঝা উচিত, যখন এফআইআর দায়ের হয়, যাদের নাম প্রকাশ্যে আসে শুধুমাত্র তাদেরই নাম থাকে তাতে।'

অপরদিকে অজিত পাওয়ার বলেন, 'পার্থ পাওয়ারের নাম এফআইআরে নেই। যারা রেজিস্ট্রেশন নথিতে সই করেছে, শুধুমাত্র তাদের নামই রয়েছে। যে জমিটি বেআইনিভাবে বিক্রি করা হয়েছে, তার সম্পর্কে পার্থ কিছুই জানে না।'

জেলে জঙ্গি-ডেরা ভাঙতে অভিযান

কুপওয়ারায় সংঘর্ষে হত ২ সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর : প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা জায়গা থেকে জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করছেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। সেই জঙ্গিদের ঠাঁই হচ্ছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন জেলে। কিন্তু জেলের মধ্যে থেকেও নাকি সক্রিয় তাদের একাংশ। জেলে বসে চলছে অশান্তি বাধানোর ছক। গোয়েন্দা সূত্রে সেই খবর পেয়ে শনিবার শ্রীনগরের উপত্যকার দুটি জেলে তল্লাশি চালাল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স উইং। তাদের সঙ্গে ছিল আধাসেনা। যে দুটি জেলে অভিযান চালানো হয়েছে সেগুলি হল শ্রীনগর কেন্দ্রীয় কারাগার ও কুপওয়ারা জেলা সংশোধনাগার।

এদিকে কুলগাম পুলিশও পিওকে-তে ঘাঁটি গেড়ে থাকা কয়েকজন জঙ্গির আত্মীয় ও পরিচিতদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। মামলা দায়ের হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, শনিবার ভোররাতে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে কুপওয়ারার কেনন সেক্টরে। কিন্তু পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা জঙ্গিদের দলটি সেনার টহলদারি বাহিনীর নজরে পড়ে যায়। নিরাপত্তা কর্মীদের দেখে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। জবাব দেয় সরকারি বাহিনী। দু-পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২ জঙ্গি প্রাণ হারিয়েছে। তবে অনুপ্রবেশকারীদের দলে কতজন ছিল তা নিশ্চিত নয়। নিয়ন্ত্রণরেখায় বাধা পেয়ে দলের বাকি সদস্যরা ফের পিওকে-তে পালিয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পকসো-বিদ্ধ বিজেপি বিধায়ক

সিমলা, ৮ নভেম্বর : হিমাচলপ্রদেশের চুরাহ আসনের বিজেপি বিধায়ক হংসরাজের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। চম্বার মহিলা থানায় শুক্রবার অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী, যিনি এখন বিশের কোঠায়। অভিযোগ, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন বিধায়ক।

এর আগে ওই তরুণী ফেসবুক লাইভে এসে হংসরাজের বিরুদ্ধে যৌন শোষণ ও হুমকির অভিযোগ আনেন। বিধায়ক পালটা দাবি করেছেন, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঘটনায় হিমাচল মহিলা কমিশন পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে।

চুরির শাস্তি ১৭ থাপ্পড়

আহমেদাবাদ, ৮ নভেম্বর : চুরি করতে এসে এমন অভ্যর্থনা বোধহয় কেউ কল্পনাও করেনি! সম্প্রতি আহমেদাবাদের এক গয়নার দোকানে এক মহিলা ক্রেতার বেশে এসে যা কাণ্ড করলেন, তা এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল কমেডি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মহিলা প্রথমে দোকানে ঢুকে গয়না দেখার ভান করেন। এরপর হঠাৎ করেই হাতে রাখা মরিচের গুঁড়ো বের করে তা ছুড়ে দেন দোকানির চোখে। কিন্তু দোকানি ছিলেন 'অ্যাকশন হিরো' গোছের। মরিচ আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাত চালান। ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ২০ সেকেন্ডের মধ্যে ওই মহিলা কমপক্ষে ১৭টি সপাটে থাপ্পড় খেয়েছেন! চুরি করতে এসে পালটা চড় খেয়ে দোকান ছেড়ে দৌড়ে পালান ওই মহিলা।

সারান্ডার জঙ্গলে জওয়ানের দেহ

রাঁচি, ৮ নভেম্বর : ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী উপদ্রুত এলাকা থেকে উদ্ধার হল আধাসেনা জওয়ানের দেহ। শনিবার পশ্চিম সিংভূম জেলার জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। নিহত জওয়ানের নাম রাজেশ কুমার। তিনি কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনী সিআরপিএফ-এর ১৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে আধাসেনার একটি নজরদারি ক্যাম্পে কর্তব্যরত ছিলেন রাজেশ। ওই ক্যাম্প থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ডিউটি পরিবর্তনের সময়ে অপর এক সিআরপিএফ জওয়ান ওই ক্যাম্পে পৌঁছোলে তিনি রাজেশের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। ক্যাম্পের মধ্যেই অচেতন অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এবং রাজেশকে স্থানীয় এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল ট্রাম্পের

জি২০ মোদিকে কং খোঁচা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! ট্রাম্প দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত জি২০ শিখর বৈঠক বয়কটের কথা ঘোষণা করার পর সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। কারণ, ট্রাম্পের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিলের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জি২০-তে মোদির যোগদানের কথা জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। সেই জল্পনাকে হাতিয়ার করেই কেন্দ্রকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। মোদিকে স্বঘোষিত বিশ্বগুরু বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'এখন যেহেতু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে তিনি ২২-২৩ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন না, আমরা নিশ্চিত যে স্বঘোষিত বিশ্বগুরু নিজেই উপস্থিত থাকবেন।'

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে মোদি সমস্ত জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিসবেন, আন্টালিয়া, হাংঝো, হামবুর্গ, বুয়েনস আয়ার্স, ওসাকা, রিয়াধ (কোভিডের কারণে ভার্চুয়াল), রোম, বালি এবং নয়াদিল্লি। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে আসিয়ান গোষ্ঠীর বৈঠকে যাননি মোদি। সেখানে হাজির ছিলেন ট্রাম্প। ভারত-পাক সংঘাত বন্ধ নিয়ে ট্রাম্পের কৃতিত্ব দাবি এবং বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পর ট্রাম্পের সঙ্গে একমঞ্চে দেখা যায়নি মোদিকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিলের প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, এটি লজ্জাজনক যে জি২০ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হবে। ডাচ, ফরাসি এবং জার্মান বসতি স্থাপনকারীদের বংশোদ্ভূত আফ্রিকানদের হত্যা করা হচ্ছে এবং তাঁদের জমি এবং খামার অবৈধভাবে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।

প্রতিবাদে শুধু তিনি নন, মার্কিন সরকারের কোনও কর্তাই আসন্ন জি২০ সম্মেলনে অংশ নেবেন না বলে ট্রাম্প জানিয়েছেন।

শীতকালীন অধিবেশন ১ ডিসেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১ ডিসেম্বর থেকে। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শনিবার কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু একথা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যে সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। অধিবেশন যাতে সুষ্ঠু ও মসৃণভাবে হয়, তার জন্য বিরোধীদের সহযোগিতা চেয়েছেন রিজিজু। মাত্র ১৯ দিনের অধিবেশনে কাজ হবে মাত্র ১৫ দিন। এত সংক্ষিপ্ত সময়ের অধিবেশন নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিরোধী শিবির। এর আগে ২০১৩ সালে শীতকালীন অধিবেশন চলেছিল মাত্র ১৪ দিন, ৫ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'এইমাত্র সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের নির্ঘণ্ট জানানো হয়েছে। ১ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এটা অহেতুক বিলম্ব এবং খণ্ডিত অধিবেশন। মাত্র ১৫টি কাজের দিন বসবে অধিবেশন।

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় শিক্ষকের মৃত্যু

ভোপাল, ৮ নভেম্বর : মধ্যপ্রদেশের নিমাচ এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন শিক্ষকের স্ত্রী ললিতা বাই (৩৫) ও তাঁদের দুই শিশুসন্তান হর্ষিত (১০) ও জয়া (৬)। মৃতের নাম দশরথ (৪২)। তিনি স্থানীয় আইটিআই

কলেজের শিক্ষক। শুক্রবার রাতের ওই ঘটনায় মনোজ যাদব নামে এক পুলিশকর্মী বোলেরো গাড়ি বেপরোয়াভাবে চালিয়ে শিক্ষক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শিক্ষকের। রাস্তায় রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকেন বাকি তিনজন। ভোপাল (৪৪) নামে এক পথচারীও দুর্ঘটনায় জখম হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বোলেরো গাড়ির চালক চূড়ান্ত মদ্যপ ছিলেন। দাঁড়াতেও পারছিলেন না।

দূষণে বদলাল দপ্তরের সময়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : রাজধানীতে লাগামছাড়া দূষণের মাঝেই বদলে গেল দিল্লি সরকার ও দিল্লি পুরসভার দপ্তরগুলিতে কাজের সময়। নতুন প্রস্তাবিত সময়সূচি অনুযায়ী, ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিল্লি সরকারের সমস্ত দপ্তরের কাজ চলবে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত। অন্যদিকে এমসিডি-র দপ্তরগুলি চলবে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। দূষণ কমাতে ট্রাফিক চাপ ভাগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই স্ট্যাগার্ড ওয়ার্কিং আওয়ার্স শুরু হচ্ছে রাজধানীতে।

শুক্রবার দূষণের ভয়াবহ চিত্র সামনে আসতেই মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানিয়েছে, শুক্রবার দিল্লির ৩৮টির মধ্যে ২৯টি মনিটরিং স্টেশনেই বায়ুমান ছিল 'খুব খারাপ' স্তরে। সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৩২২, অর্থাৎ শহর প্রবেশ করেছে 'রেড জোন'-এ।

অপহৃত ৫ ভারতীয়

বামাকো, ৮ নভেম্বর : একটি নির্মীয়মাণ বিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত ৫ ভারতীয়কে তুলে নিয়ে গিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজরা। ঘটনাস্থল পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কোবরি অঞ্চল। অভিযোগের তির আল কায়দা ঘনিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন নুসরত আল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন (জেএনআইএম)-এর দিকে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শুক্রবার প্রকল্পে কাজ করছিলেন ওই ভারতীয়রা। সেইসময় একদল বন্দুকধারী তাঁদের তুলে নিয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত মালিতে বিদেশি নাগরিকদের তুলে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ চাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। তবে ভারতীয়দের মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে টাকা চাওয়া হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, অপহৃত ভারতীয়দের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সরকার দায়বদ্ধ। কেন্দ্রের তরফে মালি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অপহরণের পর সংস্থার বাকি ভারতীয় কর্মীদের কোবরি থেকে রাজধানী বামাকোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শনিবাসরীয় দ্বৈরথে মোদি-প্রিয়াংকা

সমস্তিপুরে ভিভিপ্যাট স্লিপ উদ্ধারে রহস্য

পাটনা, ৮ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা ভোটের ঝোড়ো প্রচারের মধ্যেই সমস্তিপুরে শীতলপট্টি গ্রামের এসআর কলেজের কাছে বিপুল সংখ্যায় ভিভিপ্যাট স্লিপ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কীভাবে এমনটা ঘটল তার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার ইতিমধ্যে এই ঘটনায় সমস্তিপুরের জেলা শাসককে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, প্রথম দফার ভোটের আগে মক পোলিংয়ের সময় ওই ভিভিপ্যাটগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট এআরও-কে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি একটি এফআইআরও রুজু করা হয়েছে এই ঘটনায়। আরজেডি অবশ্য সহজে বিষয়টি হাতছাড়া করতে নারাজ। তারা বলেছে, 'কখন, কীভাবে, কেন ও কার নির্দেশে ওই স্লিপগুলি ছুড়ে ফেলা হল? চোর কমিশন কি এর জবাব দেবে? গণতন্ত্রের ডাকাত যিনি, বাইরে থেকে বিহারে এসে ঘাঁটি তৈরি করে বসেছেন, তাঁর নির্দেশেই কি এসব হচ্ছে?' শুধু ভিভিপ্যাট স্লিপ নিয়েই নয়, সমস্তিপুরেরই মহিউদ্দিন নগর বিধানসভা কেন্দ্রের একটি স্ট্রংরুমের ভিতর কিছু সন্দেহভাজন লোকজনকে ঢুকতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে আরজেডি। পাশাপাশি বৈশালী জেলার হাজিপুরের একটি স্ট্রংরুমে সিসিটিভিতে কারচুপি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে

পূর্ণিয়ায় প্রিয়াংকা। শনিবার।

লন্ঠন শিবির। এদিকে শনিবার প্রথম দফার ভোটের চূড়ান্ত হার প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রথম দফায় বিহারে ভোট পড়েছে ৬৫.০৮ শতাংশ। গোড়ায় জানানো হয়েছিল, ভোট পড়েছে ৬৪ শতাংশের বেশি।

প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়া নিয়ে শনিবার সীতামারিতে এক জনসভায় বিরোধীদের নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা প্রথম দফায় ৬৫ ভোল্টের ধাক্কা খেয়েছেন। আরজেডি শিশুদের হাতে পিস্তল ধরিয়েছিল। কিন্তু আমরা শিশুদের হাতে ল্যাপটপ দিয়েছি।' সম্প্রতি বেগুসরাইয়ে প্রচারে গিয়ে পুকুরে নেমেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেই প্রসঙ্গ টেনে মোদির খোঁচা, 'বড় বড় লোকজন এখানে মাছ দেখতে আসছেন। জলে ডুব দিচ্ছেন। বিহারের নির্বাচনে ভরাডুবির প্র্যাকটিস করছেন।' অপরদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, যদি আপনার কাছে সত্যিই প্রমাণ থাকে তাহলে কমিশনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ না করে সেগুলি জমা দিন। এর জবাবে ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা কাটিহারে বলেন, বিজেপি সংবিধানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। ওরা ভোট চুরি করছে। মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতার আগে যে লড়াই লড়েছিলেন, এখন বিহারে সেই লড়াই লড়তে হচ্ছে কংগ্রেস ও মহাজোটকে। আজও একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আপনাদের অধিকার, সত্যের জন্য লড়াই করছি আমরা।'

চাকরিতে মার্কিনদের অগ্রাধিকার

এইচ-১বি ভিসায় পদক্ষেপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ নভেম্বর : মার্কিন নাগরিকদের চাকরি সুরক্ষায় 'এইচ-১বি ভিসা' অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, কম বেতন, কাল্পনিক কর্মস্থল এবং কর্মীদের 'বেঞ্চে বসিয়ে রাখা' সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যে ১৭৫টি তদন্ত শুরু হয়েছে।

'প্রজেক্ট ফায়ারওয়াল' নামে এই অভিযান সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়। এর লক্ষ্য—প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যোগ্য মার্কিনদের বদলে কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগ রোধ করা। শ্রমমন্ত্রী লরি শাভেজ-ডি-রেমার জানিয়েছেন, 'আমরা প্রতিটি তদন্ত ব্যক্তিগতভাবে পর্যালোচনা করছি, যাতে কোম্পানিগুলিকে দায়বদ্ধ করা যায়।'

শ্রম দপ্তরের হিসাবে, চলতি তদন্তগুলিতে প্রায় দেড় কোটি ডলার বকেয়া মজুরি সংক্রান্ত অনিয়ম ধরা পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশি কর্মীদের কম বেতন, ভুয়ো অফিসের ঠিকানা এবং চাকরি শেষের তথ্য গোপন করার অভিযোগ উঠেছে।

এইচ-১বি ভিসা মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে দক্ষ বিদেশি কর্মী নিয়োগের সুযোগ দেয়। ভিসাধারীদের মধ্যে ভারতীয়রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে নতুন নিয়মে ট্রাম্প প্রশাসন ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর পর জমা দেওয়া আবেদনগুলির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ডলারের অতিরিক্ত ফি ধার্য করেছে।

এই সিদ্ধান্তে ব্যবসায়িক মহল ও ডেমোক্র্যাট নেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তাঁদের মতে, পদক্ষেপটি শুধু ভারত-আমেরিকা সম্পর্কই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষ কর্মীবাজারকেও চাপে ফেলবে।

আমার সন্তান যেন... দিল্লির জুলজিকাল পার্কে। শনিবার।

রবি কিষানকে হত্যার হুমকি বিষ্ণোই গ্যাংয়ের

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : বিজেপি সাংসদ এবং জনপ্রিয় অভিনেতা রবি কিষানকে হত্যার হুমকি দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই হুমকির নেপথ্যে রয়েছে কুখ্যাত অপরাধী লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম। সাংসদ রবি কিষানের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রবি কিষান জানান, তিনি একটি ভিডিও কলের মাধ্যমে এই হুমকি পেয়েছেন, যেখানে তাঁকে গুরুতর পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। এই হুমকির পর সাংসদ দ্রুত অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশের কাছে। ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিশানা করে অর্থ আদায় বা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যরা। গোরখপুরের সাংসদ রবি কিষানকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

গাজায় হামলা

গাজা, ৮ নভেম্বর : হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই গাজায় ফের হামলা চালাল ইজরায়েল। শনিবার মধ্য গাজার বুরেইজ শরণার্থী শিবিরে বোমা বর্ষণ করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। যদিও হতাহতের সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করেছে হামাস। ইজরায়েলের দাবি, শরণার্থী শিবিরে ঘাঁটি গেড়ে হামলার ছক কষছিল প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিরা। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ইস্তানবুল, ৮ নভেম্বর : গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংগঠিত করার অভিযোগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে তুরস্ক সরকার। নেতানিয়াহু ছাড়াও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রী বেন গভির, সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আইয়াল জামির সহ ইজরায়েলের মোট ৩৬ জন মন্ত্রী, আধিকারিক ও সেনা কর্তার বিরুদ্ধে।

বন্দে ভারতে সংঘের গান

ক্ষুব্ধ বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৮ নভেম্বর : কেরলে ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই শাসক সিপিএমের সঙ্গে আরএসএসের বিরোধ বাড়ছে। এবার সেই সংঘাতের আগুন ঘি ঢেলেছে এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে আরএসএসের গান গাওয়ানোর ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এই ঘটনায় আরএসএসের পাশাপাশি দক্ষিণ রেলেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আরএসএসের গান গাইয়ে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করছে রেল।

তিনি বলেন, 'এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনে দক্ষিণ রেল যেভাবে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে আরএসএসের গণ-গীত গাইয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।' মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, 'আরএসএস যারা লাগাতার অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায় ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করে তাদের গান সরকারি অনুষ্ঠানের অংশ করে সাংবিধানিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।' সংঘের গানকে দেশভক্তির গান বলে যেভাবে দক্ষিণ রেল প্রচার করেছে তারও সমালোচনা করেন তিনি। অন্যদিকে সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাস ওই গান গাওয়ার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন। সেই সঙ্গে দক্ষিণ রেলকেও নিশানা করেন তিনি।

পৃথিবীর পাঠশালা

চাঁদের জল, রহস্য এখনও

বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের মেরু অঞ্চলের স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত স্থানগুলোতে বরফ আকারে জল থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সেই জলের সঠিক অবস্থান ও পরিমাণ সম্পর্কে এখনও কোনও নির্ভরযোগ্য মানচিত্র তৈরি হয়নি। গবেষকরা তিনটি বিষয়ে জোর দিচ্ছেন : বরফের অবস্থান আরও নির্ভুলভাবে খুঁজে বের করা, মাটির নীচে এটি কীভাবে স্তরে স্তরে আছে তা বোঝা, এবং এর উৎস নির্ণয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা। একাধিক দেশ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অভিযান করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই জলের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি মানব মিশন সম্ভব হবে না। চাঁদের জল নিয়ে রহস্য এখনও কাটেনি, দরকার আরও পরিষ্কার তথ্য।

পৃথিবী এখন লাল সংকেতে

গবেষকরা বলছেন, ২০২৪ সালটি সম্ভবত গত ১ লক্ষ ২৫ হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতম বছর ছিল। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গ্রহের স্বাস্থ্যের ৩৪টি পরিমাপযোগ্য সূচকের মধ্যে ২২টিতে রেকর্ড চরম মাত্রা ছুঁয়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা, সমুদ্রের উষ্ণতা, সমুদ্রের বরফ হ্রাস এবং বন উজাড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখন 'বিপদসংকেত' দিচ্ছে। তাঁরা সতর্ক করেছেন যে, পৃথিবী এখন 'বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়ের' দোরগোড়ায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব এখন এমন স্তরে পৌঁছেছে যা লক্ষ লক্ষ বছরেও দেখা যায়নি। এই অবস্থা চলতে থাকলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

অটো নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ

লুফথানসার প্রাক্তন কর্মকর্তা গুন্থার হল্টর্ফ তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৮৮ সালে এক অদ্ভুত যাত্রা শুরু করেন। তিনি একটি মার্সেডিজ গাড়ি কেনেন, যার নাম দেন 'অটো'। এরপর তিনি ভ্রমণসঙ্গীর খোঁজে বিজ্ঞাপন দেন এবং ক্রিস্টিন নামের একজনকে খুঁজে পান। তাঁরা গাড়ির পিছনের সিট খুলে ঘুমানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁরা কম খরচে জীবনযাপন করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে টাকা জোগাড় করেন। ২৬ বছরে তাঁরা ২১৪টি দেশ ঘোরেন এবং প্রায় ৯ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন! ক্রিস্টিনের মৃত্যুর পরও গুন্থার যাত্রা শেষ করেন এবং সেই 'অটো' এখন মার্সেডিজ-বেঞ্জ মিউজিয়ামে বিশ্বের সর্বাধিক ভ্রমণকারী গাড়ি হিসাবে রাখা আছে।

শিম্পাঞ্জিরাও চালাক

বিজ্ঞানীরা বলছেন, শিম্পাঞ্জিরাও মানুষের মতো করে ভাবতে পারে! গবেষকরা দেখেছেন, শিম্পাঞ্জিরা তাদের প্রথম অনুমান আঁকড়ে ধরে না থেকে, যদি শক্তিশালী প্রমাণ পায়, তবে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। উগান্ডার একটি অভয়ারণ্যে পরীক্ষা চালানো হয়। শিম্পাঞ্জিদের বাক্সে লুকিয়ে রাখা খাবার বেছে নিতে বলা হয়। যখন তাদের কাছে পরে আরও পরিষ্কার সূত্র তুলে ধরা হয়, তখন অনেকেই তাদের পছন্দ বদলে ফেলে। এই আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, যুক্তিসংগত কারণ বোঝার ক্ষমতা মানুষের মতো প্রাইমেটদের মধ্যেও রয়েছে। তারা শুধু তাৎক্ষণিক সংকেতে সাড়া দেয় না, বরং প্রমাণের গুরুত্ব বিচার করে।

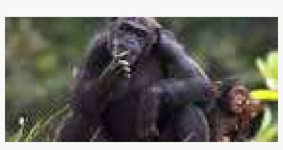

অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : গাছের নীচে শুয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি। কিছুক্ষণ বাদে তাঁকে ডেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এমন ঘটনায় শনিবার সকালে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি শহরের মহাকালপল্লি এলাকায়। মৃত ব্যক্তি কুলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মৃতের নাম জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে, বলেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী রবি ছেত্রী বলেন, 'সকাল ১১টা নাগাদ ওই ব্যক্তি মহাকালপল্লিতে মহানন্দা নদী সংলগ্ন এলাকায় আসেন। তিনি রিকশা চালাতেন। আমি তাঁকে আগে থেকেই চিনি। এসে গাছের নীচে বসেন। এরপর ঘুমোবেন বলে গাছের নীচে শুয়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর হাত-পা হলুদ হয়ে যায়। ডেকেও কোনও সাড়া না পাওয়ায় আশপাশে থাকা সকলে ভয় পেয়ে যান। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।' পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অনুপ্রবেশ কবুল

প্রথম পাতার পর

তিনি এসে প্রথমে এলাকার এক বাসিন্দাকে মা হিসেবে 'সম্পর্ক' তৈরি করে শিলিগুড়িতে ভোটার কার্ড তৈরি করেন। এরপর একে একে পরিবারের সকলকে এদেশে নিয়ে আসেন। এদেশে আসার পর দীর্ঘদিন ধরেই বাকিদের ভোটার কার্ড তৈরির চেষ্টা চলছিল বলে দাবি। কিন্তু একাধিকবার চেষ্টা করেও তা হয়নি। শেষে ২০১৭ সালে শীলার ভোটার কার্ড তৈরি হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। এরপর একে একে পরিবারের বাকিদের পরিচয়পত্র তৈরি হয়। তাঁর পরিবারের স্বামী ছাড়াও দুই ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেদের স্ত্রীরা রয়েছেন। তিন মেয়েরই ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিয়ে হয়েছে।

পাশেই শীলার ভাশুর এবং তাঁর পরিবার রয়েছে। ওই পরিবারেও সদস্য সংখ্যা আট। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। শীলা সেই বিষয়টিও অকপটে স্বীকারও করছেন। কিন্তু কেন এই দেশে এসেছেন? এই প্রসঙ্গে শীলার দাবি, 'ওপারে অনেক অত্যাচার হত। তাই বাধ্য হয়ে এদেশে চলে এসেছি।' কী ধরনের অত্যাচার হত? শীলা জানান, বাড়ির সামনেই গো-হত্যা করা হত। বিশেষ করে হিন্দু এলাকা বেছে বেছে গো-হত্যা করা হত। এমন জায়গায় করা হত যেখান দিয়ে হিন্দুরা হাঁটাচলা করতেন। হিন্দুদের কেউ সেই রাস্তায় গেলেই হিন্দু সমাজ থেকে তাঁকে বয়কট করা হত বলে অভিযোগ।

এদিকে ভারতে এসআইআর শুরু হতেই এই পরিবারগুলি আতঙ্কে পড়েছে। তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে নাকি বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে তা নিয়ে এদিন ওই পরিবারের সদস্যারা বারবার বিজেপি নেতাদের কাছে জানতে চাইছিলেন। দল তাঁদের পাশে রয়েছে বলে বিজেপি নেতারা তাঁদের আশ্বস্ত করেন। আশিঘর, হাতিয়াডাঙ্গা, ফুলবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাতেও এই ধরনের একাধিক পরিবার রয়েছে। প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে ভারতে এসে আর বাংলাদেশে ফেরত যায়নি।

সান ফ্রান্সিসকোতে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সৈকত

বাঙালির স্বপ্ন আমেরিকায়

সান ফ্রান্সিসকো, ৮ নভেম্বর : আমেরিকার রাজনীতির গা থেকে এখনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানির 'গন্ধ' যায়নি। তার মধ্যেই এবার সেদেশের রাজনীতিতে এক বাঙালির উত্থানের গল্প সামনে আসছে। সিলিকন ভ্যালির জৌলুস ছেড়ে মার্কিন কংগ্রেসে পা রাখার স্বপ্ন দেখছেন সৈকত চক্রবর্তী। টেক্সাসে জন্ম হলেও, তাঁর শিকড় কিন্তু গাঁথা রয়েছে বাঙালিয়ানায়। ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট মহলে। সান ফ্রান্সিসকোর মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিকভাবে ডেমোক্র্যাট-দুর্গ আসন থেকে তাঁর প্রার্থী হওয়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা। আর এই দৌড়ে সৈকতের প্রধান শক্তি তাঁর স্পষ্টবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং ঐতিহ্যবাহী বাঙালি চেতনা।

এক সপ্তাহ আগেই নিউ ইয়র্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক জয় প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটদের মনে নতুন করে আশা জাগিয়েছে। সৈকতের জন্য সেই আশা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আসনটি ধরে রেখেছিলেন প্রভাবশালী নেত্রী ন্যান্সি পেলোসি। সম্প্রতি তিনি অবসর ঘোষণা করেছেন। পেলোসির ছেড়ে যাওয়া আসনের দখল নিতেই ময়দানে নেমেছেন ৩৯ বছর বয়সি সৈকত।

সৈকতের জন্ম টেক্সাসের এক বাঙালি পরিবারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় হয়েছেন। পড়াশোনা করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রি রয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোতে একটি টেক স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিখ্যাত আর্থিক পরিষেবা সংস্থা স্ট্রাইপেও কাজ করেছেন। রাজনীতির আঙিনায় তাঁর প্রবেশ ২০১৫ সালে। যুক্ত হন প্রবীণ ডেমোক্র্যাট নেতা বার্নি স্যান্ডার্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনি প্রচারে। সেক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপনে তাঁর দক্ষতা ছিল নজরকাড়া। স্যান্ডার্স সফল না হলেও, সৈকত তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে যান। এরপর তিনি 'জাস্টিস ডেমোক্র্যাটস' নামে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল তরুণ ও নতুন প্রগতিশীল প্রার্থীদের কংগ্রেসে নিয়ে আসা।

২০১৮ সালে সৈকতের নাম রাজনীতির জাতীয় স্তরে উঠে আসে। নিউ ইয়র্ক আসনে আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ-এর সফল নির্বাচনি প্রচারের তিনিই ছিলেন মূল কান্ডারি। এই জয় তাঁকে প্রগতিশীল মহলে 'পরিবর্তনের মুখ' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

তাঁর বর্তমান লক্ষ্য, ডেমোক্র্যাট পার্টির চিরাচরিত ভাবমূর্তিতে আমূল পরিবর্তন আনা। সৈকত সরাসরি সম্পত্তি কর বসানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন। সাফ জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তিনি নিজেও কর দিতে প্রস্তুত।

বর্তমানে মার্কিন কংগ্রেসে পাঁচজন ভারতীয়-আমেরিকান সদস্য রয়েছেন। আগামী বছর জুনের মধ্যে জানা যাবে, সৈকত ষষ্ঠ ভারতীয়-আমেরিকান, তথা এক বাঙালি-আমেরিকান হিসাবে ইতিহাস তৈরি করতে পারবেন কি না।

নতুন স্বপ্ন।। *সৈকত চক্রবর্তী ও ডেমোক্র্যাট নেত্রী আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজ।*

নাবালিকার দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৮ নভেম্বর : শনিবার চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তাখাল থেকে এক নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। চোপড়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা তার দিদির সঙ্গে শুক্রবার রাতে নতুনহাটে রাস উৎসব ও বাৎসরিক কালীপুজো উপলক্ষ্যে রাতে মেলায় গান শুনতে গিয়েছিল। মেলায় ওই নাবালিকা ফুচকা খেতে গেলে তার দিদি তাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে না পাওয়ায় দুই বোনের মধ্যে খানিক মনোমালিন্য হয় বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার ভোররাতে বাড়ি ফেরার পথে ওই নাবালিকা তিস্তাখালে ঝাঁপ দেয় বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয়রা ওই নাবালিকাকে খোঁজার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। দুপুরে রায়গঞ্জ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এসে উদ্ধারকাজে নামে। ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ না করা হলেও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সীমান্ত সিল

কিশনগঞ্জ, ৮ নভেম্বর : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে শনিবার বিকেল থেকে কিশনগঞ্জের গলগলিয়া ভদ্রপুর ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্ত ৭২ ঘণ্টার জন্য সিল করা হয়েছে। আগামী ১১ নভেম্বর, মঙ্গলবার জেলার চারটি বিধানসভা আসনে নির্বাচন। অন্যদিকে এদিন নেপাল আর্মড ফোর্স, বিহার পুলিশ ও এসএসবি সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ বৈঠক করে।

এই ৭২ ঘণ্টায় কোনও ধরনের যানবাহন এই সীমান্ত দিয়ে চলাচল করতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। তবে বৈধ নথিপত্র দেখিয়ে দু'দেশের মানুষ যাতায়াত করতে পারবেন বলে খবর।

মাছ শিকার... *জাতীয় প্রাণীবিদ্যা উদ্যানের পুকুরে দুই পেলিকান। শনিবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই*

গ্রেপ্তার প্রশান্ত ঘনিষ্ঠ

প্রথম পাতার পর

বারবার বলে এসেছেন, নিউটাউনে তাঁর কোনও বাড়ি নেই। তাঁর কোনও বাড়ি থেকে সোনা চুরি হয়নি।

সেই অবস্থান থেকে অনেকটা ঘুরে গিয়ে শনিবার নিজের দপ্তরে বসে নিউটাউনের বাড়ির প্রসঙ্গে প্রশান্ত বলেন, 'আমি ওখানে ভাড়া থাকি।' দুজন গ্রেপ্তার হলেও অপহরণ ও খুনের ওই ঘটনায় মূল অভিযোগকারী তথা নিহতের আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা শনিবার বলেন, 'পুলিশ যে দুজনকে ধরেছে, তাঁরা হয়তো ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। কিন্তু যাঁর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, বিডিও পরিচয় দেওয়া সেই ব্যক্তিকে এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করল না।'

বিধাননগরের ডেপুটি কমিশনার (সদর) অনীশ সরকারকে এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েকদিনের মতো তিনি শনিবারও কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'তদন্ত চলছে। সময়মতো যা বলার জানানো হবে।' নিউটাউনের যে বাড়িতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেই পুলিশ ধৃত রাজু ও তুফানকে শনাক্ত করে।

তারপর তাঁদের শনিবার কলকাতার বেলেঘাটা পুলিশ গ্রেপ্তার করে ঘটনার ১২ দিন পর। শিলিগুড়িতেও বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে। কয়েকদিন ধরে ওই থানার একটি দল শিলিগুড়িতে আছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে স্বরাষ্ট্র (প্রশাসনিক ও কর্মীবর্গ) দপ্তরে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে।

অভিযুক্ত বিডিও স্বীকার করেন, বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। প্রশান্তর কথায়, 'একদিন যোগাযোগ করেছিল। আমি সবসময় সহযোগিতা করার জন্য তৈরি আছি।' শনিবার সন্ধ্যায় তিনি রাজগঞ্জের বিডিও অফিসে আসেন। সারাদিন ছিলেন না। এব্যাপারে তাঁর সাফাই, 'আজ শনিবার ছুটির দিন হলেও এসআইআর চলছে বলে সকালে অফিসে এসে ফিল্ডে গিয়েছিলাম। বিএলও'রা কাজ করছেন। তাই আমি ছুটির দিনেও অফিসে রয়েছি। নির্বাচনের কাজ এবং জনগণের কাজ করতেই হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া যাবে না।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল বলে ময়নাতদন্তে উল্লেখ রয়েছে। ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে নবান্নও। বিষয়টি নিয়ে তদন্তের প্রতিদিনের অগ্রগতির রিপোর্ট জানাতে বলা হয়েছে। কিন্তু গত কয়েকদিনের মতো শনিবারও রাজগঞ্জের বিডিও অভিযোগ করেন, 'এটা ষড়যন্ত্র। আমাকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত চলছে। আমি রাজবংশী সম্প্রদায়ের একমাত্র যুবক যিনি ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। আমার মৃত্যু পর্যন্ত এই চক্রান্ত চলবে।'

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ৮ নভেম্বর : শনিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে একটি চারচাকা গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ধৃত সমীর বর্মন, সুশান্ত বর্মন সিতাইয়ের বাসিন্দা ও গাড়ির চালক বিদ্যুৎ বর্মন দিনহাটার বাসিন্দা। তাঁদের গাড়ি থেকে মোট ৬টি প্যাকেটে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ঘটনাস্থলে সার্কেল ইনস্পেক্টর (নকশালবাড়ি) সৈকত ভদ্র, ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ, বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি প্রীতম লামার উপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত গাঁজা ওজন করা হয়। প্রায় ৬১ কেজি গাঁজা কোচবিহার থেকে মালদায় পাচার করা হচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই পাচারচক্রে আরও কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটি শনিবার পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাল। নয় বছর আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কালো টাকা ফেরত নিয়ে আসার কথা বলে নোটবন্দি করেছিল। কিন্তু কালো টাকা তো আসেনি, উলটে দেশের অর্থনীতি বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এদিন শিলিগুড়ির হাসমি চকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করা হয়। দলের জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৮ নভেম্বর : শনিবার কিশনগঞ্জের খাগড়ার দেবঘাটের রমজান নদীতে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ ভেসে ওঠে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

অপরদিকে, এদিন কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের সুখানি থানায় কর্মরত সাব-ইনস্পেক্টর বিজয় পাসোয়ান (৫০) হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সহকর্মীরা তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ধৃত বাবা

প্রথম পাতার পর

ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন।

স্বামী কীভাবে অত্যাচার করেন? চোখে জল নিয়ে ওই মহিলা বলে চলেন, 'সামাজিক মতে ২০০৪ সালে আমার বিয়ে হয়। পরের বছরই বড় মেয়ের জন্ম হয়। স্বামী তার আগে পর্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেও এরপরই সটান বদলে যান। পুত্রসন্তান না হওয়ার কারণে আমার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করেন।' প্রকাশ্যেও তাঁকে অপমান করা শুরু হয় বলে ওই মহিলার দাবি। সময় গড়ানোর পাশাপাশি স্বামীর অত্যাচারের সীমাও বাড়তে থাকে। ওই মহিলা বলে চলেন, 'প্রথম কন্যাসন্তানের জন্মের পর তিনবার আমার মিসক্যারেজ হয়। শেষমেশ ২০১৩ সালে ফের কন্যাসন্তানের জন্ম দিই।' তারপর অত্যাচারও আরও বেড়ে যায়। মহিলা বলছিলেন, 'আমাদের ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা তিনজনে কী করছি না করছি সে বিষয়ে নজরদারি চালাতে স্বামী সিসিটিভিতে ফ্ল্যাট মুড়ে ফেলেন।'

স্বামীর মন পেতে বহু চেষ্টা করলেও তা কোনও কাজেই দেয়নি বলে ওই মহিলার দাবি। তবে তাঁর স্বস্তি, 'কোনওভাবে স্বামীর চালানো অত্যাচার যদি রেকর্ড করা যায় সেজন্য বড় মেয়েকে মাঝেমধ্যেই বলতাম। তা শুনে ছোট মেয়ে যে এমন একটা কাজ করে ফেলবে তা কোনওদিন ভাবিনি।' প্রতিবেশীরা ধৃত ব্যক্তির কড়া শাস্তির দাবি করেছেন।

দল গড়বেন হুমায়ুন

বহরমপুর, ৮ নভেম্বর : আগেই ইঙ্গিত মিলছিল। অবশেষে শনিবার সেই ইঙ্গিতেই সবুজ সংকেত দিলেন মুর্শিদাবাদের দাপুটে রাজনীতিবিদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর শক্তিপুরের বাড়ি থেকে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলেন তিনি। দলের প্রতি তাঁর বেড়ে ওঠা ক্ষোভও চেপে রাখলেন না।

আগামী ২২ ডিসেম্বর, বহরমপুরে প্রকাশ্য জনসভা করে তাঁর নতুন দলের ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিনে স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে হুমায়ুন স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি নতুন দল গড়ছি। আমি সেই দলের চেয়ারম্যান হব। ডিসেম্বরের ২২ তারিখ বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে ৫০ হাজার মানুষের সামনে নতুন দলের ঘোষণা করব। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার ছাড়াও হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া থেকেও বহু কর্মী ও নেতারা ওই জনসভায় যোগ দেবেন।'

আজ পাহাড়ে সর্বদল বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : পাহাড় ইশ্যুতে রবিবার দার্জিলিংয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। পাহাড় সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। সেই মধ্যস্থতাকারী পাহাড়ে এলে যাতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এক বক্তব্য তুলে ধরে সেটা নিশ্চিত করতেই বিমলের এই বৈঠক। তবে, অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট এই বৈঠকে যোগ দেবে না বলে শনিবারই ঘোষণা করেছে।

পাহাড় সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে গত মাসেই কেন্দ্র প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি পাহাড় পরিস্থিতি বুঝতে এখানে আসবেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলবেন এটাই স্বাভাবিক। আর তাই আগেভাগেই প্রস্তুতি সেরে রাখছে রাজনৈতিক দলগুলি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ইতিমধ্যেই বিজেপির জোটসঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক সেরেছেন। রবিবার সর্বদল বৈঠক ডেকে বিমল পাহাড়ের প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই চিঠি পাঠিয়েছেন। এই বৈঠকে কয়টি রাজনৈতিক দল যোগ দেয় সেটাই এখন দেখার।

স্বর্ণালী সন্ধ্যায়

প্রথম পাতার পর

নিয়ে বলতে গিয়ে জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা। সৌরভ বলে দিলেন, 'রিচাকে আগামীদিনে ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই।'

চওড়া হাসি নিয়ে রিচা শুনছিলেন সব। সামান্য সময় পরই সোনার ব্যাট-বলে রিচাকে বরণ করে নিল সিএবি। তাঁর হাতে সোনার ব্যাট-বলের পাশে সিএবির তরফে ৩৪ লক্ষ টাকার চেকও তুলে দেওয়া হল। পরে রাজ্য সরকারের তরফে আজই রিচাকে পুলিশে চাকরি দেওয়ার সরকারি ঘোষণাও হয়ে গেল। ডিএসপি পদে চাকরি পেলেন বাংলার বিশ্বজয়ী। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বঙ্গভূষণ সম্মানও দেওয়া হল রিচাকে। সঙ্গে সোনার চেনও পেলেন বিশ্বজয়ী। সিএবি সভাপতির তরফে রিচাকে স্মারক পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হল ক্রিস্টালেন ঘোড়া। ক্রিকেটের নন্দনকাননে উপহারের বন্যায় ভেসে যাওয়ার সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় স্বাভাবিকভাবেই আবেগে ভাসলেন রিচাও। বলে দিলেন, 'আমি কৃতজ্ঞ সবার কাছেই। এমন অভিজ্ঞতা অতীতে কখনও হয়নি। যে সম্মান পেলাম, কখনও ভুলব না। চেষ্টা করব আগামীদিনে দেশকে আরও সাফল্য এনে দিতে।'

রিচা দেশকে আগামীদিনে আরও কত সাফল্য এনে দেবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ সন্ধ্যার ইডেন দেখল রিচা ম্যাজিক। সিএবি ক্লাব হাউসজুড়ে হাজির ছিলেন প্রচুর মহিলা ক্রিকেটার। যাঁরা আগামীদিনে সবাই রিচা হতে চান। রিচাকে মঞ্চে পেয়ে রিচাদি রিচাদি ধ্বনিও উঠল। রিচা বরণের উৎসবের আবহে মজে সৌরভ বলছিলেন, 'রিচা আরও এগিয়ে যাক। আগামীদিনে আরও সাফল্য আনুক। সিএবি'র তরফে আমরা যাবতীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে দেব।' শনি সন্ধ্যায় রিচা আবেগে ভেসেছেন ঝুলনও। ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বলছিলেন, '২০১৩ সালে সিএবি-কে বলেছিলাম, জেলা থেকে প্রতিভা তুলে আনতে চাই। সেই বছরই চালু হয়েছিল সিএবি'র জেলা স্তরে প্রতিভা অন্বেষণের কাজ। সেখানেই রিচাকে প্রথম দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, মেয়েটার মধ্যে বিশেষ কিছু রয়েছে। আমি যে ভুল ছিলাম না, আজ প্রমাণিত।'

অনেককেই চমকে দিয়েছেন রিচা। অনেকের অনুপ্রেরণাও হয়ে উঠেছেন তিনি। এবার রিচার আরও এগিয়ে চলার পালা। যার ভিতটা সিএবিই তৈরি করে দিল মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মহিলা ক্রিকেটের আগামীর স্লোগান হিসেবে মমতা সুর বেঁধে বলে দিলেন, 'লড়তে হবে, করতে হবে, খেলতে হবে, জিততে হবে।'

খুনের নেপথ্যে সোনার কালো কারবার

প্রথম পাতার পর

যা হাতছাড়া হওয়ায় কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল চক্রের কারবারিরা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, চোরের ওপর বাটপাড়ি করত কালো কারবারিরা। নানা কায়দায় পাচারকারীদের কাছ থেকেই সোনা লুট করত তারা। তদন্তকারীরা মনে করছেন, সোনা চক্রের সঙ্গে একাধিক প্রভাবশালী মাথা জড়িত এবং তাদের সঙ্গে স্বপনের পূর্ব পরিচয় ছিল। স্বপনের সূত্র ধরেই আরও দুজন ছোট স্বর্ণ ব্যবসায়ীর খোঁজ শুরু হয়েছে, যারা চক্রের হয়ে সোনা গলানো এবং বিভিন্ন গোপন ঠিকানায় সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত।

একটি নয়, খুনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিউটাউনের দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলেই জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। সেই ফ্ল্যাটের একটি প্রভাবশালী আমলার, অন্যটি তৃণমূল নেতার। কলকাতা থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গে অনেক আগেই জুটি বেঁধেছিলেন ওই আমলা এবং নেতা। যাকে বলা যেতে পারে রাজযোটক। গোয়ান্দারা বলছেন, এর আগেও একের পর এক অপকর্ম করেছে ওই সিন্ডিকেট। প্রশাসনিক ক্ষমতার ছাতার তলায় গড়ে ওঠা ভয়ংকর ওই নেটওয়ার্কের মাথায় রয়েছে কলকাতা ও দিল্লির একাধিক অদৃশ্য হাত। তাই বুঝেশুনে পা ফেলতে চাইছেন গোয়ান্দারা।

খুনের নেপথ্যে কয়েক কোটি টাকার সোনা গায়েবের গন্ধ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। সেই গন্ধ শুঁকেই নিউটাউন থেকে দিনতিনেক আগেই কোচবিহারে পৌঁছেছে গোয়েন্দারের বিশেষ দল। কালো কারবারের অন্যতম শাগরেদ তৃণমূল নেতার গাড়ির চালককে পাকড়াও করতে চাইছেন তাঁরা। ওই চালকের বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি এলাকায়। তিনদিনে বারছয়েক হানা দিয়েও তাকে ধরতে পারেননি গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ছেলের খোঁজ পেতে শনিবার চালকের বাবাকে আটক করেছেন তাঁরা। বিপদ বুঝে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন চালকের মা। যদিও এখন পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে চালকের বাবাকে আটক বা গ্রেপ্তার কিছুই দেখানো হয়নি। এমনই চুপিসারে গোয়েন্দা দল কাজ সেরেছেন যে, চালকের প্রতিবেশীরা ঘুণাক্ষরেও তা টের পাননি। গোয়েন্দারা মনে করছেন ওই চালকই সোনার কালো কারবারের প্রাণভোমরা। তাকে বাগে পেলেই অসল রহস্য ভেদ হবে।

প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বাড়িও পুণ্ডিবাড়ি এলাকাতেই। ব্লকে শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও আছেন তিনি। গোয়েন্দাদের নজর পড়েছে নেতার ভাইদের ওপরেও। নেতার গুণধর দুই ভাইয়ের নামে আগেই নানা অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। সোনা কারবারে সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিপদ আঁচ করে অবশ্য ইতিমধ্যেই গা-ঢাকা দিয়েছে দুজনেই। নেতাও দিনদুয়েক হল নিজেকে আবডালেই রেখেছেন।

তদন্তকারীরা প্রভাবশালী আমলার অপরাধের বেশকিছু ইতিহাসের নথিও জোগাড় করে ফেলেছেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভোরের আলো থানায় আমলার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের নথি মিলেছে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার জাতীয় সড়কে এক বস্ত্র ব্যবসায়ীকে মারধর করে লুটের ঘটনাতেও আমলার যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। আমলার এলাকাভিত্তিক নিজস্ব গুন্ডাবাহিনীরও খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। কোন এলাকায় কারা ওই আমলার হয়ে কাজ করত তার তালিকাও তৈরি শুরু হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আলিপুরদুয়ারের কাছে অসমগামী জাতীয় সড়কে পাচারের সোনা লুটের একটি খবরও গোয়েন্দাদের কানে এসেছে। যদিও সেটা সত্যি না মিথ্যা সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি তাঁরা।

বিভিন্ন সময় অপরাধচক্রের ব্যবহৃত মোট পাঁচটি মোটরবাইক এবং চারটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের হেপাজতে নিতে তৎপর হয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই গাড়িগুলোর খোঁজ শুরু হয়েছে। দুটি বাইক এবং একটি গাড়ি শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকায়, অন্য একটি গাড়ি পুণ্ডিবাড়ির পরেশ কর চৌপথি এলাকায় দেখা গিয়েছে। আমলা ও নেতার অন্ধকার জগতে আলো ফেলতে শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। ওপরমহলের চাপে মাঝপথে তদন্ত বন্ধ না হলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে দুজনেই মহাবিপাকে পড়তে পারেন বলেই মনে করছেন পুলিশের মাঝারি কর্তারা।

কেন এত বিদ্বেষ, মুখোমুখি ভারত বনাম বাংলাদেশ

শিলিগুড়ি কলেজে টক্কর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয় হজম হয়নি বাংলাদেশের। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিচা ঘোষদের নিয়ে সেদেশের নেটিজেনরা তির্যক ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেই চলেছেন। শনিবার এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন বাংলাদেশের বীরগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মাসুদুল হক। তাঁকে সামনে পেয়ে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ প্রশ্ন ছুড়ে দেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের নবীন প্রজন্মের ভারতের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? এই বিদ্বেষ তো আগে ছিল না।' ডঃ হক শনিবার শিলিগুড়ি কলেজে এক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে এসেছিলেন। প্রশ্ন শুনে তিনি একটু থমকালেও কোনও রাখঢাক না করেই বলেন, 'মৌলবাদ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রাস করছে। এর প্রভাবেই নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভারত বিদ্বেষী মানসিকতার বীজ রোপণ হচ্ছে।' তবে বাংলাদেশের নাগরিকরা মৌলবাদী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলেই তিনি দাবি করেন।

দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের কবিতা পাঠ ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে এদিন কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ হক। গত বছরের বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের আগেও শিল্প, সাহিত্য, নাটক চর্চার দিক থেকে দুই বাংলার মধ্যে অনেক ভাবনার আদানপ্রদান হত। শিল্পীদের দুই দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু ওপার বাংলায় অভ্যুত্থানের পর থেকে যেভাবে মৌলবাদীরা ভারত বিদ্বেষী মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলেছে, তা দুই বাংলার সম্পর্কে তিক্ততা নিয়ে এসেছে বলে ডঃ হক স্বীকার করেন।

এদিন সভার শুরুতে ভাষণ দিতে উঠে বাংলাদেশের বর্তমান ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'ভারতের থেকেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ভারত সব সময় প্রতিবেশী হিসাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু সর্বশেষ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয় নিয়েও বাংলাদেশের নাগরিকরা কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। শুরুটা সেদেশ থেকেই হচ্ছে।'

কেবল সুজিত ঘোষ নন, বাংলাদেশের বর্তমান ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের ফলে যে দুই দেশের শিল্প-সাহিত্যে প্রভাব পড়ছে তাতে উপস্থিত শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা সকলেই সহমত প্রকাশ করেন। বিষয়টি নিয়ে ডঃ মাসুদুল হক বলেন, 'ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে এক শ্রেণির মানুষ ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। মৌলবাদীরা তরুণ সমাজকে টার্গেট করছে। তরুণ সমাজের মধ্যে মৌলবাদী মনোভাব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য খারাপ। কিন্তু নিশ্চিতভাবে দেশের নতুন প্রজন্ম সত্যিটা বুঝতে পারবে।' বাংলাদেশের হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সেই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জমানায় ভারত বিরোধী মনোভাব বারবার প্রকাশ পেয়েছে। ওই অধ্যক্ষের কথায়, 'দুই দেশের শিল্প, সাহিত্য নিয়ে কাজ করার পরিসর রাজনৈতিক কারণে কমেছে। তবে তা অবশ্যই ভালো করা প্রয়োজন।'

শনিবার শিলিগুড়ি কলেজে আলোচনাচক্রে উপস্থিত প্রতিনিধিরা। -সংবাদচিত্র

এদেশের প্রশ্ন

- বাংলাদেশের নবীন প্রজন্মের ভারতের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন
- মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য কেন
- এক বছর আগেও যে বিদ্বেষ ছিল না এখন তা বাড়ছে কেন

ওদেশের সাফাই

- এই মনোভাব ছড়িয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা চলছে
- মৌলবাদীরা এজন্য তরুণ সমাজকে টার্গেট করছে
- মৌলবাদী মনোভাব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে
- নিশ্চিতভাবে দেশের নতুন প্রজন্ম সত্যিটা বুঝতে পারবে

সাতসকালে সোনার গয়না নিয়ে উধাও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : সোনার গয়না নিয়ে ফের উধাও দুষ্কৃতী। এবার ঘটনাস্থল গুরুংবস্তি। প্রতারণার শিকার হয়েছেন প্রমীলা দেবী। এদিন ভোরে পুজোর জন্য ফুল কিনতে বেরিয়ে তিনি দুই দুষ্কৃতীর মুখোমুখি হন। তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, 'ভগবানের নাম করে প্রথমে এক দুষ্কৃতী আমার রাস্তা আটকায়। বলতে থাকে, বড় বিপদ আপনার ছোট ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে। সোনা শোধন করা প্রয়োজন। এরপর গলা ও কানের সোনা তাদের হাতে দিলে বেলপাতা দিয়ে পুজো করার পর তিন পা সামনের দিকে এগোতে বলে।' তিনি কান্নাভেজা গলায় বলেন, 'সামনের দিকে এগোনোর পর পেছনে ফিরতেই দেখি, ওই দুই ব্যক্তি নেই।' কান্না শুনে এলাকার মানুষ চলে আসেন।

খবর পেয়ে আসে প্রধাননগর থানার পুলিশও। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ওই দলে আসলে চারজন রয়েছে। বাকি দুই দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলা সামনের দিকে তিন পা এগোতেই দুই দুষ্কৃতী অপেক্ষারত দুই দুষ্কৃতীর বাইকে উঠে পালিয়ে যায়।

গত এক মাসে শহরে এনিয়ে চারটি কেপমারির ঘটনা সামনে এসেছে। এর আগে জলপাই মোড়, বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ড ও মহাবীরস্থানে কেপমারির ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুজন করে দুষ্কৃতী এসে বিভিন্নভাবে কথায় জড়িয়ে সোনার সামগ্রী নিয়ে উধাও হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রেই এখনও এই দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ মনে করছে, গুরুংবস্তির ঘটনার সঙ্গে আগের তিন জায়গায় কেপমারির ঘটনার মিল রয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'আমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছি। বেশ কিছু সূত্র পেয়েছি। অভিযুক্তদের খুব দ্রুতই পেয়ে যাব বলে আশা করছি।'

প্রমীলার বাড়ি গুরুংবস্তির রাম নারায়ণ মাঠ সংলগ্ন এলাকাতেই। তিনি বলেন, 'জুতো-মোজা ভালো জামা-প্যান্ট পরা এক দুষ্কৃতী প্রথমে আমার সামনে আসে। আমাকে প্রশ্ন করে কোথায় যাচ্ছি? আমি এড়িয়ে গিয়ে এগোনোর চেষ্টা করি। এরপর ভগবানের নাম নিয়ে ছোট ছেলের বড় বিপদ আসছে বলে জানাতেই আমি ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যাই।' প্রমীলা বলেন, 'তখনই আর এক দুষ্কৃতী চলে আসে। ওরা আমার হাতে পয়সাও দেয়। আমি যে কেন সোনার গয়না ওদের হাতে দিলাম বুঝতে পারছি না। কী যে আমার হয়ে গিয়েছিল তখন।' প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'আমাদের টিমের সদস্যরা ওই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষকেও একটু সচেতন থাকতে হবে। কেউ কিছু বললে শুনবেন না।'

প্রতারিত মহিলা। -সংবাদচিত্র

১৩টি নতুন ওভারহেড রিজার্ভার হচ্ছে

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : জলের সমস্যা মেটাতে নতুন ১৩টি ওভারহেড রিজার্ভার অর্থাৎ জলের ট্যাংক তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যে একটি ট্যাংক তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ইটালিয়ান মাঠে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া শহরের আরও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক তৈরির কাজ শুরু হবে। মূলত জলের সমস্যা সমাধানে পুরনিগমের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শহরে ১৫টি জলের ওভারহেড রিজার্ভার রয়েছে।

শহর শিলিগুড়িতে সাধারণ মানুষকে মাঝেমধ্যে জলের সমস্যায় ভুগতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে এই নতুন জলের ট্যাংকগুলি সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা বিশু ঘোষ বলেন, 'এখন তো অনেক সময়ই পানীয় জলের সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। আশা করছি নতুন এই ট্যাংকগুলি তৈরি হওয়ার পর সমস্যা কিছুটা কমবে।' একই মত জানান শিলিগুড়ির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার।

পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলেন, 'জলের সমস্যার সমাধান করতে আমরা একাধিক ব্যবস্থা নিচ্ছি। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নতুন জলের ট্যাংক তৈরি করা হবে।' শহরে জলের সমস্যা মেটাতে ৩১, ৪৩, ৪৪, ৪২, ১০, ৩২, ৩৪ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে ট্যাংক তৈরি করা হবে।

শহরের ওভারহেড রিজার্ভারগুলি সঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় কি না, এনিয়ে প্রশ্ন উঠলে পুরনিগমের দাবি, জলের গুণমান নিয়মিত ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। কোনও সমস্যা হলে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে রিজার্ভারগুলি পরিষ্কার করা হয়।

রাস্তা দখল করে ফের দোকান বসছে জংশনে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : দুর্গাপুজোর আগে জংশন বাসস্ট্যান্ড এলাকাকে দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম, জংশন ট্রাফিক গার্ড। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক নিজে উপস্থিত থেকে অবৈধভাবে রাস্তা দখল করে থাকা দোকানগুলিকে তুলে দিয়েছিলেন। কাউন্সিলার বলেছিলেন, জংশন এলাকা দখল হয়ে রয়েছে। এলাকাকে দখলমুক্ত করতে লাগাতার অভিযান চলবে। তবে তারপরই সেই অভিযানে দাড়ি পড়ে যায়। পরে আর কোনও অভিযান হয়নি। বরং যেসব দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছিল সেগুলি ফের পসরা সাজিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে।

অতীতেও একাধিকবার অবৈধ দখলদারি সরাতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছিল তবে দেখা যায় দু'-চারদিন পরই আবার রাস্তা দখল করে বসে যায় দোকানগুলো। প্রশাসনও টানা নজরদারি চালায় না।

এর আগে শিলিগুড়ি বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, টাউন ব্লক ১ আইএনটিটিইউসি, ওয়ার্ড কাউন্সিলার সকলেই বলেছিলেন এভাবে রাস্তা দখল করে দোকানগুলো থাকায় স্ট্যান্ডে বাস ঢুকতে-বের হতে সমস্যা হয়। পর্যটকদেরও চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। বলা হয়েছিল অভিযানগুলো লাগাতার চলবে এবং জংশন এলাকাকে দখলমুক্ত করা হবে।

তবে শুধু আশ্বাসই ছিল সার। পরবর্তীতে আর কোনও অভিযান হয়নি এবং যাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাঁরাও ফের একইভাবে বসে পড়েছেন রাস্তা দখল করে। উচ্ছেদের পরও ফের কেন বসলেন? জিজ্ঞেস করতে ব্যবসায়ীদের উত্তর 'আমরা তো আগেও বসতাম, এখন কিছু বলছে না আমাদের।'

জংশনে গাড়ি ধরতে এসে রাতুল বসু বলছিলেন, 'যেভাবে সবসময় রাস্তা দখল হয়ে থাকে তাতে তো জংশনে এসে চলাই দায়। সবসময় বাস, গাড়ি চলাচল করছে রাস্তা দিয়ে। ধার ঘেঁষে বা ফুটপাথ ধরে যে হাটতে যাব তাও সম্ভব নয়। এভাবে তো চলাই যায় না।'

বাস থেকে নেমে এদিক-ওদিক করে কোথায় একটু দাঁড়াবেন বুঝতে পারছিলেন না অশোক ঘোষ। বলছিলেন, 'একটু দাঁড়ানোর জায়গা নেই এখানে।'

এই বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি বলেন, 'অভিযান কিছুদিন বন্ধ ছিল তবে যারা রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছে তাদের বিরুদ্ধে আবার অভিযান চালানো হবে।'

জংশন এলাকায় ফুটপাথ আটকে গাড়ি এবং পণ্যসামগ্রী। -সঞ্জীব সূত্রধর

যথা পূর্বং

- পুজোর আগে অবৈধভাবে রাস্তা দখল করে থাকা দোকান তুলতে অভিযান চলে
- পুরনিগম ও পুলিশ যৌথভাবে দখলমুক্ত করার এই অভিযানে নামে
- তখনই বলা হয় এলাকাকে দখলমুক্ত করতে লাগাতার অভিযান চলবে
- এখন যেসব দোকান উচ্ছেদ হয়েছিল সেগুলি ফের পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করছে

দুর্গতদের সাহায্য করবেন রিচা

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে অতিবর্ষণজনিত দুর্যোগে দুর্গতদের জন্যে রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ডে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। শুক্রবার রিচার বাবা তাঁর এই ইচ্ছার কথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে জানিয়েছেন। সেইমতো গৌতম দেব তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের ওই ফান্ড সম্পর্কিত ব্যাংকের সমস্ত তথ্য রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষকে দিয়ে দিতে বলেছেন।

পুরনিগম থেকে তথ্য পেলেই রিচার পক্ষ থেকে ত্রাণ তহবিলে অনুদান দেওয়া হবে বলে মানবেন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আগেই এই বিষয়টি নিয়ে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু রিচা ছিল না বলে তখন তা সম্ভব হয়নি।' গত মাসের ৫ তারিখ উত্তরে আচমকা অতিবর্ষণে জলোচ্ছ্বাস ও ধসে প্রচুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাহাড়ে প্রচুর মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে এসে একটি তহবিল গঠন করেন। সেই তহবিলে তিনি রাজ্যবাসীকে অনুদান দেওয়ার আবেদন জানান। সেই তহবিলেই সদ্য বিশ্বকাপ জয়ী রিচা ঘোষ অনুদান দেবেন। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'রিচার বাবা আমাদের জানিয়েছেন, রাজ্যের ডিজাস্টার ফান্ডে রিচা অনুদান দিতে চান। আমরা সমস্ত তথ্য তাঁদের দিয়ে দেব।'

পথকুকুরদের নির্বীজকরণে উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ফের পথকুকুরদের নির্বীজকরণের কাজ শুরু করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সোমবার পুরনিগমের পশু হাসপাতালে একটি শিবিরে পথকুকুরদের নির্বীজকরণের কাজ করা হবে। ইতিমধ্যে পথকুকুরদের ধরার কাজ শুরু করেছে পুরনিগম। পুরনিগমের তরফে একটি দল ১৭, ১৮, ২০, ২৩, ৩১ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকায় ঘুরে ঘুরে পথকুকুরদের ধরছে। এবার প্রায় ১০০টি পথকুকুরকে নির্বীজকরণের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, পশুপ্রেমী সংস্থাগুলিকেও পথকুকুরদের ওই শিবিরে নিয়ে আসার জন্য পুরনিগমের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের বক্তব্য, 'আপাতত আমরা ১০০টি কুকুরকে নির্বীজকরণ করার লক্ষ্য নিয়েছি। ইতিমধ্যে পথকুকুরদের ধরার কাজ শুরু হয়েছে। এই পথকুকুরগুলিকে ধরে নিয়ে পুরনিগমের পশু হাসপাতালে রাখা হচ্ছে।' তিনি জানান, এগুলির নির্বীজকরণের পর ছেড়ে দেওয়া হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার সাধারণ মানুষ পথকুকুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। বাইক কিংবা সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় পথকুকুরগুলি ধাওয়া করে। এর জেরে দুর্ঘটনাও ঘটছে। আবার পথকুকুরদের শাবকগুলি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় গাড়ির নীচে চলে আসে। পথকুকুর কামড়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রতিদিন অন্তত ১০০ জনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও পথকুকুরদের অত্যাচারের বিষয়ে ফোন আসে। মেয়র বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। কোনও স্থায়ী

সেমিনার

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : ইংরেজি ও অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উইমেন স্টাডিজ'-এর সহযোগিতায় শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে দু'দিনের আন্তর্জাতিক সেমিনার শনিবার শেষ হয়। সেমিনারের আলোচনার বিষয় ছিল, 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড শিফটিং জেন্ডার রোলস অ্যান্ড নর্মস, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার'। উদ্বোধন করেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুব্রত দেবনাথ।

আজ শহরে

- অপ্টোপিক শিলিগুড়ির উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষম অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে কলকাতার শ্যামবাজার অন্যদেশ নাট্যসংস্থার প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা'।

স্বনির্ভরতায় নয়া উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : শুধু হস্তশিল্পের সামগ্রী বিক্রি করে খুব একটা আয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাই বিকল্প রোজগারের পথ দেখাতে তাঁদের এবার সবজি ও ফল চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দার্জিলিং জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। কীভাবে সামান্য জায়গার মধ্যে কম খরচে চাষ করে আয়ের মুখ দেখা যায়, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নজর রাখা হবে এই বিষয়টিতেও। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফামের সঙ্গে আলোচনা করেছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

শুধুই হস্তশিল্পে আটকে থাকতে চাইছে না পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। মহিলারা যাতে আরও বেশি রোজগার করতে পারেন, তার জন্য কী কী করা যেতে পারে, এই ভাবনা থেকেই চাষাবাদের উদ্যোগ। দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য রোজিনা পারভিন বলেন, 'আমি ব্যাগ ও সাবান তৈরি করি। তা বিক্রি করে সামান্য আয় হয়। তবে নতুন কিছু শেখালে হয়তো রোজগার অনেকটা বেশি হবে। কারণ বিক্রির ব্যবস্থা পুরোটাই দপ্তর করবে।' দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা চাই মহিলারা আরও বেশি রোজগার করুক। কোফাম এক্ষেত্রে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেবে।'

জলসমস্যা মেটাতে ৩ কোটি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : এশিয়ান হাইওয়ে উঁচু হয়ে যাওয়ায় সেবক রোড সংলগ্ন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে জল জমার সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার সমস্ত জল এসে ঢুকে পড়ছে ওই ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায়। এতে এলাকার মানুষকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বর্ষার সময় এনিয়ে দুর্ভোগের শেষ ছিল না। পরবর্তী বর্ষায় এই সমস্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল পুরনিগমও।

তাই ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ইন্টারনাল নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করার জন্যে প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পুরনিগম। ইতিমধ্যে টেন্ডার করা হয়েছে। শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু করা হবে। আগামী বছরের বর্ষার আগেই যাতে কাজ শেষ হয়ে যায় সেই নির্দেশিকাই দেওয়া হয়েছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'জাতীয় সড়ক অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির সমস্ত জল ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে যাচ্ছে। জল বের না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। তাই এলাকায় ইন্টারনাল নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। সেই কারণেই টাকা বরাদ্দ হয়েছে।'

এশিয়ান হাইওয়ের কাজের জন্যে ৪২, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডগুলি রাস্তা থেকে অনেকটাই নীচু হয়ে গিয়েছে। হাইওয়ের জল বের করার জন্যে নালা তৈরি করা হলেও কাজ হচ্ছে না। বেশিরভাগ বৃষ্টির জলই ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে নেমে যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টি হলেও ওই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে পুর আধিকারিকরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে একবার এলাকা পরিদর্শন করেন।

পরবর্তীতে মেয়র গৌতম দেব এলাকা পরিদর্শন করে পুরনিগমের বাস্তুকারদের রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন। বাস্তুকাররা ইন্টারনাল নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির জন্যে একটি ডিপিআর তৈরি করে দেন। ওই ডিপিআর অনুযায়ী প্রায় তিন কোটি টাকার কাজ করতে হবে। সেইমতো পুরনিগম নিজস্ব ফান্ড থেকে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করে। সেই টাকা থেকেই কাজ শুরু হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

কোথায় গেরো

- এশিয়ান হাইওয়ের জন্যে ৪২, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড রাস্তা থেকে অনেকটাই নীচু হয়ে গিয়েছে
- হাইওয়ের জল বের করার জন্যে নালা তৈরি করা হলেও তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না
- বৃষ্টির জলই ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে নেমে যাচ্ছে, সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে

মর্গে দেহ বদল

২৫ অক্টোবর

মর্গ থেকে একজনের মৃতদেহ পৌঁছে গেল আরেকজনের বাড়িতে। শেষকৃত্য করতে গিয়ে দেহ পালটে যাওয়ার ঘটনায় চমকে উঠলেন পরিবারের লোকজন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারে।

কালীঘাটে জাল নথি

২৬ অক্টোবর

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু হওয়া জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতির শিকড় ছড়িয়েছে কালীঘাট অবধি। এখান থেকে কালীঘাট, হরিশ মুখার্জি রোডের ঠিকানার বাসিন্দাদের শংসাপত্র বানানো হয়েছে।

তোলা চেয়ে মার

২৮ অক্টোবর

৫ লক্ষ টাকা তোলা চেয়ে দলবল নিয়ে মালদা মেডিকলে কলেজ ও হাসপাতালে ঢুকে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল ইংরেজবাজার পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামীর বিরুদ্ধে।

পরিকাঠামো নেই কুলিক পর্যটক আবাসে

দীপঙ্কর মিত্র

অধিকাংশ ঘরের দেওয়াল ও মেঝেতে ফাটল ধরেছে। ঘরগুলিও স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে। বাথরুমের গিজারগুলি ও ঘরের শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় ঠিকঠাক কাজ করে না। প্রতিটি ঘরের আলো, আসবাবপত্র ও টেলিভিশন সেটগুলি বহু পুরোনো।

রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাসে এবছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। ছুটির দিন বাদে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় হচ্ছে পর্যটকদের। কিন্তু পর্যটকরা সারাদিন পাখি দেখার পর পক্ষীনিবাসের ঠিক উলটোদিকে থাকা কুলিক পর্যটক আবাসে রাত্রিযাপন না করে শহরমুখী হচ্ছেন। পর্যটক আবাসের ৫০ শতাংশ ঘর প্রায় সারাবছর ফাঁকাই পড়ে থাকছে।

আবাসে থাকা মিটিং ঘরটি ভাড়া হয় না বললেই চলে। বাতানুকূল না হওয়ায় বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানির অনুষ্ঠানগুলি তো হয়ই না, সরকারি অনুষ্ঠানগুলি করতেও খুব একটা কেউ কুলিক পক্ষীনিবাসমুখী হয় না। আবাসে একতলা ও দোতলা মিলিয়ে ১৫টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর রয়েছে। কোনওটির ভাড়া দৈনিক ১৬০০ টাকা, আবার কোনওটির ভাড়া ১৪০০ টাকা। মিটিং হলের ভাড়া ৫০০০ টাকা। কিন্তু এত টাকা ভাড়া দিয়ে বুক করবে কে? আর করবেই বা কেন? ১১ বছরের বেশি সময় ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে রয়েছে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের অধীনস্থ রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজটি। মোটা অঙ্কের ভাড়া, অথচ মেলে না আধুনিক কোনও পরিষেবা। তাই কুলিক পক্ষীনিবাসে বেড়াতে আসা বহু পর্যটক ট্যুরিস্ট লজে না থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন হোটেলে থাকতেই পছন্দ করছেন।

সেইসঙ্গে রায়গঞ্জ বাইপাস চালু হয়ে যাওয়ায় দূরপাল্লার গাড়িগুলি শহরে আর ঢুকছে না। ফলে দূরের পর্যটকরা আর সেভাবে পক্ষীনিবাসে আসছেনও না। তবে কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে যাওয়ার পথে কুলিকের এই পর্যটক আবাসে রাত্রিযাপন করেন কেউ কেউ। আবার অনেকে ডুয়ার্স থেকে কলকাতায় ফেরার পথে পাখি দেখার পর রাত কাটান এখানে।

জাতীয় সড়কের ধারে পাঁচ বিঘা জমির উপর ট্যুরিস্ট লজটি গড়ে উঠেছে। তবে সংস্কারের অভাবে তার সৌন্দর্য হারিয়েছে। পর্যটক আবাসে গ্রাউন্ডে থাকা ঝরনা, লেক ও রকমারি আলোর বাহার আর চোখে পড়ে না। মোট ১৫টি ঘর থাকলেও ১৪টি ঘর অনলাইনে বুকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ১টি ঘর একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য। অধিকাংশ ঘরের দেওয়াল ও মেঝেতে ফাটল ধরেছে। ঘরগুলিও স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে। বাথরুমের গিজারগুলি ও ঘরের শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় ঠিকঠাক কাজ করে না। প্রতিটি ঘরের আলো, আসবাবপত্র ও টেলিভিশন সেটগুলি বহু পুরোনো। তাই একবার কেউ ভাড়া নিলে দ্বিতীয়বারের জন্য কেউ আসেন না।

রক্ষণাবেক্ষণের এবং পর্যটকদের দেখাশোনার জন্য ১৮ জন কর্মী ও আধিকারিক রয়েছেন। কর্মীদের বেতন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মাসে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু পর্যটক না আসায় উপার্জন করতে হিমসিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে বেহাল ট্যুরিস্ট লজের সংস্কার ও বিভিন্ন আসবাবপত্রের জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পর্যটন দপ্তর। তা দিয়ে ১৪টি ঘর, বার, ডাইনিং, কিচেন, অফ শপ, ম্যানেজার ও স্টাফ কোয়ার্টার্র সহ গ্যাস, ব্যাংক, ইলেক্ট্রিক প্যানেল রুম, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদির সংস্কার করা হবে।

সাধারণত প্রতি বছর জুন মাস নাগাদ বিভিন্ন জায়গা থেকে ওপেন বিলস্টক, নাইট হেরন, করমোন্যান্ট, ইগ্রেট সহ নানা প্রজাতির পাখি পক্ষীনিবাসে আসে। প্রজননের পর ডিসেম্বর মাস নাগাদ তারা ফিরে যায়। বর্তমানে পরিযায়ী পাখিদের চলে যাওয়ার সময় শুরু হয়েছে। তাই পর্যটকের সংখ্যা কমছে। ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার আনন্দ পাঠক অবশ্য আশাবাদী, এই পর্যটক আবাস কয়েক মাসের মধ্যে নতুন রূপে সেজে উঠবে। সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ও কাঁটাতার দিয়ে এলাকা ঘেরা হয়েছে।

ডাইভারশন মানে ভোগান্তি

সুভাষ বর্মন

আগে বর্ষায় ডাইভারশন ভাঙলে কিছুদিন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেত। তবে চলতি বর্ষায় ও ঘূর্ণিঝড় মন্থার সময় আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা গেল। ভারী বৃষ্টির পর এই ডাইভারশনগুলির জন্য নদীর জল স্বাভাবিক গতিতে বয়ে যেতে পারেনি। এজন্য বিঘার পর বিঘা চাষের জমি জলে ডুবে রইল। এই ভোগান্তি চাষিদের আর্থিক ক্ষতি বাড়াচ্ছে।

ডাইভারশন শব্দটির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ারের মানুষ। কারণ, ২০১৭ সালে যখন ফালাকাটার চরতোর্ষা নদীর কাঠের সেতুটি ভেঙে যায় তখন হিউমপাইপ বসিয়ে ডাইভারশন তৈরি করা হয়েছিল। ফালাকাটা থেকে সলসলাবাড়িগামী রাস্তায় তখন থেকেই চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়ক হবে বলে স্থির হয়। তাই চরতোর্ষায় আর কাঠের সেতু তৈরি হয়নি। এটিই ছিল এই রাস্তার প্রথম ডাইভারশন। এখন তো এক বছর ধরে মহাসড়কের কাজ চলছে। তাই যেখানেই নদী, সেখানেই ডাইভারশন।

আগে বর্ষায় ডাইভারশন ভাঙলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেত। তবে চলতি বর্ষায় ও ঘূর্ণিঝড় মন্থার সময় আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা গেল। ভারী বৃষ্টির পর এই ডাইভারশনগুলির জন্য নদীর জল স্বাভাবিক গতিতে বয়ে যেতে পারেনি। এজন্য বিঘার পর বিঘা চাষের জমি জলে ডুবে রইল। এই ভোগান্তি চাষিদের আর্থিক ক্ষতি বাড়াচ্ছে। রাস্তা ও সেতুর কাজ সম্পন্ন হতে আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। ডাইভারশনও থাকবেই। তাই বিকল্প পন্থা অবলম্বনের দাবি উঠেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদীগুলিতে পাকা সেতুর কাজ শীতকালে করা যেতে পারে। কারণ, শুখা মরশুমে নদীর জলস্তর অনেকটা কম থাকে। পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের এক ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, 'সেতুর পিলারের কাজ করার ক্ষেত্রে নদীতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এজন্য সেই কাজ বর্ষাকালে না করাই ভালো। তাই সেতুর নীচের অংশের কাজের জন্য শীতকাল বা শুখা মরশুম উপযুক্ত সময়।'

কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ গত বছর ডিসেম্বর মাস থেকে জোরকদমে মহাসড়কের কাজ শুরু করেছিল। পাকা সেতুর কাজ শুরু করতে করতে বর্ষা চলে আসে। এজন্য চরতোর্ষা, বুড়িতোর্ষা, গিরিয়া ও সনজয় নদীর ডাইভারশন নিয়ে বর্ষাকালে চরম ভোগান্তি হয়। চলতি বর্ষায় বুড়িতোর্ষা ডাইভারশনের কারণে শিশাগোড়, কালীপুর, বংশীধরপুর, মেজবিল এলাকার প্রায় ১০০ বিঘা চাষের জমি দিনের পর দিন জলে ডুবে ছিল। তবে গত ১১ অগাস্ট বুড়িতোর্ষায় তড়িঘড়ি একটি পাকা সেতু চালু করে দেওয়া হয়। তখন সেই ডাইভারশন ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু সেখানে এখনও দ্বিতীয় সেতুর কাজ চলছে। নদী চত্বরে পড়ে আছে নির্মাণসামগ্রী। একই পরিস্থিতি দেখা যায় পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারশনের কারণেও। এখানেও বর্ষাকালে সেতুর কাজ শুরু হয়। একদিকে সেতুর সরঞ্জাম, অন্যদিকে হিউমপাইপের ডাইভারশন। আবার সেতুর কাজের সুবিধার জন্য মাটির বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথও কিছুটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এসবের জেরে নদীর জলস্রোত বাধা পায়। ৫০০ বিঘা চাষের জমি দিনের পর দিন জলে ডুবে থাকে। বেশ কয়েকবার ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ চাষিরা পথ অবরোধও করেন। তারপর ১৪ সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিতে মাটির বাঁধ ভেঙে যায়। ভেঙে যায় হিউমপাইপের ডাইভারশনও। একদিন যোগাযোগ বন্ধ থাকে। এক্ষেত্রেও বাধ্য হয়ে তড়িঘড়ি একটি সেতু চালু করে দেয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তবে সেতুর উভয় পাশে সংযোগকারী রাস্তা এখনও পাকা হয়নি। আর দ্বিতীয় সেতুর কাজ এখনও চলছে।

সম্প্রতি মন্থার প্রভাবে তিনদিন ভারী বৃষ্টি হয়। এতে গিরিয়া নদীর জল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মহাসড়কের পাকা সেতুর কারণে। মেজবিল ও পুঁটিমারি মোড়ের মাঝামাঝিতে গিরিয়ায় পাকা সেতুর কাজে গতি বাড়ে দুর্গাপুজোর পর। এখানেও মাটির বাঁধ দেওয়া হয়। এতে দেড়শো বিঘা ধানখেতে কোমরসমান জল জমে যায়। চাষিরা পথ অবরোধ করলে পদক্ষেপ করে সড়ক কর্তৃপক্ষ।

আবার গত ৫ অক্টোবর চরতোর্ষা ডাইভারশনও ভেঙেছিল। এখানে পাকা সেতুর কাজ অনেকটাই বাকি। এখনও পিলারের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। এই ডাইভারশন ভাঙার রেকর্ড রয়েছে। প্রতি বর্ষাতে কয়েকবার সেটি ভেঙে যায়। আর তখন ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সড়কপথে যান চলাচল বন্ধ থাকে। এই ভোগান্তি বছরের পর বছর ধরেই চলছে। কিন্তু এবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চাষের জমিতে জল জমা। ক্ষতির মুখে পড়ছেন বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা।

ফালাকাটা কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সুদর্শন দাস আবার নদীর ক্ষতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'মাটির বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে দেওয়ার চেষ্টা কখনোই ঠিক নয়। এতে স্বাভাবিকভাবে নদীটির গতিপথ যেদিকে ছিল সেদিকে তখন জল যাবে না। সেই জায়গাটি শুকনো হবে। ফলে সেখানকার জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' যদিও মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তার বক্তব্য, 'আগামী বর্ষার আগেই এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

বোমাবাজি

২৮ অক্টোবর

বোমাবাজির অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের ছেলে সায়ন্তন গুহের বিরুদ্ধে। বিজেপির এক নেতার বাড়ির সামনে সেই বোমা ফাটানো হয় বলে অভিযোগ। অস্বীকার সায়ন্তনের।

পোশাকবিধি

২৯ অক্টোবর

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে আর স্বল্পবসনারা পুজো দিতে পারবেন না। এমনকি বিদেশিনীরাও যদি মন্দিরে প্রবেশ করতে চান তবে অঙ্গঢাকা পোশাক পরতে হবে। ড্রেস কোড মানা হচ্ছে কি না, দেখবেন স্বেচ্ছাসেবকরা।

সাসপেন্ড কারারক্ষী

২৯ অক্টোবর

জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারে দেশলাইয়ের বাক্সে মাদক পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়লেন কারারক্ষী। ধ্রুবজ্যোতি চাকি নামের সেই কারারক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

কুলিকে ১ লক্ষ

৩০ অক্টোবর

রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসে এবছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। গত ৫ বছরে এবার পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

জুতোর মালা

৬ নভেম্বর

এসআইআর চলাকালীন মাথাভাঙ্গায় বিজেপির বিএলএ-২'কে মারধর করে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

রিচার বিশ্বজয়েও মহিলা ক্রিকেটে দুশ্চিন্তা

ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী? উঠতি ক্রিকেটারদের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিভা বিকাশের জন্য মঞ্চ দরকার। যা শিলিগুড়িতে এই মুহূর্তে খুব একটা নেই।

২ নভেম্বরের রাত ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে চিরস্মরণীয় হয়ে গিয়েছে। প্রথমবার মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও। প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার হিসেবে রিচার বিশ্বকাপ জয় নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। ঘরের মেয়েকে সাড়ম্বরে বরণ করে নিয়েছে শহর শিলিগুড়ি। কিন্তু এত 'আনন্দ, আয়োজন'-এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা হল, রিচার এই বিশ্বজয়ের কীর্তি শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটে কতটা প্রভাব ফেলবে? শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটকে কতটা এগিয়ে দেবে?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় উঠে আসছে। যার যোগফল শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটের জন্য খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। রিচার ক্রিকেট জীবনের শুরু বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে। সেখানে বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল সাহা, বিবেক সরকারদের অধীনে রিচা 'এই ছোট্টো ছোট্টো পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব'-র স্বপ্ন বুনতে শুরু করে। তখন শিলিগুড়িতে শুধুমাত্র বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবেই মেয়েদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এরপর সেই তালিকায় যোগ দেয় অগ্রগামী সংঘ, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও জাগরণী সংঘ। বছর দুয়েক হল সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব, ইউনাইটেড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, বাতাসির এনজি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, চম্পাসারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে শিলিগুড়ির মেয়েরা সুযোগ পাচ্ছে।

শিলিগুড়িতে মেয়েদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু সাফল্য আসছে কি? রিচা শেষবার শিলিগুড়ি জেলা দলের হয়ে আন্তঃজেলা সিনিয়ার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা খেলেছেন ২০২১-'২২ মরশুমে। তার আগের মরশুমে শিলিগুড়ি দল আন্তঃজেলা সিনিয়ার ক্রিকেটে রানার্স হয়েছিল। সেই দলে রিচা ছিলেন। কিন্তু গত তিন বছর ধরে আন্তঃজেলা সিনিয়ার ক্রিকেটে শিলিগুড়ির সাফল্য একেবারেই পাতে দেওয়ার মতো নয়।

শিলিগুড়ির অরুণা বর্মন বাংলার সিনিয়ার দলে রয়েছেন। রত্না বর্মন, পূজা অধিকারী অতীতে বাংলার বয়সভিত্তিক দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রিয়াংকা কুর্মি, নিকিতা শা, পুনম সোনি, শিঞ্জিনী সরকাররা নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব, কোচিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাহলে শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেট পিছিয়ে কোথায়?

পরিকাঠামোগত কারণ হিসেবে প্রথমেই উঠে আসছে মাঠের অভাব। রত্না, প্রিয়াংকারা তো কলকাতায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রেজিস্টার্ড বাকি মহিলা ক্রিকেটাররা শিলিগুড়িতে সেই সুযোগ পাচ্ছে কোথায়? তারা যে ক্লাব বা কোচিং সেন্টারের প্লেয়ার সেখানে অনুশীলন করছে। কিন্তু নেটে প্র্যাকটিস করা আর ম্যাচ খেলার মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। কলকাতায় মেয়েরা যখন আলাদা আলাদা পিচে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে, তখন শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটাররা ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাবে ভুগছে।

শিলিগুড়ির জেলা দলের একাধিক ক্রিকেটার বছরের বেশিরভাগ সময়টা কলকাতায় অনুশীলন করেন। ফলে তাঁদের সবসময় জেলা দলের অনুশীলনে পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়িতে যে ক্রিকেটাররা রয়েছেন তাঁদের জন্য তো একজন কোচের অধীনে সারাবছর প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করাই যায়। তাতে ক্রিকেটাররা ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবেন। টিম বন্ডিং তৈরি হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিবার আন্তঃজেলা সিনিয়ার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর খুব অল্পদিনের একটা শিবির করা হয়। এটা গত বছর পাঁচেক হল চলে আসছে। নিট ফল, গত বছরে সিনিয়ার আন্তঃজেলা ক্রিকেটে শিলিগুড়ির সাফল্য না মেলা।

সিএবি তো ক্রিকেটের উন্নতিতে আর্থিক অনুদান দিয়েই আসছে। তাহলে শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটের উন্নতি হচ্ছে না কেন? মহকুমা ক্রীড়া পরিষদকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। আরও একটি হতাশার বিষয়, বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থার আর্থিক অনুদান সত্ত্বেও শিলিগুড়িতে সিএবি-র ইন্ডোর প্র্যাকটিস সেন্টার হয়নি। আর্থিক অনুদান ফিরে গিয়েছে। অথচ উত্তরবঙ্গের সব জেলায় এই সেন্টার রয়েছে।

সাপ্লাই লাইনের সমস্যাও ভোগাচ্ছে শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটকে। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট থেকে যাতে নতুন ক্রিকেটার উঠে আসে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। আরও বেশি করে যাতে অরুণা, রত্না, পূজার মতো ক্রিকেটার উঠে আসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথমবার মহিলা ক্রিকেট লিগের আয়োজন করেছে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। অবশ্যই তারিফযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু এই টুর্নামেন্ট যাতে প্রত্যেক বছর হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

শিলিগুড়ি থেকেই রিচা ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে বিশ্বজয়ী হয়েছেন। কিন্তু কলকাতায় অনুশীলন, সিএবি-র লিগে, বাংলার সিনিয়ার দলে খেলা তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। শিলিগুড়ির উঠতি মহিলা ক্রিকেটারদেরও সেই 'লাফ'টা দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে হয়তো আরও রিচা ঘোষ শিলিগুড়ির ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে জায়গা করে দেবেন।

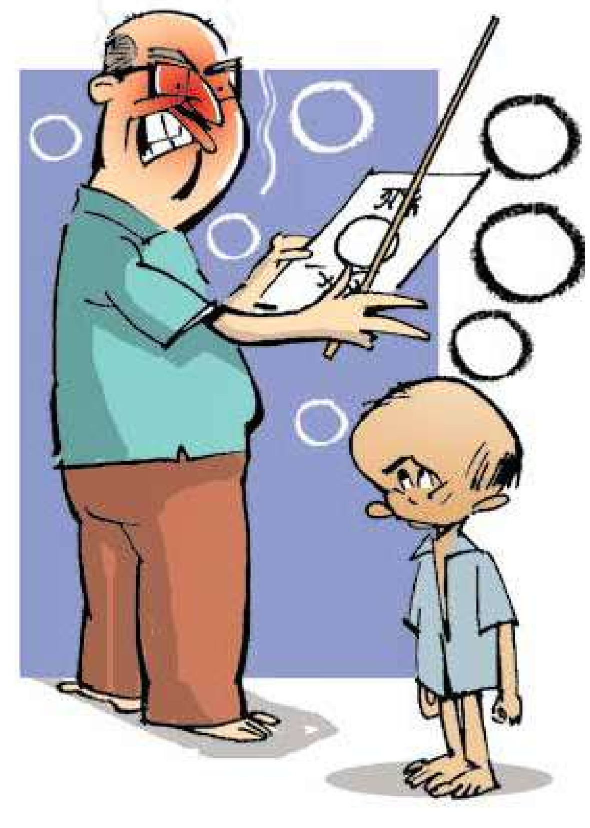

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

শিশু দিবস সামনেই। তার আগে নস্টালজিয়ায় ভরপুর নানা স্মৃতিকে ফিরে দেখা।

কাঁধে নেওয়ার মতো আজ আর কেউ নেই

আবদুল্লা রহমান

ঠিক কোন সময়টাকে ‘ছোটবেলা’ বলব? প্রথমে এটা একটা বড় প্রশ্ন। যতদূর মনে পড়ছে ততটাকেই না হয় আমার বোঝা ও দেখা, শৈশব ধরি। আমার শৈশব বলতে সবার আগে যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি আমার ঠাকুরদা। রোজ এক কাঁধে দুধের ভাঁড়, অন্য কাঁধে আমাকে নিয়ে হেঁটে যেতেন প্রায় দুই কিলোমিটার। আমরা গোয়ালা। তখন তো মাপ জানতাম না, এখন জেনেছি। নাতির প্রতি ঠিক কতটা ভালোবাসা থাকলে এমনটা করা যায়।

সাল খুব সম্ভবত ২০০০। আমি তখন সদ্য প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছি। ঠাকুরদা ভুল আর বিনা চিকিৎসায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেই দিনটা আমি জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারব না। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৭টা হবে। এক আত্মীয় আমাদের খবর দিয়ে গেল ঠাকুরদা আর নেই। প্রাণবন্ত মানুষটা প্রাণহীন হয়ে সকাল ৯টায় বাড়ি ফিরলেন। আমাদের বাড়িতে কান্নার রোল। মানুষের ঢল নেমেছিল। হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছে ঠাকুরদা খুব প্রিয় ছিলেন বলেই তাঁর শেষদিনে সেদিন তত লোক।

আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম কাঁদতে, পারিনি। পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। গোসলের (স্নান) আগে সকলে তাঁকে যখন দেখতে হুড়োহুড়ি করছিল, তখন আমি চুপ করে বসেছিলাম। অভিমানী বালকের মতো! মা আমাকে জোর করে ঠাকুরদার কাছে নিয়ে গেল, তাঁর খোলা চোখ দুটো বন্ধ করে দিতে বলল। তার আগে আমার পরিবারপরিজনের সকলে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল পারেনি। জানি না আমাকে শেষবার দেখতে চেয়েছিল বলেই নাকি তাঁর চোখ দুটো খোলা ছিল। আমি তাঁর দুই চোখ আস্তে করে বন্ধ করে দিলাম। দেখলাম আর তিনি চোখ খুললেন না। সবাই বলতে শুরু করল ‘আদরের নাতি কিনা, শেষ দেখার ইচ্ছে ছিল’।

আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে ঠাকুরদার জন্য নতুন ঘর বানানো হয়েছে। এখন ওখানেই তিনি থাকবেন এমনটাই আমাকে বোঝানো হয়েছে। মাটি, বাঁশ আর কলা পাতার সেই ঘর। সময় কেটে গিয়েছে। আর কোনওদিন তিনি আমাকে কাঁধে নিতে আসেননি। বাজারে সেরা খেলনা, মিষ্টি, ফল কিনে দেননি। আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরেও আমার স্মৃতি, মনন ও যাপনে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। এভাবেই থেকে যাবে গোটা জীবন।

অঙ্কে শূন্য পাওয়ায় বাবার হাতে রামঠ্যাঙানি

সন্দীপ বসাক

সময়ের সঙ্গে কর্মব্যস্ত জীবনে চলার পথে ছেলেবেলাটাকে প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু তার মধ্যেও বিশেষ কিছু স্মৃতি মাঝেমধ্যেই মনে উঁকি মারে। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি সেই বছর আমার জন্মদিনের দিন দুপুরবেলা বাবা আমাকে স্নান করিয়ে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে রেডি করে দিয়েছিলেন। কারণ আমাকে নিয়ে সেদিন বাবা-মা মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। সেই সময় আমার বাড়ির পাশের মাঠে পাড়ার বন্ধুরা ক্রিকেট খেলছিল। আর ঠিক সেই সময় বাবা-মায়ের কাজের ব্যস্ততার সুযোগ বুঝে আমিও মাঠের দিকে দৌড় দিয়েছিলাম। আর এদিকে কাজ শেষ করে বাবা আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে মাঠে খেলতে দেখতে পান আমাকে। আমার গোটা গায়ে মাটি আর ঘাম। মাঠের পাশ থেকে একটা গাছের ছোট ডাল কুড়িয়ে আমাকে উনি মারতে মারতে বাড়ি ফেরত এনেছিলেন। সেটাই ছিল আমার জন্মদিনের প্রথম এবং শেষবারের মতো মার খাওয়া।

তারপর আরেকটি ঘটনা হল আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। ক্লাস টেস্টে সেবার অঙ্কে শূন্য পেয়েছিলাম। ভয়ে বাড়িতে এসে কথা বলার সাহস পায়নি। বাবা কয়েকদিন জিজ্ঞাসা করেছিল যে, স্কুল থেকে অঙ্ক খাতা দিয়েছে কি না! আমি না বলেছিলাম। বাবা তখন সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘সব বিষয়ে খাতা দিল আর অঙ্কের খাতা কেন দিচ্ছে না?’ কোনও মতে কিছু বলে আমি সমানে কাটিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু কথায় আছে যে চোরের দশ দিন হলে গেরস্থের একদিন। আমারও একদিন সেই দশা হল।

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বাবার দেখা হয়। বাবা সেই বন্ধুকে অঙ্ক খাতার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে ওই বন্ধু সত্যি কথাটা বলে দেয়।

আমার ওই বন্ধু বাবাকে বলেছিল, ‘স্কুল থেকে অনেকদিন আগেই অঙ্ক খাতা দিয়েছে। সন্দীপ শূন্য পেয়েছে তাই ভয়ে বাড়িতে তোমাকে খাতা দেখায়নি।’

ব্যাস, বাজার থেকে বাড়িতে এসে বাবা একটা মোটা লাঠি দিয়ে আমাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করেন। আমার চিৎকারে ঠাকুমা এসে বাবার মারের হাত থেকে আমাকে বাঁচান। এমন মার খেয়েছিলাম যে কয়েকদিন শরীরে ব্যথা ছিল। ব্যথা সারাতে প্রতিদিন ঠাকুমা আমাকে গোটা শরীরে তেল মালিশ করে দিতেন। সেই স্মৃতি একইসঙ্গে খুব বেদনাদায়ক, আবার মজারও। জীবনে ঠিকমতো পথ চলার জন্য এমন স্মৃতিগুলি খুব বেশি করে প্রয়োজন যে হয় সেটা আজ বেশ বুঝতে পারি।

ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা অ্যাম্বাসাডরটা আজও মনজুড়ে

অরুণাভ পাল

ছোটবেলা অনেকটা ক্যালিডোস্কোপের মতো। ভাঙা কাচের টুকরোয় ঠাসা, অগোছাল, বিশৃঙ্খল, অথচ নিবিড়ভাবে সংঘবদ্ধ। তার লেন্সে চোখ রাখার পর নানান রকম রঙিন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

মনে পড়ে, দক্ষিণ কলকাতায়, আমাদের বাড়ির অদূরেই একটা বড় বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো, পরিত্যক্ত সাদা হিন্দুস্তান অ্যাম্বাসাডর গাড়িটার কথা। শনিবার সকালে যখন বাড়িটার সামনে দিয়ে আঁকার স্কুলে যেতাম, তখন দেখতাম, গাড়িটা ওই ফাঁকা জমিতে একলা দাঁড়িয়ে থাকত। এরপর কাজে, অকাজে নানান সময় ওই রাস্তা দিয়ে যেতে গাড়িটা চোখে পড়ত। আস্তে আস্তে দেখতাম কীভাবে গাড়িটার ওপর ধুলো আর শুকনো পাতা জমছে। সময়ের সঙ্গে আরও একটা জিনিস লক্ষ করতাম। কীভাবে গাড়িটা আস্তে আস্তে মাটির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। বৃষ্টির সময় মাটি ভিজে নরম হয়ে যাওয়ার পর গাড়িটার ওজন আর নিতে পারত না। তারপর একদিন বাড়িটার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম, জায়গাটা ফাঁকা। গাড়িটা আর নেই।

ওই বাড়িটার মতো, কলকাতার আরও অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারের কাছে অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ছিল। কালের নিয়মে, সেই পরিবারগুলোও এখন আগের মতো নেই। যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে নিউক্লিয়ার পরিবারে পরিণত বা তাঁদের বর্তমান প্রজন্ম বিদেশে চলে গিয়েছে। আজও ওই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে, গাড়িটার অনুপস্থিতি আমার শরীরের ভেতর এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার ঘটায়। সময়ের এই গতিময়তা ও অপ্রতিরুদ্ধ বহমানতা এবং তার ভেতরে ঘটে চলা নানান ধরনের আশ্চর্য পরিবর্তন- কালের নিয়তি সম্পর্কে আমায় পরিচিত করায়।

হিন্দুস্তান অ্যাম্বাসাডরের আরও একটা পরিচয় রয়েছে। তা হল হলুদ ট্যাক্সি। সময়ের নিয়মে যা কলকাতা শহর থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। হলুদ ট্যাক্সি কলকাতার ভিজুয়াল ও কালচারাল আইকন। হলুদ ট্যাক্সি হারিয়ে গেলে, হারিয়ে যাবে তাদের ছোটবেলা, যাদের স্মৃতির সঙ্গে সেটা জড়িয়ে রয়েছে।

হারিয়ে যাবে আরও অনেক কিছু। একটা শহরের সামগ্রিক ইতিহাস। হারিয়ে যাবে পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার স্মৃতি, শীতের রোববারে চিড়িয়াখানা ঘুরতে যাওয়ার উন্মাদনা মাখানো শৈশব, সন্ধ্যার নন্দন কিংবা অ্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে যাওয়ার গল্প, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে প্রেম, হাওড়া স্টেশন কিংবা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ঘরে ফেরার গান, এমনকি দরকারের সময় রিফিউসালও! হারিয়ে যাবে, জানলার নামানো কাচের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া পোড়া ডিজেলের গন্ধ। হারিয়ে যেতে দেখার মাধ্যমে, কখন জানি সময় আমাদের জানান দিয়ে গিয়েছে, ‘তোমরা বড় হয়ে গিয়েছ।’

উড়তে শিখিয়েছিল যে

কুনাল রায়

আমার ছেলেবেলার শিক্ষকদের মধ্যে সৈকতও আছে। এক যুগের ছেলেবেলায় সে নেহাতই নগণ্য এক টুকরো হলেও, আমাকে প্রথম চাকায় ভর করে উড়ে বেড়াতে শিখিয়েছিল সৈকতই। তখন ক্লাস এইট, তখনও আমি সাইকেল চালাতে পারি না। প্রথম স্থায়ী ঠিকানা হওয়ার পর, বাদ পড়া জিনিসের তালিকায় ঢুকে গিয়েছিল আমার প্রথম তিনপেয়ে সাইকেলটা। তারপর আর কেনা হয়নি। অন্তিম পরীক্ষার ফলটা পদের মতো হলেও, তবু কথা ছিল। পাঁচ, ছয় এমনকি সাত ক্লাসেও ফলাফল তেমন ভালো হয়নি। ছ’য়ে তো উইকেট পড়ে যায় যায় অবস্থা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যবাবুর মতিভ্রমে সে যাত্রায় বৈতরণি পেরিয়েছিলাম। তারপর আর তালগোলে দু’চাকার মালিক হওয়া হয়নি।

আট নম্বর ক্লাসে সম্ভবত, মা অনেক আশা নিয়ে এক মাস্টারমশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানেই সৈকতকে পেয়ে গেলাম। ওর একটা বাদামি রঙের বেটে সাইকেল ছিল। সবাই বলত ক্যাপ্টেন সাইকেল। বেশ বন্ধুত্ব জমেছিল ওর সঙ্গে। যেদিন শুনল, আমার কখনও সাইকেল শেখা হয়নি। কী যে হেসেছিল! তারপর কেন জানি না, নিজেই দায়িত্বটা ঘাড়ে চাপিয়ে নিল। ওই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির কাছের মাঠে, কটাদিন আধ ঘণ্টা করে ক্যারিয়ার ধরে ছুটেছে সৈকত। একদিন হঠাৎ দেখলাম, অচিরেই ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে, মাঠের অনেকটা দূরে চলে গেছি। পরে নিজের যখন একটা সাইকেল হল, সৈকতের সঙ্গে দুরত্ব অনেকটা বেড়ে গেছে। মাও ওই স্যারের ওপর ভরসা হারালেন সহসা।

তারপর সাইকেলে চেপে পাড়া, বেপাড়ায় কত আড্ডা দিলাম। সাইকেল নিয়েই চলে গেলাম, শহরের অলিগলি। আমার সাইকেলেরও বন্ধু হল কত। পাশাপাশি রাস্তাজুড়ে হইহই করে ছুটত কতগুলো দামাল সাইকেল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাসাবাড়ির সেই দিনগুলি

তৃণা চৌধুরী

জানলা, কড়ি বরগা, সিঁড়ি- কোনও একটা বাড়ির এসবে কি ছোটবেলা লেগে থাকে? এই প্রশ্নে বেশিরভাগ মানুষ দুটো দলে ভাগ হবেন। যাঁরা একবাক্যে হ্যাঁ বলবেন প্রথম থেকে নিজের বাড়ি বলার মতো একটা ছাদ তাঁদের ছিল। আমি অন্য দলে পড়ি। গ্রাম-মফসসল থেকে পেশার খাতিরে কলকাতায় ছুটে আসা পরিবারগুলোকে যে বাড়িগুলো আশ্রয় দিয়ে নিজের করে নেয় আমরা ভালোবেসে সেগুলোর নাম দিই বাসাবাড়ি।

একটা ইট-সিমেন্ট, চুন-সুড়কি ঘেরা ছাদের দু’দুটো নাম। ভারী মজার তো! বাবা প্রতি মাসে যাঁদের ভাড়া দেন তাঁরা বলেন বাড়ি। আর আমাদের কাছে বাসা। কলকাতার প্রথম ঠাঁই এখনও ঝাপসা হয়নি। ৪- বি মদন মিত্র লেন। আজও সহজে পৌঁছোনো যায়। তবে আমাদের ঘরটা নতুন বহুতল মালিক এখন যত্ন করে বাদ দিয়েছেন। একটা আট ফুট বাই এগারো ফুট ঘরে আমার প্রথম আট বছরের মেয়েবেলা। মা বলেন, আমি নাকি খুব ছোট থেকে একটা টেবিলে সারাদিন বসে থাকতাম। ওই ঘরে প্রথম হাঁটতে শিখেছি। প্রথম আধো-আধো কথা বলেছি। স্লেট-পেন্সিলে মা শিখিয়েছেন অ-আ, A-Z, আবার পড়ে শুনিয়েছেন ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত। ছুটির দিনে হেদুয়া পার্ক পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা মুখস্থ ছিল। ফিরে আসতেই একরাশ খেলনা ছড়ানো থাকত উঠোনে। আবার রাতে বাবা-কাকারা ফিরে এলে একটা অদ্ভুত যন্ত্র চালানো হত। সাদা-কালো টিভি।

ধীরে ধীরে উঠোন আর আমি একটু বড় হলাম। ঠিকানা বদল হল। তিন কামরার বাড়িটা তখন রাজপ্রাসাদের থেকে কম কিছু নয়। গড়পারে, এক্কেবারে জটায়ুর পাড়ায়। ওই বাড়িটার একতলায় কান পাতলে এখনও শোনা যাবে মায়ের সাবধানবাণী- ‘জোরে জোরে পড়, যেন রান্নাঘর থেকে শুনতে পাই।’ সঙ্গে ছিল দেওয়ালে আঁকিবুকি কেটে টিচার টিচার খেলা, ওড়না দিয়ে শাড়ি পরা, পড়ার বইয়ের তলায় লুকোনো গল্পের বই, রান্নাবাটির সংসার ইত্যাদি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাঁশ বাগানে হারিয়ে গিয়েছিলাম

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোতে শীত আসার ঠিক আগের সময়টা খুব মোহময়ী। সন্ধ্যা নামলেই গ্রামগুলোকে কুয়াশা এসে ঢেকে দেয়। আমার বাড়ি আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বর গ্রামে। জটেশ্বরকে এখন আর গ্রাম বলা যায় না। সে এখন মফসসল সেজে বসে থাকে। কিন্তু শীত যত গাঢ় হয় আমার গ্রামের মফসসলি আচ্ছাদন সরে যায়। ফিরে আসে চেনা গন্ধ। ফেরত আসে ছোটবেলা।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এক ঝাঁক কিশোর আমার সামনে দিয়ে হুস করে সাইকেলে চেপে একটু দূরের কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। ছোটবেলা হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল। শীতকাল আমার একদম পছন্দ না, কারণ শীতকালে ‘এই আসছি’ বলে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলো আর কখনও ফিরে আসেনি। ছোটবেলার শীতকালে খেলার সময় ব্যাপক হারে কমে যেত। তাই স্কুল থেকে ফিরে নাকেমুখে গুঁজেই খেলতে যেতাম। আর সন্ধেবেলা শাঁখে ফুঁ পড়লেই সবাই বাড়ি ফিরতাম। রকমারি খেলা ছিল আমাদের। ক্রিকেট, ফুটবল, গোল্লাছুট, কুমিরডাঙা। তবে বাড়ি ফেরার আগে লুকোচুরি খেলাই আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

তখন ক্লাস সেভেন। নভেম্বরের শেষ। ক্রিকেটের পর আমরা মেতেছি লুকোচুরিতে। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে কখন যে সূর্য ডুবে গেছে খেয়ালই করিনি। আমার বাড়ির পাশে এক মস্ত বাঁশ বাগান ছিল। বাড়ির বড়রা আমাদের ওই বাগানে যেতে পইপই করে বারণ করত। কিন্তু তখন আমি সদ্য ‘চাঁদের পাহাড়’ শেষ করেছি। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বুঁদ হয়ে লুকোতে ঢুকেছিলাম ওই বাগানের একদম ভেতরে। কিন্তু সবে ক্লাস সেভেন তো, শাঁখের আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা উবে গিয়ে বকা খাওয়ার ভয় ঢুকে পড়েছিল। সময় পেরোচ্ছে, কিন্তু আমাকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দিদিভাই, এই নাও তোমার পেপসি

অনুষ্কা বর্মন

ছোটবেলাটা আমাদের সহজেই ফাঁকি দিতে শিখে যায়। আবার কখনও উঁকি দিয়ে আমাদের মনোযোগী করে তোলে সেই হারিয়ে যাওয়া ‘আব্বুলিশে’র দিনগুলির প্রতি। এই ফাঁকি-উঁকির লুকোচুরি খেলায় ‘ধাপ্পা’ হয়ে ধরা দেওয়া একটা দিনের কিছু ঘটনা হাতছানি দিয়ে যায়....।

সেই পেপসির কথা খুব মনে পড়ে। সেগুলিকে ঘিরে আমাদের ছোটবেলায় এক অন্য আবেগ ছিল। আমার কাছে একটু বেশিই আবেগের। ছোটবেলায় আমার প্রায়ই পেটব্যথা হত। ছিল মা-বাবার চোখরাঙানি আর বাক্যবাণ, ‘এগুলো একদম খাবে না, ড্রেনের জল দিয়ে তৈরি, খেলে কীরকম পেট ব্যথা হয় দেখবে।’... ড্রেনের জল আর পেটব্যথাকে শত্রুপক্ষ ভেবে একটু ভয় পেলেও এসব বেদবাক্য হিসেবে মেনে নেওয়ার মতো ভদ্রছানা আমি কোনওকালেই ছিলাম না। আর তাতে ‘পার্টনার ইন ক্রাইম’ ছিলেন আমার দাদু (ঠাকুরদা)।

মা-বাবা অফিসে, স্কুল থেকে ফিরে অলস দুপুরে খেলায় বা গল্পের বই পড়ায় বা দুষ্টুমিতে মগ্ন আমি হয়তো কোনও কোনও দিন খেয়ালও করতাম না গরমকালে পাড়ার অলিগলি কাঁপানো আইসক্রিমকাকুর ঠ্যালাগাড়ির ওই টিং- টিং- টিং শব্দটা। হঠাৎ দেখি মুখের সামনে দাদুর হাতে ধরা ওই ‘ড্রেনের জলের তৈরি’ লোভনীয় পেপসি। ‘দিদিভাই, এই নাও তোমার পেপসি, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দেখি’। একদিকে আনন্দে আত্মহারা আমার মুখ থেকে বেরোনো প্রথম প্রশ্ন, ‘মা-বাবা এলে বলবে না তো?... অন্যদিকে সেটা শুনে দাদুর হো-হো করে হেসে ওঠা আর কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা-বাবার বকুনির রক্ষাকবচ হয়ে বলা ‘কোনও চিন্তা নেই, তুমি আগে খাও তো’-য় চোখ বুজে ভরসা করে আমি ততক্ষণে পেপসিতে ঠোঁট কমলা করে ফেলেছি।

দাদু চলে যাওয়ার পর আর আমার এই পেপসির সঙ্গে দেখা হয়নি কোনও দিন। শহরতলিটার ‘শহুরে’ হওয়ার অছিলায়

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সেই ছেলেধরা-জুজু এখনও তাড়া করে বেড়ায়

তন্ময়িতা পাল

ছোটবেলায় আমাদের প্রায় সবারই মনে হয়, ‘আমি বড় হয়ে গিয়েছি!’ মনে হয়, বড়দের মতো আমিও সব করতে পারব, যেখানে খুশি সেখানে যাব। ছোটবেলায় আমারও একবার এরকম মনে হয়েছিল। তখন আমার বয়স সাড়ে তিন কী চার বছর। সেদিন ছিল রবিবার। মা সকাল থেকে রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমি আর দিদিভাই ঘরে বসে খেলছিলাম। মা দিদিভাইকে ডেকে বলল, ‘ভোলাকাকুর দোকান থেকে একটা গরম মশলার প্যাকেট নিয়ে আয় তো।’ দিদিভাই দোকানে যাবে শুনে আমিও সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরলাম। কিন্তু মা বারণ করে বলল, “না, তুই ছোট, বাড়িতেই থাক।”

কথাটা শুনে আমার খুব রাগ হল। মনে মনে ভাবলাম, ‘আমি তো এখন বড় হয়ে গিয়েছি। একা একা হাত দিয়ে খেতেও পারি।’ যেমন ভাবা তেমন কাজ। চুপিচুপি দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। দোকানের বাইরে দেখলাম অনেক লোক, কিন্তু দিদিভাইকে খুঁজে পেলাম না। ভাবলাম দিদিভাই হয়তো অন্য দোকানে গিয়েছে। আমি আশপাশের আরও এক-দুটো দোকান ঘুরে দেখলাম। কিন্তু দিদিভাইকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। এমন সময় ঢাকের আওয়াজ কানে এল। দেখলাম মোড়ের মাথার নিমতলা কালীবাড়িতে পুজো হচ্ছে। কী মনে হল মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

এদিকে, দিদিভাই দোকান থেকে ফিরে এসে বাড়িতে আমাকে দেখতে না পেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল, ‘বুনু কোথায়?’ মা ভেবেছিল আমি হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছি। কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজেও যখন আমাকে পেল না, তখন বাবা আর পাশের বাড়ির জেঠু আমাকে খুঁজতে বের হল। রাস্তায় অনেককেই জিজ্ঞেস করল কোনও বাচ্চা মেয়েকে দেখেছে কি না।

এর মাঝেই জেঠুর হঠাৎ চোখে পড়ল মন্দিরের গেটের সামনে একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আর জেঠু সামনে এগিয়ে দেখে ওই বাচ্চা মেয়েটা আমি। বাড়ি ফিরে দেখি মা কাঁদছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘কাঁদছ কেন?’ সেদিন কেউ আমাকে বকেনি। তবে বাবা শুধু বলেছিল, ‘একা এভাবে কোথাও যেতে নেই। নাহলে ছেলেধরা এসে নিয়ে যায়।’

বেশ ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছি বটে, তবে আজও ছেলেধরার কথা শুনলে সেই দিনটার কথাই মনে পড়ে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ঐতিহ্যে ভরপুর জর্জিয়া

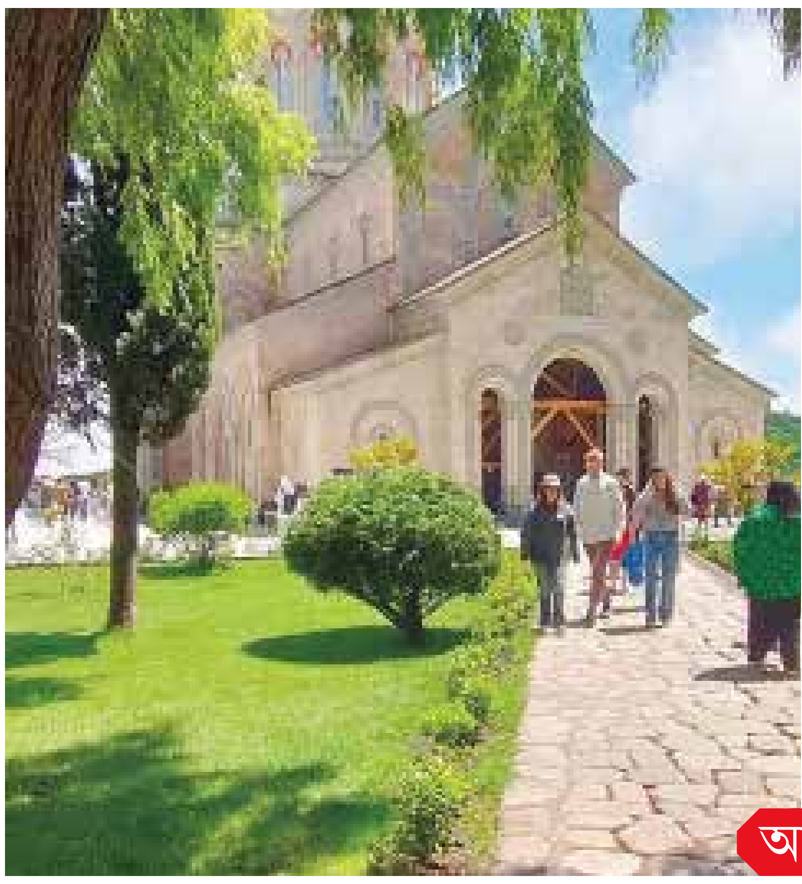

আয় মন বেড়াতে যাবি

পূর্ব ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছোট্ট একটি সুন্দর দেশ জর্জিয়া। রাজধানী টিবিলিসি। দিল্লি থেকে দূরত্ব মাত্র ৩,২০০ কিলোমিটার।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কম খরচে যদি ইউরোপ ভ্রমণের সাধ মেটাতে চান তাহলে আপনার পরবর্তী গন্তব্য অতি অবশ্যই হতে পারে পূর্ব ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছোট্ট একটি সুন্দর দেশ জর্জিয়া। রাজধানী টিবিলিসি। দিল্লি থেকে দূরত্ব মাত্র ৩,২০০ কিলোমিটার। বিমান ভাড়াও খুব বেশি নয়; দিল্লি-টিবিলিসি রাউন্ড ট্রিপ ৩০-৪০ হাজার টাকা, কখনও আরও কম। সময় লাগবে মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। ইন্ডিগোর বিমান এই রুটে প্রত্যেকদিন চলাচল করে। হোটেল, গাড়িভাড়া আর খাওয়াদাওয়ার খরচ সাধ্যের মধ্যেই। ভারতীয়দের জন্য অনলাইন ভিসা চালু আছে। ব্যাংক ব্যালেন্স ঠিকঠাক থাকলে ৩-৪ হাজার টাকা ফি দিয়ে ভিসা পেতে খুব একটা সমস্যা হয় না। সমস্যা হলে ট্রাভেল এজেন্টের শরণাপন্ন হতে পারেন।

ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত সবুজ উপত্যকা ঘেরা এই দেশটির আয়তন ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা মাত্র ৩৮ লক্ষ। ১০০ শতাংশ মানুষই শিক্ষিত। সরকারি ভাষা জর্জিয়ান (কার্টভেলিয়ান)। এই ভাষায় প্রায় ৮৮ শতাংশ মানুষ কথা বলেন। তবে জর্জিয়ার মানুষ পর্যটকদের সঙ্গে ইংরেজিতেই মতবিনিময় করেন। জর্জিয়ার উত্তর এবং উত্তর-পূর্বজুড়ে রয়েছে রাশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আজারবাইজান, দক্ষিণে আর্মেনিয়া এবং তুরস্ক আর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত কৃষ্ণসাগর। বিস্তীর্ণ উপত্যকাজুড়ে সবুজ আঙুরের খেত। সেই আঙুর থেকে প্রস্তুত হচ্ছে প্রচুর মদ। মদ প্রস্তুতের ইতিহাস প্রায় আট হাজার বছরের পুরোনো। মদ রপ্তানি করে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করে জর্জিয়া। লোহা, রুপা, তামা এবং সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে দেশটিতে। আছে অসংখ্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। খনিজ জল সার এবং মোটরগাড়ি রপ্তানি করে কোটি কোটি ডলার আয় করছে জর্জিয়া।

দেশটিই শুধু সুন্দর নয়, জর্জিয়ার মানুষজনের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে গেছি। দুধে আলতায় গোলা গায়ের রং, একরাশ কালো অথবা সোনালি চুল, নীলাভ গভীর চোখের স্বপ্ন মেদুর চাহনি আর সবুজ উপত্যকার মতো সতেজ নির্মল মনের ককেশিয়ানরা এক লহমায় আপনার হৃদয় কেড়ে নেবে। দিল্লি থেকে দুপুর সাড়ে তিনটায় ইন্ডিগোর বিমানে রওনা দিয়ে পাকিস্তান আফগানিস্তান তুর্কমেনিস্তান কাস্পিয়ান সাগর আর আজারবাইজানের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে রাত সাড়ে নয়টা (জর্জিয়ার সময় রাত ৮টা) নাগাদ পৌঁছে গেলাম জর্জিয়ার রাজধানী টিবিলিসিতে। অচিন দেশের আকাশে থরে থরে সাজানো মেঘমালা আমার কাছে বরাবরই মোহময় হয়ে ওঠে। কখনও বা নীল আকাশের নীচে তুষারশুভ্র ধ্যানগম্ভীর পর্বত শিখরের স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। হিমালয় পেরিয়ে হিন্দুকুশ তারপর ককেশাস। হয়তো ওখানেই দেবতাদের ঘরবাড়ি! একটু একটু করে পশ্চিম দিগন্তে সন্ধে নেমে আসে। জর্জিয়ার পথেপ্রান্তরে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। ওপর থেকে দেখে মনে হয় আকাশের তারারা বোধহয় আজ মাটিতে নেমে এসেছে!

টিবিলিসি বিমানবন্দরের বাইরে আমাদের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল রামোসি। সেখান থেকে মিনিট পঁচিশ চলার পর আমাদের হোটেল “কেনারী গেস্টহাউস”। ছিমছাম সুন্দর নিস্তব্ধ হোটেল। কথা বলার আগেই একগাল হেসে নেন জর্জিয়ান তরুণী রিসেপশনিস্ট। পরদিন সকাল ১০টায় রামোসি আমাদের নিয়ে ঘুরতে বের হবে। আমাদের হোটেল, গাড়ি এবং সম্পূর্ণ ট্যুর দিল্লি থেকে অনলাইনে নিজেদের বুক করা ছিল। ইউরোপের অন্যান্য শহরের মতোই এখানেও ব্রেকফাস্ট কমপ্লিমেন্টারি। থরে থরে সাজানো প্রচুর আইটেম। ঠিক দশটায় রামোসি হাজির। প্রথমে রাজধানী টিবিলিসির আশপাশের দ্রষ্টব্যগুলো ঘুরিয়ে দেখাবে। জর্জিয়ার সংসদ ভবন, জাতীয় মিউজিয়াম, ওল্ড টাউন, “ব্রিজ অফ পিস”, দারিয়ালি মনাসটেরি। সেখান থেকে চলে গেলাম ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত নারীকালা দুর্গে। তারপর ট্রিনিটি ক্যাথিড্রাল। সেখান থেকে সোজা ৮৭ কিলোমিটার দূরের শহর গোরিতে রাশিয়ার প্রাক্তন প্রিমিয়ার জোসেফ স্টালিনের জন্মভিটে দেখে এলাম। রাতে টিবিলিসির “ফ্রিডম স্কোয়ারে” স্ট্রিট ডান্সারদের বর্ণাঢ্য বেলে ডান্স দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। উদ্দাম যৌবনের দুরন্ত সেই নাচ!

পরদিন রামোসি আমাদের নিয়ে যাবে রাশিয়ান সীমান্তে অবস্থিত বৃহত্তর ককেশাসের অংশ কাজবেকি পর্বতমালায়। ঠিক সকাল ৯টায় ও এসে হাজির! আমাদের যাত্রা হল শুরু। কর্ণধার রামোসি। ফাঁকা মসৃণ দুই লেনের রাস্তা। ভিড়ভাট্টা নেই। শহর ছাড়াতেই ঘন সবুজ গাছে ঘেরা গ্রাম আর স্রোতস্বিনী নদী। দূরে পাহাড়। তবে আকাশটা যেন বড় বেশি নীল! একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছবিটবি তুলে আবার এগিয়ে চললাম। রামোসি আগে জর্জিয়ান আর্মিতে ছিল। ২০০৮-এ রাশিয়ার সঙ্গে শেষ যুদ্ধটা করেছে। মানুষ এতটা নিঃস্বার্থ ভদ্র পরোপকারী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে পারে সেটা রামোসির সঙ্গে দেখা না হলে বুঝতেই পারতাম না। ওর সম্পর্কে সবগুলো ফাইভ স্টার রিভিউ দেখে দিল্লি থেকেই ওর গাড়ি বুক করেছিলাম। রামোসি একটা অদ্ভুত মানুষের কাছে নিয়ে গেল। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যার হবি শুধু গণ্যমান্য মানুষজনের গাড়ির ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করা। ও আমাদের অবাক করে দিয়ে জোসেফ স্টালিনের গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পরে দেখলাম গাড়ির কাচের ভেতরে স্ট্যালিনের নাম লেখা!

অসংখ্য গাড়ি তার সংগ্রহে। দেখতে কোনও পয়সা লাগে না, পাশেই তার ছোট্ট রেস্তোরাঁ সেখানে একটু খাওয়াদাওয়া করলেই সে খুশি। পথে দারিয়ালি মনাসটেরি কমপ্লেক্স দেখিয়ে সোজা ছুটে চলল কাজবেকের দিকে। দূরের পর্বতটা একটু একটু করে কাছে আসতে শুরু করল। গাড়ি মসৃণ পিচ রাস্তা ধরেই পর্বতের উপরে উঠতে শুরু করল। কিছুদূর চলার পরই বরফের দেশে এসে গেলাম। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পর যেখানে জর্জিয়ার “ফ্রেন্ডশিপ মনুমেন্ট” স্থাপিত হয়েছে সেখানে এসে থামলাম। নীচে নীল জলের হ্রদ। রামোসি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই পাহাড়টার পেছনেই রাশিয়া! আধ ঘণ্টা সেখানে থেকে অজস্র ছবি তুলে ফিরে আসার সময় আমাদের রুটের বাইরে আরেকটি জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে সবুজ উপত্যকাজুড়ে পাথর কেটে কেটে অজস্র মূর্তি গড়ে তুলেছেন প্রবীণ এক শিল্পী। রবি ঠাকুরের মতো সাদা দাড়ি। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের পাওয়ার চশমা। সারা জীবন ধরে এই মূর্তিগুলো তৈরি করেছেন। এই নিপুণ শিল্প দেখে মনটা ভরে গেল। কিছু লারি(জর্জিয়ান মুদ্রা) ওর হাতে তুলে দিলাম। রামোসি আমাদের ট্যুর রুটের বাইরেও অনেক জায়গায় নিয়ে গেল। রাতে হোটেলে নামিয়ে দিল। নির্দিষ্ট ভাড়ার বাইরে কিছুই নেবে না, তবু প্রায় জোর করেই একটা জর্জিয়ান ওয়াইন আর দশ ডলার ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বিদায় রামোসি।

পরদিন লাক্সারি এসি বাসে আমাদের তেলাবী ট্যুর। তেলাবীতে বিভিন্ন ধরনের মদ তৈরি হয়। জর্জিয়াকে ইউরোপে মদের আঁতুড় বলা হয়। সকাল ১০টায় রওনা দিয়ে পথে “বডবেস সেন্ট নিনো কনভেন্ট মোনাস্ট্রি”, ‘আনাউরি দূর্গ’ , “সিটি অফ লাভ” আর “ট্রিচুড়ে”(বিশেষ ধরনের ক্যান্ডি) তৈরির কারখানা ঘুরে দেখলাম। যা দেখি তাতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সবশেষে তেলাবীর ওয়াইন ফ্যাক্টরিতে এসে বাস থামল। বিনা পয়সায় নানা ধরনের মদ চেখে দেখার জন্যে লম্বা লাইন পড়ে গেল! তারপর কেউ কিনলেন, কেউ ফিরলেন খালি হাতে। এবার টিবিলিসি ফেরার পালা। কোথা দিয়ে একটা গোটা দিন কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

পরের গন্তব্য কৃষ্ণসাগরের তীরে জর্জিয়ার বন্দর নগরী বাটুমি। দূরত্ব ৩৫০ কিলোমিটার। ফোর লেনের দারুণ রাস্তা। কখনও আঙুরখেত, কখনও অরণ্য অথবা সবুজ উপত্যকা চিরে ১১০/২০ কিমি বেগে ছুটে চলেছে গাড়ি। তিন ঘণ্টা চলার পর পৌঁছে গেলাম ছোট্ট সুন্দর শহর “কুটাইসি”তে। লোকজন ভীষণ কম। ড্রাইভার নিয়ে গেল বিশাল সবুজ লনের মাঝে এক ঐতিহাসিক স্থাপত্য “বাগারাতিস ক্যাথিড্রালে”। সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্য হাত ধরাধরি করে আছে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ অর্থডক্স ক্রিশ্চান। কুটাইসি মোটামুটি ঘুরে আমরা চলে গেলাম বাটুমিতে। তখন বিকেল। আগে থেকেই কৃষ্ণসাগরের তীরে ৫৮ তলা হাইরাইসের ২৬ তলায় আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বুক করা ছিল। সাগরের দমকা হাওয়ায় দরজা-জানলা কিছুই খোলা যাচ্ছে না। সময় নষ্ট না করে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাগর দর্শনে। বন্দরের কাছাকাছি যেতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। বারে বারে ছাতা উলটে যাচ্ছিল। শুধু রেস্তোরাঁ আর বড় বড় কোম্পানির আউটলেট শহরজুড়ে। বন্দরে নানা দেশের অসংখ্য ছোট-বড় জাহাজ, ইয়ট নোঙর করা আছে। সাগরের ঝোড়ো হাওয়ায় উত্তাল ঢেউয়ে মোচার খোলের মতো দুলে দুলে উঠছে নৌযানগুলো! বৃষ্টিতে ভিজে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। পরদিন বেলা ১০টা নাগাদ বাটুমিকে বিদায় জানিয়ে আবার টিবিলিসির “কেনারী গেস্টহাউসে” ফিরে এলাম। পরদিন রাতে ইন্ডিগোর বিমানে চেপে আবার দিল্লি ফিরে এলাম।

সেই দিনগুলি

তেরোর পাতার পর

উপরি পাওনা মায়ের বকুনি, অঙ্কে ভুল করে আসার ভয়, খেলতে গিয়ে রক্তারক্তি কিংবা জ্বরের রাত।

এরপর আমাদের নিজেদের বাড়ি হল। কত আনন্দের। তবু বাসা ছাড়ার আগে কেন জানি ভারী হয়েছিল চোখের পাতা। সিঁড়িতে ভারী হচ্ছিল পা দুটোও। মনে আছে শেষ রাতে কেউ ঘুমোয়নি। এখন প্রায় চার বছর বাড়ি থেকেও দূরে আছি। আগের বাসাদুটো আমায় শিখিয়েছে অদ্ভুত বৈপরীত্য। সংকীর্ণতা থেকে উদারতা, অভাব থেকে প্রাপ্তি, না পাওয়া থেকে পাওয়ার আনন্দ। এই ঠিকানাগুলোই আসলে আমার জীবনের মানচিত্র এঁকে দিয়েছে। যা পরে নিখুঁতভাবে ঢুকে পড়েছে আমার জীবনদর্শনে। বাকি টুকরো স্মৃতি, সেই টেবিলটা, খেলনাবাটি, ভাঙা সাইকেল জমিয়ে রেখেছি, আর এসব হাবিজাবি লিখতে গিয়ে ভাবছি কিছু কিছু বাসা-ভালোবাসা।

তারে জমিন পর (২০০৭)

পথের পাঁচালী (১৯৫৫)

বড়বেলায় পা রাখার পরও ছোটবেলার নানা স্মৃতি স্মৃতিপটে অমলিন।

চিল্লর পার্টি (২০১১)

উড়তে শিখিয়েছিল

তেরোর পাতার পর

কিন্তু সময় এমনই, আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সৈকতকে আর পেলাম না। তারপরও বহুবার সৈকতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কথাও হয়েছে। ওর বাড়ি খুব একটা দূর নয় যে, মুখশ্রীটাই ভুলে যেতে হয়। কিন্তু কখনও ওকে কৃতজ্ঞতাটুকু জানানো হয়নি বলে মনে পড়ে আজও। পরে হয়তো বলাই যেত, কেন যে বলিনি জানি না। আজ এইটুকু কলম চালালাম স্রেফ সৈকতের জন্য।

সৈকত আমার জীবনে নীরেন্দ্রনাথের ‘অমলকান্তি’-র মতো। আজও যদি আমার সঙ্গে দেখা হত একবার, ওর ‘উঠি তাহলে’ বলার আগে নিশ্চয়ই, জোলো একটা ধন্যবাদ দিতাম। তবে আমি চাই, ও যদি ভুলেও কোনওদিন রোদ্দুর হতে চেয়ে থাকে, পরমাত্মা যেন ওকে আস্ত সূর্য করে দেন।

তোমার পেপসি

তেরোর পাতার পর

হারিয়ে গেছে সেই সব স্বাদ। এত বছর পর হঠাৎ সেদিন এক দোকানে আইসক্রিম কিনতে গিয়ে চোখে পড়ল আবার এই পেপসি। কালের নিয়ম ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অঙ্কে পারদর্শী হয়ে তা এখন তিন টাকা মূল্যকে সঙ্গী করে ফেলেছে। এক ঝলকে সেই ঝকঝকে ছোটবেলাকে দেখতে পাওয়া আমি আইসক্রিম ফেলে ততক্ষণে লুফে নিয়েছি সেই ছেলেবেলার স্বাদ, আর এই সব কিছুর মধ্যে আবারও শুনতে পাচ্ছিলাম হারিয়ে যাওয়া সেই কয়েকটা শব্দের অনুরণন, ‘দিদিভাই, এই নাও তোমার পেপসি, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দেখি’। শুধু সামনে তাকাতে গিয়ে দেখি আর বাড়িয়ে দেওয়া নেই চামড়া কুঁচকে যাওয়া সেই হাতের সঙ্গে অভয়বাণীর ভরসা দিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠা মুখটা...

বাঁশ বাগানে হারিয়ে গিয়েছিলাম

তেরোর পাতার পর

বাগানের গোলকধাঁধা ভেঙে কিছুতেই বেরোতে পারছি না। মনে তখন বড়দের বলা গল্পগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে, ভয় আর বাড়ছে। হঠাৎ দেখি একটা কুপি নিয়ে আমার এক বন্ধু আমায় খুঁজতে এসেছে। লুকোচুরিতে ধরা পড়ে গিয়ে এত খুশি আমি জীবনে হইনি। কুপিটা ওই বন্ধুর বাড়িতে রাখতে গিয়ে দেখি ওই বন্ধুর আর আমার মা বন্ধুর বাড়ির উঠোনে বসে। তারপর আমাদের যা ‘আপ্যায়ন’ হয়েছিল সেকথা উহ্যই থাক। কিন্তু মার খেয়েও আমার বন্ধু একবারের জন্যও বলেনি যে দোষটা আসলে আমার। আসলে ছোটবেলায় আড়ি-ভাব ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না। পরের দিন একসঙ্গে সাইকেলে করে স্কুল থেকে ফেরার সময় আমি ওকে চাঁদের পাহাড়ের গল্প বলেছিলাম। বাঁশ বাগানটা আর নেই। বড় হয়ে আমি ‘শংকর’ না হয়ে আরও বেশি করে ভীতু হয়েছি।

কিন্তু আমার সেই বন্ধুটি এখনও আছে। এখনও যখন আমাদের দেখা হয় এই গল্প ফিরে আসে, কিছুটা পালটে। আমরা ফিরে যাই...

মাসুম (১৯৮৩)

ডেইলি প্যাসেঞ্জার

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

ছবি : এআই

বাসস্ট্যান্ড থেকে জানালার পাশের স্টাফ সিটেই বসে আসছে গৌরী। সামনে দরজা। স্পেস এবং হাওয়া এন্তার। পাবলিকের গুঁতোগুঁতি নেই। নামার সময় হ্যাপাও কম। সিট থেকে উঠে টুক করে নেমে পড়ো।

অফিস টাইমের বাস। স্বাভাবিক ভাবেই তা ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের দখলে থাকে। পাঁচশো মিটারের মাথায় প্রথম স্টপ। একটি মলে দম্পতির সাজে একজোড়া মেল-ফিমেল ম্যানেকুইন। সেদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে, প্রণীত উঠে আসছে হাতের সিগারেটে শেষ টান মেরে। কনডাক্টরের সিটে বসা গৌরীকে আড়চোখে দেখে নিয়ে একটা মৃদু হাসি হেসে ঝুল সামলে ডান দিকের তিন নম্বর জানালার পাশের সিটে বসে। আজ অন্যদিনের মতো নয়। একটু গম্ভীর। আঘাত খেয়ে সামলে ওঠা মুখ নিয়ে বসে।

পিছনের দিকে একটা টু-সিটে পাশাপাশি বসেছে শুভম-প্রচেত। মোবাইল স্ক্রল করতে দুজনেই ব্যস্ত। দশটা পাঁচের ইটাহারগামী বাসটি এগিয়ে চলে। পাওয়ার হাউস স্টপ থেকে আরেকজন উঠত– সুশান্ত। সেই সুশান্ত আজ উঠবে না– একথা ভাবতেই গৌরীর মুখের সানস্ক্রিন লোশনের নীচে একটা বেদনা ছড়িয়ে যায়। একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। চির বিতর্কিত, চির বোহেমিয়ান সুশান্ত আর তাদের সহযাত্রী হবে না কোনওদিন।

তাকে আর কোনওদিন পাওয়া যাবে না মেনে নিয়েই এগিয়ে চলছে সকাল দশটা পাঁচের ইটাহারগামী 'সোনালি-মৌসুমী'। স্কুলে না গেলে সুশান্ত বাসে ওঠেনি বা লেট করলে পরের বাসে গিয়েছে। কিন্তু আজ সে সমস্ত সম্ভাবনাই বৃথা করে দিচ্ছে!

ছোট রঘুনাথপুর থেকে ওঠে শহরের শেষ ডেইলি প্যাসেঞ্জারের ট্রুপ। অন্যদিন গৌরী ইশারায় দেখিয়ে দেয় ফাঁকা সিট। আজ ভাবলেশহীন ও অন্যমনস্ক। মুনমুন সরকার- যে বাসের নিত্যযাত্রীদের কাছে 'মুনদি', প্রায় সমবয়সিদের মধ্যে বয়স, চাকরিজীবন, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বে এগিয়ে থাকার কারণে, খুব ধীরস্থির ভাবে বাসে ওঠে। এতটাই ধীরে যে বাসের খালাসিকেও বলতে হয় 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!' বাসের খালাসি জানে না আজ এরা সবাই শ্লথ। একে একে অভ্রতনু, পিয়াল, মৌলি– সবাই ওঠে। কারও মুখে কথা নেই, বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আগের আলোচনার কোনও পুরোনো সূত্র নেই। যেন এক-একটি যন্ত্র উঠছে। শুধু কাল বিকেলে সুশান্তর বডি প্রত্যর্পণের পর ওরা কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ডেইলি প্যাসেঞ্জার বৈদ্যুতিক চুল্লির দরজাটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল।

মুনমুন বাসে উঠে গম্ভীরমুখে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়। বেশ কয়েকটি সিট খালি আছে। সে ফাঁকা সিটের কাছে এগিয়ে যায়। একটা সাদা টাওয়েল পেতে দেয়। সিটে একটা রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে দেয়, রাখে কয়েকটা সাদা গোলাপ।

কনডাক্টর পরিচিত। তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলে– 'আজ সুশান্তের স্মৃতিতে এই সিট খালি থাকুক, ভোলাদা। পরিবর্তে আমি দাঁড়িয়ে যাচ্ছি।'

ভোলা একমুখ জর্দাপানে লাল মুখ নেড়ে বলে, 'ফাঁকা সিট তো আছেই। আপনি বসুন না দিদিমণি।'

মুনমুন থমথমে মুখে জানালার কাচে চোখ রাখে। চোখের পলক ফেললে বা এদিক থেকে ওদিকে নাড়ালেই বোধহয় টপ করে জল পড়ে যাবে। ছেলেবেলার অবাক করা দৃশ্যের মতো বাস একই জায়গায় থাকছে, শুধু গাছপালা-বাড়িঘর পিছনে চলে যাচ্ছে। মুনমুনের চেয়ে বয়সে অনেক অনেক ছোট সুশান্ত। ভাইয়ের চেয়েও ছোট, ছেলের চেয়ে ক'বছরের বড়। এত অল্প বয়সে সুশান্তের হঠাৎ চলে যাওয়ায় সে রুদ্ধবাক। জয়েনিংয়ের পরদিন, যেদিন সুশান্ত নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিল, সেদিনই অচেনা বাচ্চা ছেলেটাকে পাশের সিটে বসিয়ে বলেছিল– 'প্রাইমারিতে জয়েন করেছিস! কোন স্কুল?'

সমস্ত বাসটা একটা দুঃখের বাম্পারের উপর দিয়ে যেতে গিয়ে যেন ঝাঁকি দেয়। থিতিয়ে রাখা কষ্ট নড়েচড়ে ওঠে। কনডাক্টর ভাড়া চাইতে এসে প্রণীতকে বলে, 'শুনেছিলাম বেশ কয়েকদিন নিখোঁজ ছিল, শেষপর্যন্ত মরেই গেল! এ বাসে প্রায় বারো বছর ধরে যাচ্ছিল।'

প্রণীতের মনে সুশান্তর মুখটা ভেসে ওঠে। ইস! এক সপ্তাহ আগেও, তাকে দেখা শেষ দিনে, সে প্রণীতের পাশেই বসেছিল। ইদানীং কথা কম বলছিল। চোখে সবসময় সানগ্লাসটা রাখত। কেন কে জানে!

প্রণীত যখন সুশান্তর কথা ভাবছে ঠিক তখনই গৌরী বলে ওঠে– 'প্রণীতদা, তুমি লক্ষ করেছ, ইদানীং সুশান্ত চোখে সবসময় সানগ্লাস পরে থাকত।'

প্রণীত কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সদ্য চাকরি পাওয়া নন্দিনী উত্তর দেয়, 'নিশ্চয়ই খুব দুঃখ ছিল মনে। চোখে তো সেটা ফুটে ওঠে, তাই।'

মাঝরাস্তায় একজন উঠে খালি সিট দেখে এগিয়ে গিয়ে থমকে যায়। আশপাশের সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কেউ বসবে না?'

কনডাক্টর ভোলা এগিয়ে এসে বলে, 'আমাদের একজন ডেইলি প্যাসেঞ্জার মারা গিয়েছে। সিটটা খালিই থাকুক। নাহলে তো দিদিমণিই বসতেন। পেছনে সিট খালি আছে। আপনি ওদিকে গিয়ে বসুন।'

পরাণপুর থেকে ওঠা দুই দিদিমণি ঠিক চিনতে না পেরে প্রশ্ন করে, 'কে ভোলাদা? আমরা চিনতাম?'

-হ্যাঁ, চিনতেন। সুশান্ত মাস্টারমশাইয়ের পাশে বসে আপনারাও কতদিন গেছেন।

দিদিমণি দুজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মনে করার চেষ্টা করে। কূলকিনারা না পেয়ে একজন বলে, 'ওহ! পেপারে পড়লাম যে সুশান্ত দাসের খবরটা! তিনিই না? ইস, ভাবা যায় না! সুস্থ সবল মানুষ নদীর জলে ভেসে গেল কীভাবে?'

ভোলা তাদের পয়সা ফেরত দিতে দিতে বলে, 'হ্যাঁ। তবে কী! আজকাল মাস্টারমশাই বদলে গেছিল। একা-একা চুপচাপ যেত। মুখে কতদিন গন্ধ পেয়েছি। আপনারা টের পেয়েছেন কি না জানি না! বাসস্ট্যান্ডে খুব ডিয়ার লটারি কাটত। সবই আমরা দেখতাম। এই করে মার্কেটে অনেক দেনাও হয়ে গেছিল। গত কয়েকমাস ধরে রেগুলার স্কুলেও যেত না।'

ভোলার কথা কেড়ে নিয়ে প্রণীত বলে, 'একা হয়ে পড়ছিল। আগের বন্ধুবান্ধব কেউ ছিল না। সবাই সরে পড়ছিল। যদি বন্ধুরা ঘিরে থাকত, তাহলে বোধহয় এই পরিণতি হত না!'

গৌরী মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। কথার শেষে মন্তব্য করে, 'আসলে আমাদের থেকে তো ও অনেকটা ছোট। আমরা কেউ দিদি, কেউ দাদা। প্রতিদিন অনেকটা সময় কাটালেও, আফটার অল আমরা ওর বন্ধু হতে পারিনি। তাই আমাদের সামনে নিজেকে গুটিয়ে নিত।'

প্রণীত কিছুটা আক্ষেপ নিয়ে গৌরীকে বলে, 'একটা ছেলে একটু একটু করে তলিয়ে গেল জীবনের সমুদ্রে। কোথায় আমরা তাকে ঘিরে ধরে বাঁচাব! তা নয়, একা-একা ছেড়ে দিলাম। কেউ পাশে থাকলাম না। সুশান্ত তো পার্টি করত সক্রিয়ভাবে। তারাও...'

গত বছর দুয়েক নিয়মিত ছিল না। যুব সংগঠন করত। অনিয়মিত যোগাযোগের কারণে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আসলে ঘনিষ্ঠতা না থাকলে কোনও পার্টি আর কবে কাউকে মনে রাখে? পুরোনো শ্রমের কোনও দাম থাকে না পার্টির কাছে।

কনডাক্টর অন্যদিকে চলে গেলে প্রণীত বলে, 'আমরা তো শুধু বাসের পরিচিত নই। সেই বেসিক ট্রেনিং থেকে একসাথে। চাকরি একসাথে, এক জায়গায়। একটু রাগী টাইপের ছেলে হলেও মনটা ছিল একেবারেই সরল। কাউকে সাহায্য করতে নিজের কথা কোনওদিন ভাবত না। করোনার সময় সুশান্ত রাতবিরেতে কত অসুস্থ লোককে অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছে। কত লোককে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। মনে আছে!'

-মনে আছে। কিন্তু ভুলে গেছিলাম। মানুষ ভালো জিনিস মনে রাখে না, প্রণীতদা। সুশান্তের মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যেত, লটারি কেটে নিঃস্ব-মানুষ এখন এটাই মনে রেখেছে। শুনলে না?'

একটা ধারাবাহিক স্মৃতিচারণা চলতে থাকে। গৌরী, প্রণীত, মুনমুনের কথাগুলো বাসের কিছু যাত্রী নিবিষ্ট মনে শুনতে শুনতে এক সূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করে। সুশান্তকে নিয়ে একটা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়ে গেছে।

ছোটগল্প

> মদ ও জুয়া নিয়ে সুস্থ জীবনের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সুশান্তর বেতন কম পড়ে যাচ্ছিল। মদ খেলেই বমির মতো উগরে দিত ভেতরের জ্বালা। ফলে সস্তা মদের দোকানের সঙ্গীরা তাকে কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছিল। সুশান্তের মতো তারাও নিজের পকেট উজাড় করে ত্রিসন্ধ্যা মদ খাওয়াত।

মুনমুন আত্মগ্লানিতে বলে, 'আমাদেরই ভুল হয়েছে বুঝলি। সুশান্ত এমন হয়ে যাচ্ছিল। আমরা সবাই কমবেশি জানতাম। অথচ কেউ ওকে একটুও সময় দিলাম না। কেউ খোঁজ নিলাম না। নিজেদের নিয়েই মশগুল থেকে গেলাম। এর কোনও মাফ হয় না ভাই।'

রঞ্জিতা নামে মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ড্রাইভার'স কেবিনের সিটে। ছোট্ট বাসটার সব কথা তার কানে আসছিল। আজকের দিনে তাকে কেউ লক্ষ করছে না। কিন্তু সে জানে সুশান্তের এই পরিণতির কারণ। বাসের অনেকেই জানে, একসময় সুশান্ত আর রঞ্জিতার মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শহরের রেস্তোরাঁ, ক্যাফেতে তাদের দেখা গিয়েছিল একসময়। সুশান্ত হাঁটছে শহরের গলিতে, রঞ্জিতা পাশে পাশে।

হাঁটতে হাঁটতে, ঘুরতে ঘুরতে তারা পরস্পরের কাছাকাছি এসে দেখেছিল– অনেক অনেক মাইল দূরত্ব। রঞ্জিতা শাসকদলের নেতার মেয়ে, সুশান্ত সেই দলের বিরুদ্ধে মিছিল করে, পতাকা বাঁধে। এটুকু অনেকের কাছে বাধা হয় না। অনেকের কাছে রাজনীতি সময় কাটানোর জায়গা অথবা ক্ষমতার পাশে থাকা। সুশান্ত এমন এক বিশ্বাস থেকে রাজনীতি করত যেখানে চাওয়াপাওয়ার চাইতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার তাগিদ বেশি। ফলে সাড়ে সাত লাখ টাকায় চাকরি কেনা রঞ্জিতার সাথে এককথা দু'কথাতেই সংঘাত বেধে যেত।

সুশান্তর সাথে বিচ্ছেদের পর রঞ্জিতার ছেলের অভাব হয়নি। মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ায় পারদর্শী কতজন লাইন দিল। সে সব দেখতে দেখতে সুশান্ত ক্রমশ এক ঘৃণার অতল সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। এর থেকে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে নেশার নিষিদ্ধ জগতের গলিঘুঁজি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। শহরের সমস্ত সস্তা মদের ঠেক তার কাছে পরিচিত হয়ে উঠছিল। সে পরিচিত হয়ে উঠছিল অন্ধজগতের সমস্ত নেশাখোর ও জুয়াড়িদের কাছে। তখন রঞ্জিতার বলা সহজ হল, 'বেহেড মাতালের সাথে প্রেম করা যায়!'

মদ ও জুয়া নিয়ে সুস্থ জীবনের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সুশান্তর বেতন কম পড়ে যাচ্ছিল। মদ খেলেই বমির মতো উগরে দিত ভেতরের জ্বালা। ফলে সস্তা মদের দোকানের সঙ্গীরা তাকে কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছিল। সুশান্তের মতো তারাও নিজের পকেট উজাড় করে ত্রিসন্ধ্যা মদ খাওয়াত। তাদেরই একজন বাস কনডাক্টর ভোলা। সে জানে মাস্টারমশায়ের মুখে গন্ধ থাকলেও মনে ফুটে থাকত গন্ধরাজ।

তবুও ভোলা ভাড়া কাটতে কাটতে একবারও ঘৃণা কিংবা রাগ নিয়ে রঞ্জিতার দিকে তাকায়নি। কনডাক্টরের যা কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করেছে। যখন রঞ্জিতার কাছ থেকে অন্য যাত্রীদের কাছে চলে যাচ্ছিল তখন ফিশফিশ গলায় শুনল, 'দাদা, জলে ডুবেই মারা গেল! মানে আত্মহত্যা?'

-ঠিক জানি না দিদিমণি। বাসস্ট্যান্ডে তো নানা জনে নানা কথা বলছে। কেউ আত্মহত্যা বলছে, কেউ বলছে টাকার জন্যে মার্ডার। বডি তো বাংলাদেশে ভেসে গেছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বাংলাদেশ পাঠাবে।'

বাসের সবাই হাঁ হয়ে কনডাক্টরের কথা গিলছিল। মুনমুন স্বগতোক্তি করে বলে, 'ইশ! ছেলেটা যা খুশি ভাবে জীবন কাটাল। মারা যে গেল! তাতেও রহস্য। কেউ কোনওদিন ভেবেছিলাম– এভাবে একদিন বাসে সুশান্তকে ছাড়া যেতে হবে? হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল, আর ফিরল না, তারপর তার পোস্টমর্টেম করছে অন্য একটা দেশ।'

'ও মুনদি!' গৌরী চোখে জল নিয়ে বলে, 'কত কিছু শুনেছি। সুশান্ত রাফ ছেলে, নেশা-ভাং করে, কিন্তু মেয়েদের কি অসম্ভব রেসপেক্ট দিত, না?'

-হুঁ।

মদ খেয়ে থাকলে সুশান্ত কথা বলত না। চুপ করে সিটে বসে থাকত ঘুমের ভান করে। স্কুল এলে কোনও দিকে না তাকিয়ে মাথা নীচু করে নেমে যেত।

রাধানগর থেকে ওঠা পম্পা বলে, 'একদম, গৌরী একদম ঠিক বলেছে। সামনে কোনও মহিলা বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে, সুশান্তকে কত-কত দিন সিট ছেড়ে দিতে দেখেছি।'

এতক্ষণ চুপ থাকা দোলা পেছন থেকে বলে, 'জায়গা না পেলে সুশান্ত যদি দেখে ফেলত জোর করে সিট ছেড়ে দিয়ে বসাত। তোদের কথা শুনতে শুনতে কত কথা মনে পড়ছে রে।'

প্রণীত আক্ষেপ করে, 'শুধু আজ চর্চা হচ্ছে ওকে নিয়ে। কাল থেকে সবকিছু বদলে যাবে দোলাদি। আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলব। সুশান্ত বলে আর কোনও ভাই-বন্ধু-ডেইলি প্যাসেঞ্জার থাকবে না।'

মুনমুন বলে, 'সত্যিই রে! মানুষ চলে গেলে সবকিছু নিয়ে চলে যায়। আর কিচ্ছু থাকে না।'

বাস মৃদুগতিতে ছুটছে। খাঁড়ির উপরের ছোট্ট ব্রিজটা পেরোলে সুশান্ত তার যাবতীয় ঘুম, সাম্প্রতিক কালের নীরবতা ভেঙে নড়েচড়ে বসত। আর মাইল তিনেক পরেই 'মালাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়'। সুশান্ত উঠে গেটের কাছে গেলে খালাসির হাত বেলের দড়িটা ধরত।

আজও আকাশমণি ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গল পেরিয়ে যেতে যেতে সূর্যের আলো গায়ে মেখে উঁকি দিচ্ছে প্রাচীর ঘেরা একতলা স্কুলবাড়িটা। মাঝারি মাপের লোহার গেট। আহা! সুশান্তের স্পর্শ লেগে আছে। আজ সুশান্ত নামবে না। বাসের ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা জানে আজ বাস থামবে না।

মালাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে খালাসি টুং করে বেল বাজিয়ে দিল। ড্রাইভার কোনও যাত্রী নামবে না জেনেও বাস থামিয়ে দিল। সুশান্তের নামতে যতটুকু সময় লাগত, ঠিক ততটুকু সময় বাসটা আজও থেমেছিল। ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে দু'সেকেন্ডের নীরবতা। একটা শোক-শোক সভা।

কবিতা

নেই আমার জন্মস্থান
চন্দ্রসিংহ মণ্ডল

মাটি কামড়ে পড়েছিল-
হুমকি-কিল-ঘুসি কিছুই বাদ নেই,
মাছে-জলে সমান পুকুর;
জমির কানায় কানায় পূর্ণ আমন ক্ষেত;
মাটির চিলেকোঠা জুড়ে ভরা সংসার;
একাত্তর সায়াহ্নে সব মায়ারা রক্তাক্ত...
ঠাকুরদার কোলে বাবা মৃত্যু পথ ধরে দেশান্তর।

চারিপাশে আতঙ্ক প্রাচীর বেষ্টিত আমি
এবেলা-ওবেলা ধমকবাজের ধমকানি-
কেউ কেউ স্বদেশ প্রেমের ঘনত্ব মাপ নেয়,
খুপরি দেওয়ালে মায়ের প্রসব চিহ্ন বুকে জড়িয়ে
চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে ভগবানের নাম নিই,
আঁতুড়ঘর ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে আসছে কয়েকটি মুখোশ
আপন মৃত্যুর দাগও রেখে যেতে চাই এই আঁতুড়ঘরে।

চলাচল
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

অনেক পথের নাম মিশে আছে খড়কুটো
অনেক পথের শেষে ভিজে যায় বৃষ্টি আলাপ
উড়ানে উড়ানে দূর সে পথের রেখা টেনে টেনে
পাগল একাকী হাসে সবকিছু ধুলো হবে জেনে
গল্পের দিকচিহ্ন হারিয়েছে রাস্তা নিজেই
যেমন ঢেউয়ের নীচে মিশে যায় জলের শরীর
পাগলের বুকে নামে কবেকার বৃষ্টি-বাদল
অন্ধকার বাঁক নিলে ডুবে যায় নদীরও আদল
ভাসমান পথ শুধু প্রথম ধ্বনির মতো জাগে
অচেনা জন্মকাল হেঁটে যায় যে ধ্বনির আগে
সন্ধের পাশে পাশে ধাবমান পায়ের পাতায়
মৃদু বোল পুড়ে ছাই, ছাই থেকে সে এসেছে জল

পাগল চলেছে একা...ধ্বনি জুড়ে তার চলাচল...

রূপান্তর
অজন্তা রায় আচার্য

সর্পে দংশন করেছিল সময়কে, রক্তাক্ত
তাকে চিতায় তুলে দিলাম, ঝুলে পড়ল সময়ের শরীর
আগুনে গলে গলে পড়ছে মাখনের মতো...
ধীরে ধীরে সে এক বিলুপ্ত প্রাণী হয়ে গেল
এইভাবে সময়কে আমি বাঁধন মুক্ত করেছিলাম,
সব বাঁধন-ই আলোর মতো ক্ষণিক
তারপর...শুনলাম ধ্বনি
সময় নিজেই আমার ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে
পুরোনো নদীর মতো
পাথরের নীচে বয়ে চলেছে ক্ষীণ সুরে
যাকে মুক্তি ভেবেছিলাম- সে রূপান্তর মাত্র।

প্রেম ও কাকতাড়ুয়া
মৃড়নাথ চক্রবর্তী

হেমন্তের শুষ্ক নীল আকাশের নীচে
নবান্নের প্রস্তুতি শেষে দুই কাকতাড়ুয়া
ইতিপূর্বে মালিকপক্ষের সমস্ত বিবাদ
আর শস্য বণ্টন চুক্তিকে উপেক্ষা করে
কালিমাখা হাঁড়িমুখে স্থির চুম্বনরত
যেন পূর্ব গঙ্গ যুগের কোনো শিল্পী
তার হাতুড়ি বাটালি ছেড়ে উত্তরাধুনিক সরঞ্জামে
মৃত পৃথিবীর ওপর প্রাণ খোদাই করে যায়।

আমাদের তেইশটি বছর...
অসীমকুমার দাস

আজও ভোর হয়, আজও সূর্য ওঠে
আজও বাড়ির পাশে রাস্তায় পায়রা আসে
আর যে চেয়ারটায় বসতে সেটা আজও
তোমারই জন্য তীব্রভাবে অপেক্ষা করে--
সমস্ত কাজ সেরে আমি যখন ঘরে ফিরি
এক সমুদ্র শূন্যতা ছেঁকে ধরে আমায়
বাড়ির পাশের মান্দার গাছটায় আজও ফুল ফোটে
আমাকে অভিবাদন জানায়
তোমাকেও নিশ্চয় জানাত হয়তো খেয়াল করোনি!

যে পৃথিবীতে দুজনে বাস করতাম
যে প্রেমে পায়রার মতো আবদ্ধ ছিলাম
সেইসব গল্পগাথা আজ সব স্মৃতি
বন্ধুরা আজও আসে, কথা হয়, চলেও যায়
আমি তো এই গৃহ ছেড়ে চলে যেতে পারি না
এই জানালা-দরজা, এই হেঁশেল-শয়নকক্ষ
এই সিঁড়ি– এদের গাঢ় স্পর্শ আদরের ডাক
আমাদের তেইশটি বছর...

সমুদ্রতটে একদম একা ভাঙা নৌকোর মতো
যাত্রীহীন যাত্রাহীন এই সূর্যময় দিনগুলিতে
কী নিয়ে রোজ আমি একা একা সূর্যোদয় দেখব!

জাদুবাস্তব
তন্ময় দেব

বুকের ভেতর লালন করি ধূমকেতু, অথবা
আঁধারের শামিয়ানা। মাঠ ভরা মানুষ আর
ঘর ভরা গাছে ছেয়ে আছে নক্ষত্রমহল।
তুমি আছ জেনেও বিলি করি লিফলেট।

এমন দুঃস্বপ্ন দেখে গভীর রাতে তেষ্টা পায়।
পান করি হিমবাহ। হৃদয়গর্ভে বাড়ে নদ ও নদী।
তুমি খবর রাখো সবই। তবে কীসের আড়াল?
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব?

লিফলেটে চোখ রাখো। ঘোষণা করে কেউ নিরুদ্দেশ
হয় না জেনেও মানুষ আজীবন খুঁজে বেড়ায় প্রেম।

উত্তরের কবিমুখ

পাপড়ি গুহ নিয়োগী

নিঃস্ব

মাথা চুরি গেছে বহুদিন
এবং শিরদাঁড়া মার্কেটে চড়া সুদে

এদের
খুচরো কিছু চরিত্র নিয়ে দৌড়

ইদানীং জিহ্বার নীচে রং নিয়ে
প্রতিবেশীর টালি খাতায় যুদ্ধ আঁকে

ভাগ্যিস
এটি একটি কাল্পনিক চরিত্র

পাপড়ি গুহ নিয়োগীর জন্ম ২১ সেপ্টেম্বর। কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোর, গ্রাম্য সহজিয়া যাপনে। লেখাপড়া-কান্না-কবিতা-নির্জনতা নিয়ে সে এক পরিপূর্ণ যাপন ক্যালেন্ডার। শিক্ষক মা-বাবার চাকরিসূত্রে এক গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আরেক গ্রামে। এখন বিবাহসূত্রে কোচবিহারবাসী। প্রায় দু'দশক ধরে লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইতিমধ্যে ১১টি কবিতার বই, একটি গল্পের বই, একটি গদ্যের ও একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পেয়েছেন কোচবিহার জেলা বইমেলা প্রদত্ত কবি অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, কোচবিহার সাহিত্য সভার বিশেষ সম্মাননা, কোচবিহার টাইমস পত্রিকা সম্মাননা, কাব্যগ্রন্থ 'বাঘছাল গন্ধের মেয়ে'-র জন্য মন্দাক্রান্তা সম্মাননা, তোর্ষা সম্মাননা, কোচবিহার মাইন্ড জোন কাউন্সেলিং সেন্টার সম্মাননা ইত্যাদি। আগে সম্পাদনা করেছেন তোর্ষা সাহিত্য পত্রিকা। বর্তমানে বিরক্তিকর পত্রিকা এবং লিরিক পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ভক্তি।। প্রয়াগরাজে কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে যমুনা নদীর তীরে এক পুণ্যার্থী। -পিটিআই

পুরোটাই তার করিয়াছে নারী

‘স্বপ্ন দেখা কখনও বন্ধ কোরো না’

তূণীর

২ নভেম্বর মধ্যরাতে ভারতীয় ক্রিকেট যে দৃশ্য দেখেছে, তা হয়তো ভবিষ্যতে আর দেখা যাবে না। হরমন-স্মৃতিরা ট্রফি নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন অঞ্জুম চোপড়া, মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামীদের কাছে। তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন বিশ্বকাপ! এমনটা ক্রিকেট আগে কখনও দেখেনি, ভবিষ্যতেও দেখবে কি না সন্দেহ। সেদিন হরমনের তালুতে শুধুমাত্র নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ ধরা পড়েনি, বরং ধরা পড়েছে অর্ধশতাব্দী লালিত এক স্বপ্ন। যে স্বপ্নপূরণের পথ তৈরি করেছিলেন অঞ্জুম-মিতালি-ঝুলনেরা। ঝুলনের বুকে মাথা রেখে কাঁদছেন হরমন ও স্মৃতি। এটাই ভারতীয় ক্রিকেটের নারীমুক্তির ছবি। তাঁদের সবার একটা বৃত্ত যেন সেদিন সম্পূর্ণ হল।

এই বিশ্বকাপ সবদিক দিয়েই অনন্য। এবারে প্রথম পুরুষদের সমান পুরস্কারমূল্য পেলেন জয়ীরা। এই বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শুধুমাত্র মহিলা আম্পায়াররা। শুরুতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলেও সব মিলিয়ে তাঁরা ভালোই সামলেছেন। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড ব্যতীত প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনাল। বদলে গেল বিশ্ব ক্রিকেটের ডেমোগ্রাফি। পরপর তিনবছর বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলল সুন লুস - লরা উলভার্টের দক্ষিণ আফ্রিকা। এবারে প্রোটিয়ারা ঘরোয়া ক্রিকেট পরিমার্জনের কাজে হাত দিয়েছে। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা অনতিবিলম্বে ফিরে আসবে, যেমন বারবার ফিরে আসে। শার্লট এডওয়ার্ডস ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে নতুন করে ড্রয়িং বোর্ডের ঘুঁটি সাজাতে হবে, যেভাবে ২০১৫ বিশ্বকাপের পর ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে গিয়েছিলেন ইয়ন মর্গ্যান এবং অ্যান্ড্রু স্ট্রস। অস্ট্রেলিয়াকে নিজের ফিউচার ট্যুর প্ল্যানিং নিয়ে ভাবতে হবে। সারা বছর দুনিয়াজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলে মাত্র একটা তিন ম্যাচের সিরিজের পর বিশ্বকাপে নেমে যাওয়া, অস্ট্রিলীয় মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না।

সর্বোপরি ক্রিকেটের সনাতনী ধারণা ভাঙছে। পুরুষদের মতো মহিলাদের একদিনের খেলাও চ্যালেঞ্জের মুখে। যদিও আগামী ২০২৭ সালে মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তবু এখন সবার পাখির চোখ ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। একথা অনস্বীকার্য, এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটের মাধ্যমেই ক্রিকেটকে বিস্তারিত করা সম্ভব।

এবং ভারত। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ক্রীড়া সংস্কৃতিহীন একটা দেশ। ক্রিকেটও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৮৩ ভারতীয় ক্রিকেটকে শহর থেকে মফসসলে-গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছিল। আশা করা যায়, ২০২৫ ভাবীকালের রিচাদের বেশি করে মাঠে নিয়ে আসবে। আপাতত পুরুষ ক্রিকেট ও আইপিএলের রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টের সাহায্যে বিসিসিআই মহিলা ক্রিকেটে বিনিয়োগ করছে। ডব্লিউপিএল চতুর্থ বর্ষে পা দিতে চলেছে। বিশ্বজয় নিঃসন্দেহে ডব্লিউপিএলে-র ওপর প্রচারের আলো বাড়াবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন মহিলা ক্রিকেটে রাজ্যস্তরে বিনিয়োগ এবং সেই অর্থের পরিকল্পিত ব্যবহার।

ইতিমধ্যে বাংলা-দিল্লির মতো অনেক প্রদেশে রাজ্যভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু হয়েছে। যেখানে ছড়িয়ে পড়ছেন স্কাউটেরা। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এইসব লিগের সংখ্যা বাড়বে। একইসঙ্গে প্রয়োজন ঘরোয়া ক্রিকেটের গুরুত্ব সহকারে প্রচার। প্রয়োজন মহিলাদের জন্য পৃথক দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্প। ভবিষ্যতের জেমিমাদের ২২ গজে জায়গা করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবদের। প্রয়োজন পৃথক সাজঘর ও শৌচালয়। এই নিরাপত্তা দিতে না পারলে যে কোনও খেলায় মহিলাদের উন্নতি অসম্ভব। বিশ্বজয়ের আনন্দের মাঝেও ভাবতে লজ্জা লাগে, বিশ্বকাপ চলাকালীন বসুধৈব কুটুম্বকম ভারতবর্ষে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের শ্লীলতাহানির স্বীকার হতে হয়েছে।

এবারে বর্তমান জাতীয় দলে নজর ঘোরানো যাক। হরমন বাহিনীদের জন্য তৈরি ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট এবং প্রিভেনশন স্কিম পরিমার্জনের আশু প্রয়োজন। ঘরের মাঠে চোয়াল চাপা লড়াই করে বিশ্বকাপ এসেছে। কিন্তু আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় যেন কোচ-অধিনায়ককে অনিশ্চিত, অপরিকল্পিত বোলিং আক্রমণ নিয়ে নামতে না হয়। প্রসঙ্গত, গতবছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শোচনীয় ফলাফলের পর ভারত টি-টোয়েন্টিতে দল হিসেবে উন্নতি করেছে। তবুও বিশ্বকাপে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ভারতের মেয়েরা ফিটনেস এবং ফিল্ডিংয়ে সেনা দেশের মেয়েদের থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে। ঘরোয়া ক্রিকেট বা ডব্লিউপিএল-এর পারফরমেন্সের ভিত্তিতে একজন লেগ স্পিনার খুঁজে তাঁর পরিচর্যা করতে হবে। ঠিক যেমনভাবে একদিনের বিশ্বকাপের আগে দল পরিচালন সমিতি শ্রীচরণীকে লালন করেছিলেন।

সবশেষে আমরা বিশ্বজয়ী। এখন আনন্দের সময়। আরও কিছুদিন বিশ্বজয়ের গন্ধে মেতে থাকার সময়।

চাকদা থেকে বিশ্বক্রিকেট শাসন করা যেকোনও রূপকথার গল্পকেও হার মানাবে। এতদিনে যেন স্বপ্নপূরণ হল ঝুলন গোস্বামীরও।

২০১৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে ট্রফির কাছে গিয়েও ছুঁয়ে দেখা হয়নি। এবার অনুজরা যেন মিতালিকে সবকিছু পাইয়ে দিলেন।

ডব্লিউপিএলের ভূমিকা অসীম

তন্ময় মল্লিক

২ নভেম্বর, ২০২৫, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় যোগ করে দিল। শেষ কয়েক বছরের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে বর্তমানে ভারতীয় দলকে সারা বিশ্বে মোটেও হেলাফেলা না করা হলেও একটি আইসিসি ট্রফির বড়ই দরকার ছিল। সকলের আশা, এই জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে নবজাগরণের সূচনা করবে, যেমনটা হয়েছিল ১৯৮৩ সালে।

সেমিফাইনালে জেমিমা রডরিগেজের ওই অমর ইনিংসে ‘প্রায় অপরাজেয়’ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তা নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হাজার হাজার সমর্থকের মাঝে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ফাইনালে প্রতিযোগিতার খেলোয়াড় দীপ্তি শর্মার বোলিংয়ে অধিনায়ক হরমনের হাতে কয়েকদিন আগেই ভারতীয়দের হৃদয়ভাঙ্গা নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ জমা পড়তেই গোটা ভারতবর্ষে যেভাবে ‘অকাল দীপাবলি’ পালিত হয়েছে, তা থেকে আমরা এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি। এর আগে ২০০৫ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সামনে মুখ থুবড়ে পড়া কিংবা ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ‘তীরে এসে তরী ডোবা’, তার পরবর্তীতে বারবার নক আউটে গিয়ে ‘চোক’ করা-বড় প্রতিযোগিতায় শেষের দিকে যে ‘এজ’-এর প্রয়োজন সেটা আসছিল না।

সেনা দেশগুলির বিপক্ষে ২০১৭ বিশ্বকাপ থেকে ডব্লিউপিএল শুরু পর্যন্ত	
ম্যাচ	৪১
জয়	১৮
জয় %	৪৪
ডব্লিউপিএল শুরু থেকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত	
ম্যাচ	২৬
জয়	১৩
জয় %	৫০

সেইসঙ্গে এটাও মানতে হবে মহিলা ক্রিকেটের দুই শক্তিধর অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের সামনে আমরা প্রায় সবক্ষেত্রেই কিছুটা করে পিছিয়ে। কিন্তু এই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে বড় দলের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পরেও সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অবিস্মরণীয় রান তাড়া করে জয় কিংবা ফাইনালে এগিয়ে থাকা অবস্থাতেও নার্ভ ধরে রাখা সেই ‘এজ’ টাই দিয়ে গেল। এখানেই উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের সরাসরি গুরুত্বের প্রসঙ্গ চলে আসে।

গত দশকের শেষদিক থেকেই ক্রিকেট বিশ্বে টি২০-এর চাহিদা বাড়তে থাকে এবং চারিদিকে বিভিন্ন এগিয়ে থাকা দেশে টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগ শুরু হতে থাকে যা ক্রিকেট বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পুরুষদের লিগ সাড়া ফেললেও মহিলা ক্রিকেটে তেমন কিছুই ছিল না। এক্ষেত্রে ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড উইমেন্স বিগ ব্যাশ নিয়ে আসে। পরে ইংল্যান্ডে শুরু হয় ‘হান্ড্রেড’। হরমন, স্মৃতি, জেমিমা, রিচা, দীপ্তির মতো কয়েকজন এইসব লিগে সুযোগ পেলেও ভারতীয় বোর্ডের তৎকালীন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বুঝেছিলেন যাঁরা সেইসময় দলে রয়েছেন কিংবা যাঁরা ভবিষ্যতে উঠে আসবে তাঁদের মানসিকতা পালটানোর জন্য, প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য, খেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা এবং আর্থিকভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগের প্রয়োজন। সেখান থেকেই উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের পথচলা শুরু ২০২৩ থেকে।

- এই লিগ খেলোয়াড়দের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে পেরেছে, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, পেশাদারিত্ব এনেছে।
- উচ্চস্তরীয় ট্রেনিং ফেসিলিটি, মেডিকেল ফেসিলিটি, কোচিং স্টাফ-খেলোয়াড়দের উন্নত স্কিলসেট, ফিটনেস প্রভৃতি বাড়াতে সাহায্য করেছে।
- বিশ্বের বড় বড় খেলোয়াড়দের সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে যা তাঁদের দক্ষতা, ট্যাকটিক্স, ম্যাচ সিচুয়েশন রিডিং প্রভৃতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।
- যথেষ্ট ভালো পিচ, মাঠভর্তি দর্শকের সামনে খেলা ভারতীয় ক্রিকেটের মান বাড়িয়েছে।
- অনেক অনামী খেলোয়াড় লাইমলাইটে এসেছে। তাঁদের দায়িত্ববোধ, পেশাদারিত্ব বেড়েছে।
- সর্বোপরি এই লিগ খেলোয়াড়দের আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে।

সব মিলিয়ে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ভারতীয় প্রমীলা ক্রিকেটে যে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল তা কিছুটা হলেও এবারের বিশ্বকাপ জয়ে অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও আরও অনেক সাফল্য যে এর মাধ্যমে আসবে, সেই আশা করাই যায়।

ট্রফি জয় বাড়াবে আগ্রহ

শুভম মাইতি

বৃষ্টির জন্য খেলা শেষ হয়েছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে। মাঝরাত পেরিয়েছে খানিক আগে। সেই সময়েই ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের আকাশে রোশনাই জানান দিচ্ছে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন পালক যোগ করে প্রথমবারের জন্য একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতের মেয়েরা। হরমনপ্রীত, স্মৃতিরা যখন মাঠের মধ্যে ভিক্ট্রি ল্যাপ দিচ্ছেন, তখন দর্শকদের চোখে পড়ল প্রায় ভর্তি স্ট্যান্ডের মাথার ওপর প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে আছেন এক তরুণ। যেখানে লেখা ২০১৭-র ফাইনালের ক্ষত আশা করি ভারত ২০২৫ সালে নিরাময় করবে। তাঁর কথা মিলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ভারত যে কেবলমাত্র গত আট বছরে একাধিক বিশ্বকাপে হারের যন্ত্রণার উপশম করেছে তা নয়, সুগম করেছে আগামীর রাস্তাও।

ফেরা যাক ২০১৬ সালে। এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। তৎকালীন অধিনায়ক মিতালি রাজকে সমাজমাধ্যমে এসে খেলা দেখার জন্য দর্শকদের কাছে আবেদন করতে হয়েছিল। এরপর ২০১৭ সাল থেকে পরিস্থিতি খানিক বদলানো শুরু হল, সৌজন্যে বর্তমান অধিনায়ক হরমনপ্রীতের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অপরাজিত ১৭১। সেবার ট্রফি না এলেও মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহীর সংখ্যা বারলো। মাঝের বছরগুলোতে মুম্বই,বেঙ্গালুরুর মাঠ কখনও খালি থাকেনি। একদিনের ম্যাচ হোক বা টেস্ট-তৈরি হয়েছে ফ্যান ক্লাব, বাঁধা হয়েছে গান। এবারের বিশ্বকাপেই যেমন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভিউয়ারশিপের একাধিক রেকর্ড চুরমার করেছে। ফাইনাল দেখেছেন ১৮৫ মিলিয়ন মানুষ, যা ২০২৪ পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপের দর্শক সংখ্যার সমান। এছাড়াও টিভিতে ম্যাচ দেখেছেন প্রায় ৯ কোটির বেশি দর্শক যা ২০২৩, ২০২৪ পুরুষদের বিশ্বকাপের ফাইনালের দর্শক সংখ্যার সমান। তারপরেও একটা আইসিসি ট্রফি জয় খুব দরকার ছিল।

কিন্তু কেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে সেইসময়ে যখন বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচ হারের পর সমাজমাধ্যমে হরমনদের মুণ্ডপাত করা হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন মহিলা ক্রিকেটে সমর্থন, টাকা কিংবা খেলারই প্রয়োজন নেই। বিশ্বকাপ শুরুর সময়ের বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে অনেকে বলতে থাকেন, তাঁরা ‘অর্ধেক ফ্যান’ই ঠিক আছেন। তাঁদের মহিলা ক্রিকেটকে সমর্থনের দরকার নেই। এখন অনেকে বলতেই পারেন, খারাপ খেললে সমালোচনা তো শুনতেই হবে। কিন্তু ছেলেদের ক্রিকেটে ফ্যানেদের সমালোচনা আর মেয়েদের ক্রিকেটের প্রতি সমালোচনার মূল ফারাক লুকিয়ে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গিতে।

চলতি বিশ্বকাপেই পরপর তিন ম্যাচ হারায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের শুনতে হয়েছিল, ‘রান্নাঘরে ফিরে যাও।’ শেষ কয়েক বছরে মহিলা ক্রিকেটে ভারত মোটেও ক্ষুদ্র শক্তি নয়। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের এই হিংস্র আস্ফালনকে চুপ করাতে এই জয় দরকার ছিল।

আজকে কোনও পুরুষ ক্রিকেটার ব্যর্থ হলে তাঁদের বলা হয় না, ‘ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরে ফিরে যাও’, যেটা তিন ম্যাচ হারের পর স্মৃতিদের শুনতে হয়েছে। অর্থাৎ ক্রিকেটে জয়-পরাজয় ছাপিয়ে তাঁদের লিঙ্গ পরিচয় অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেই লিঙ্গ পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁদের ক্রিকেট আঙিনায় ব্রাত্য করে রাখা হয়, ওই লিঙ্গ পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁদের ন্যূনতম প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন। এখন যখন ২০২৫ বিশ্বজয়ের পর নতুন করে মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হচ্ছে, আশা করা যায়, ক্রিকেট স্টেডিয়ামগুলোর দর্শকাসন যা চূড়ান্তভাবে একটি ‘পিতৃতান্ত্রিক স্পেস’ সেখানে আরও অনেক মেয়ে একসঙ্গে বসে খেলা দেখবেন নির্ভয়ে, পিতৃতান্ত্রিক গালিগালাজ এড়িয়ে। দু’চোখ ভরে নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড়ের খেলা দেখতে দেখতে, তাঁদের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোনও একদিন এই দর্শকাসনের মধ্যে থেকেই পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎকে। যেমন পাওয়া গিয়েছিল অ্যালিসা হিলি, ঝুলন গোস্বামী কিংবা কাইনাত ইমতিয়াজকে।

ম্যাচ বাতিল, সিরিজ ভারতেরই

ভারত- ৫২/০ (৪.৫ ওভার)

ব্রিসবেন, ৮ নভেম্বর : আশঙ্কা ছিল। সেটাই হল।

গাব্বার ক্রিকেট উৎসবে জল ঢালল বিরূপ প্রকৃতি। ক্যানবেরায় সিরিজের প্রথম ম্যাচও ভেস্তে গিয়েছিল। আজ বৃষ্টির সঙ্গে দোসর হিসেবে হাজির বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানি। জোড়া চাপে ইতি আকর্ষণীয় ম্যাচের সম্ভাবনা। ভারতীয় ইনিংস (৫২/০) ৪.৫ ওভার গড়াতে না গড়াতে প্রথমে তুমুল বৃষ্টি। ঘন কালো মেঘের দাপাদাপি, বিদ্যুতের ঝলক।

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে সোজা সাজঘরে। আপার টাওয়ারের দর্শকদের বলা হয় লোয়ার টাওয়ারে যথাসম্ভব শেডের নীচে চলে যেতে। মাঝে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির দাপটে ব্রেক লাগার পর খেলা শুরুর আশা তৈরি হয়েছিল। বৃষ্টিভেজা দর্শকরা মুখিয়ে ছিলেন ফের অভিষেক শর্মা (অপরাজিত ২৩), শুভমান গিলদের (অপরাজিত ২৯) ঝলক দেখার জন্য।

অপেক্ষাই সার। খেলা আর শুরু করা যায়নি। ঘণ্টা দুয়েকের ওপর দেখার পর ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত। তবে বৃষ্টিভেজা গাব্বায় নয়া ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়নি ভারতীয় দল। আটকায়নি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আরও একটা সিরিজ জয়ের বিজয়পতাকা ওড়ানো।

হোবার্টের পর গোল্ড কোস্ট, জোড়া জয়ে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ব্রিসবেনে খেলতে নামে ভারত। এদিন ম্যাচ বাতিলে শেষপর্যন্ত ২-১ ব্যবধানেই সিরিজ ভারতের পকেটে। সিরিজ জয়ের ট্রফি সূর্যের হাতে।

২০২১-এ ব্রিসবেনেই অজিদের হারিয়ে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল

সেরা ক্রিকেটার অভিষেক

আজিঙ্কা রাহানের দল। নায়ক ঋষভ পন্থ। ফরম্যাট, বলের রং বদলালেও সেই তালিকায় আরও অধ্যায় যুক্ত হল এদিন। সূর্যর কথায়, দলগত প্রয়াসের ফল।

অজি শিবির স্বভাবতই হতাশ। টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সময় মিচেল মার্শ বলেছিলেন, রানতাড়া তাদের জন্য ভালো বিকল্প। আশাবাদী দল লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হবে এবং সিরিজ ২-২ করতে সমর্থ হবে। যদিও শেষ হাসি হাসে বৃষ্টিই।

মাথার ওপর ঘন কালো আকাশ। যে কোনও সময় বৃষ্টির আশঙ্কা। তার মধ্যে টসে হেরে প্রথম ব্যাটিং। যদিও হেলদোল নেই সূর্যের। টানা টস হার নিয়ে যুক্তি, দল যখন জিতছে, টস নিয়ে ভাবতে রাজি নন। দলে একটাই পরিবর্তন 'বার্থডে বয়' তিলক ভার্মার জায়গায় রিঙ্কু সিং। তবে দুর্ভাগ্য রিঙ্কুর, সুযোগ হয়নি মাঠে নামার।

২৯ বলের ম্যাচে প্রাপ্তি বলতে অভিষেক, শুভমানের ক্যামিও ইনিংস। বার দুয়েক জীবন পাওয়া অভিষেক ২৩ (সিরিজে ১৬৩ রান)। যার সুবাদে দ্রুততম হাজার রানের (বলের নিরিখে) নজির।

সিরিজ সেরার ট্রফি বাবার হাতে তুলে দিলেন অভিষেক শর্মা।

এশিয়া কাপের পর আরও এক সিরিজ সেরার সম্মানও।

শুভমান অপরদিকে অপরাজিত ২৯-এ নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং, দৃষ্টিনন্দন শটে বোঝালেন, একটু সময় দিলে কুড়ির ফরম্যাটেও ফুল ফোটাবেন। বড় রানের প্রত্যাশা তৈরি করেও বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২৯ বলের ম্যাচ, বৃষ্টিতে কাকভেজা হওয়া - হতাশ হলেও ঢাকঢোল, নাচেগানে গ্যালারি মাতিয়ে রাখার দৃশ্যে বিরাম হয়নি। প্রাপ্তি শুভমান-অর্শদীপ সিংদের অটোগ্রাফ, সেলফি।

টিম হোটেলে ফেরার আগে অর্শদীপ, শুভমানরা হাসিমুখে সমর্থকদের আবদার মেটান। তাঁদের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া টুপি, শার্ট, ছোট ছোট ব্যাটে অটোগ্রাফ দিলেন একনাগাড়ে। হাসিমুখে ভক্তের মোবাইলে ধরা দিলেন ডুলফি, কখনও বা গ্রুফির দাবি মেটাতে!

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষ। সামনে হোম সিরিজ। শুরুটা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট সিরিজ দিয়ে। যার সূচনা ১৪ অগাস্ট ইডেন গার্ডেন্সে। তারপর ওডিআই এবং পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ (৯-১৯ ডিসেম্বর)। নিউজিল্যান্ডের (২১-৩১ জানুয়ারি) বিরুদ্ধে আরও ৫টি টি২০ ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে সবমিলিয়ে আর ১০টা ম্যাচ।

দশ ম্যাচে মিশন বিশ্বকাপের নীল নকশা তৈরি, দলকে প্রস্তুত রাখার চ্যালেঞ্জ। বৃষ্টিবিঘ্নিত সিরিজে তরুণ ব্রিগেডের মিলিত প্রয়াসে আশ্বস্ত করবে গৌতম গম্ভীরদের। বিশ্বযুদ্ধের দল কার্যত প্রস্তুত। অপেক্ষা শুধু চোট সারিয়ে হার্দিক পান্ডিয়ার ফেরার।

টি২০ সিরিজ জয়ের ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বসিত টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। ব্রিসবেনে শনিবার।

আগ্রাসনে কাটছাঁট নয় : অভিষেক

সিরিজ জিতে সূর্যর চোখ এবার বিশ্বকাপে

ব্রিসবেন, ৮ নভেম্বর : এশিয়া কাপ জিতেও ট্রফি হাতে পাননি।

শূন্য হাতে পোডিয়ামে সতীর্থদের সঙ্গে অভিনব উৎসবে মেতেছিলেন। আজ অবশ্য সূর্যকুমার যাদবের হাত শূন্য নয়। নয় সিরিজ ভাগাভাগি। ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ সিরিজ জয়ের ইতিহাস তৈরি আটকায়নি।

সতীর্থ শুভমান গিল, অর্শদীপ সিংরা যখন সমর্থকদের অটোগ্রাফ, সেলফির আবদার মেটাতে ব্যস্ত, তখন ট্রফি হাতে সূর্যর মুখে বিশ্বকাপের কথা। বলেছেন, 'হাতে আরও একাধিক সিরিজ রয়েছে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে। কয়েকদিন আগে দেখেছি, মহিলা দলের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে দেশবাসীর উচ্ছ্বাস। ঘরের মাঠে এবার টি২০ বিশ্বকাপ। বাড়তি উত্তেজনা, সমর্থন এবং একই সঙ্গে দায়িত্বও থাকবে। মুখিয়ে আছি যার মুখোমুখি হতে।'

অজিদের ডেরায় ঢুকে বাজিমাত। চলতি সফরে ওডিআই সিরিজে হারের বদলা চুকোনো। কিছুটা আক্ষেপ বৃষ্টিতে জোড়া ম্যাচ ভেস্তে যাওয়া। বাস্তববাদী সূর্যের কথায় প্রকৃতির ওপর কারও হাত নেই। আরও বলেছেন, '০-১ পিছিয়ে থেকে সিরিজ জয় - কৃতিত্বটা প্রাপ্য পুরো দলের। জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ এবং স্পিনাররা, পুরো বোলিং বিভাগ তাদের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছে। পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে মাঠে।'

সিরিজ সেরা অভিষেক শর্মার চোখও বিশ্বকাপে। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট। জাতীয় দলের জার্সিতে সেরা আসরে খেলতে নামা আমার কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। তাই বিশ্বকাপ মঞ্চের জন্য নিজেকে সবদিক থেকে প্রস্তুত রাখতে চাই।'

স্বপ্ন ছিল অস্ট্রেলিয়ায় খেলার। সেই স্বপ্নও পূরণ। অভিষেকের কথায়, 'অজি সফরের জন্য মুখিয়ে ছিলাম। সিরিজের ঘোষণার পর থেকে উত্তেজনায় ফুটছিলাম। এখানকার পিচ ব্যাটিং সহায়ক। সিরিজে বড় স্কোর আমরা করতে না পারলেও দলগতভাবে সফল।'

আক্ষেপ একটাই শেষ তিন টক্করে জোশ হ্যাজেলউডকে (অ্যাসেজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন) খেলার সুযোগ হাতছাড়া। অভিষেকের কথায়, হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে চাপ কমলেও সেরাদের বিরুদ্ধে খেলতে ভালোবাসেন তিনি। কঠিন চ্যালেঞ্জ মানে বাড়তি তাগিদ। আর কঠিন হার্ডলগুলি পেরোতে চান আগ্রাসী মেজাজেই। কোনও পরিস্থিতিতে আগ্রাসনে কাটছাঁট নয়। আর যে ছাড়পত্র দিয়েছে অধিনায়ক, কোচই, দাবি অভিষেকের।

> টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট। জাতীয় দলের জার্সিতে সেরা আসরে খেলতে নামা আমার কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। তাই বিশ্বকাপ মঞ্চের জন্য নিজেকে সবদিক থেকে প্রস্তুত রাখতে চাই। -অভিষেক শর্মা

বৃষ্টি, ম্যাচ বাতিল - হতাশা আড়াল করলেন না মিচেল মার্শ। অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'শেষ কবে বৃষ্টি ছাড়া কোনও সিরিজ খেলেছি মনে করতে পারছি না। তারপরও উত্তেজক একটা সিরিজ হল। জয়ের জন্য অভিনন্দন ভারতকে। হারা সিরিজে অনেক কিছু শিখলাম আমরা। বিশেষত, বিশ্বকাপ প্রস্তুতির লক্ষ্যে দলের ব্যাটিং, বোলিংয়ের নমনীয়তা কাজে লাগবে। বিগ ব্যাশ লিগও অনুশীলনের ভালো মঞ্চ হবে।'

১৬ বলে ২৯ রানে শুরুটা দুর্দান্ত করেন শুভমান গিল। শনিবার।

আজ কলকাতায় বুমরাহ-গিলরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সফর শেষ। শুভমান গিলরা হয়তো রবিবারই দেশে ফেরার বিমানে উঠবেন। অস্ট্রেলিয়ায় টি২০ সিরিজ খেলে আগামীকাল রাতেই শুভমানের সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল।

একই দিনে আবার দুই টেস্ট, তিন ওয়ান ডে-র সিরিজ খেলতে ভারতে পৌঁছে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। টেম্বা বাভুমারা আগামীকাল বিকেলের দিকে কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন।

পৌঁছাচ্ছেন বাভুমারাও

আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। তার আগে কলকাতায় বাভুমাদের পা রাখার সঙ্গেই ছয় বছর পর ইডেনে টেস্টের কাড়ানাকাড়া বাজতে শুরু করে দিয়েছে। বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ক্রিকেটের নন্দনকানন ও তার আশপাশের এলাকায় ছানবিন চালিয়ে দেখা গিয়েছে, টেস্ট ম্যাচের টিকিটের চাহিদা রয়েছে। সিএবি-র অন্দরের খবর, অনলাইনে যে টিকিট বিক্রির জন্য দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় সবই বেরিয়ে গিয়েছে। ফলে শুভমান বনাম বাভুমাদের লড়াইকে কেন্দ্র করে ক্রমশ জাগতে শুরু করেছে কলকাতা। ১৪ নভেম্বর টেস্ট শুরুর আগের দিন ইডেনে ফিরছে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতাও। যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকছেন সুনীল গাভাসকার। দক্ষিণ আফ্রিকার কাউকে দিয়ে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতায় কথা বলানোর চেষ্টা চলছে। রাত পর্যন্ত কিছুই চূড়ান্ত হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রস্তুতি শুরু রোহিত শর্মার।

ঋষভের চোট ঘিরে চাপানউতোর

বেঙ্গালুরু, ৮ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়া শেষ।

এবার চোখ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে। সাদা বলের বদলে লাল বলের ফর্ম্যাট। টি২০ বদলে টেস্টের চ্যালেঞ্জ। ১৪ তারিখ ইডেন গার্ডেন্সে শুরু টেস্ট সিরিজের আগে হঠাৎ চিন্তা বাড়ালেন ঋষভ পন্থ।

পায়ের চোট কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছেন। টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিতে বেছে নিয়েছেন 'এ' দলের সিরিজকে। সেই প্রস্তুতির মঞ্চেই ফের চোট। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে চলতি ম্যাচে আজ তৃতীয় দিন সকালে একাধিকবার শরীরে বলের আঘাত লাগল।

কখনও কনুই, কখনও পেট। একবার লাগল হেলমেটেও।

'এ' ম্যাচে নজির জুরেলের

পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় মাঠ ছাড়তেও বাধ্য হন ঋষভ। যা উদ্বেগে ফেলে দেয় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। যার ঢেউ ব্রিসবেনে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারতীয় সাজঘরেও। সতীর্থদের সঙ্গে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের আলোচনাতে ঋষভ।

'এ' দলের প্রথম ম্যাচে ৯০ রান করে দলকে জেতান। শনিবার ব্যাটিংয়ের সময় বিপত্তি। লোকেশ রাহুল (২৭) ফেরার পর দিনের তৃতীয় ওভারে প্রবেশ ঋষভের। যদিও সকালের সেশনে প্রোটিয়া পেসারদের সামলাতে হিমসিম খান। বার তিনেক চোটের পর ৩৪তম ওভারে ১৭ রানের মাথায় সবাইকে চিন্তায় রেখে মাঠ ছাড়েন ঋষভ।

পুল করতে গিয়ে চোট পেলেন, পিচে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঋষভ পন্থ। ২০ মিনিটের মধ্যে তিনি তিনবার চোট পান। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

দলের স্কোর তখন ১০৮/৪। প্রায় ঘণ্টা তিনেক মাঠের বাইরে কাটান। যা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত দিনের শেষ সেশনে স্বস্তি ঋষভ ফের ব্যাট নিয়ে মাঠে নামায়। মাঝের সময়ে সময়ে হর্ষ দুবেকে (৮৪) নিয়ে দাপট ধ্রুব জুরেলের।

টেস্ট দলে ঋষভের 'ব্যাকআপ' হিসেবে ইতিমধ্যে নজর কেড়েছেন জুরেল। চলতি ম্যাচে দুই ইনিংসে শতরান করে নজিরও গড়লেন। আশ্বস্ত করলেন তিনি প্রস্তুত ফের দায়িত্ব নিতে। তবে তার প্রয়োজন হয়তো পড়বে না। অন্তিম সেশনে মাঠে ফিরে বিস্ফোরক মেজাজে যা বুঝিয়ে দেন ঋষভ। ২২ বলে ১৭ থেকে ফের খেলা শুরু করে পরের ৩২ বলে আরও ৪৮ রান যোগ করেন। ৪টি ছক্কা ও ৫টি চারের সাহায্যে ৬৫ করেন।

ঋষভের আউটের পর ৩৮২/৭ স্কোরে ইনিংসে ইতি টানে ভারতীয় 'এ' দল। জুরেল ১২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রথম ইনিংসে করেছিলেন অপরাজিত ১৩২। নমন ওঝার পর দ্বিতীয় ভারতীয় যে 'এ' ম্যাচে জোড়া শতরানের নজির গড়লেন। সবমিলিয়ে লিড ৪১৬। জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৫/০। রবিবার ম্যাচের শেষদিন।

শেষ আটে উঠতে ব্যর্থ ভারত

হংকং, ৮ নভেম্বর : শনিবার কুয়েতের কাছে হেরে হংকং সিক্সেস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ ভারত।

এদিন কুয়েতের করা ১০৬ রানের জবাবে ভারত সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে ৭৯ রান। এই পরাজয়ের ফলে প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী ভারতকে 'বল' গ্রুপে খেলতে হয়। সাধারণত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে না পারা দলগুলিকে নিয়ে 'বল' গ্রুপের খেলা হয়। এদিন সেখানেও জোড়া ম্যাচ হেরেছে ভারত।

'বল' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে অভিমন্যু মিঠুন (৫০) ও দীনেশ কার্তিকের (অপরাজিত ৪২) দাপটে নির্ধারিত ৬ ওভারে ভারত সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে ১০৭ রান। জবাবে ১ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরব আমিরশাহি।

পরের ম্যাচে নেপালের কাছেও বিধ্বস্ত হয় ভারত। প্রথমে ব্যাট করে নেপাল বিনা উইকেটে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে। তিন ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ভারতের সংগ্রহ ৪৫ রান।

জীবদ্দশায় স্বপ্নপূরণ, খুশি গুরবক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : জীবদ্দশায় স্বপ্নপূরণ হতে দেখে বেজায় খুশি কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় গুরবক্স সিং। একইসঙ্গে বন্ধু, সতীর্থ প্রয়াত ভেস পেজকে পাশে না পাওয়ার আক্ষেপ তাঁর মুখে।

ঘাসের মাঠে নয়, হকি হবে টার্ফে। নয়ের দশকে লড়াইটা শুরু করেছিলেন গুরবক্স। বলা ভালো স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রায় তিন দশক পর সেই স্বপ্ন পূরণ হল। শনিবার বল গড়াল বাংলার প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়ামে। যুবভারতীর নতুন অ্যাস্ট্রো টার্ফের মাঠে অনুষ্ঠিত হল ১২৬তম বেটন কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। সাক্ষী থাকলেন স্বয়ং গুরবক্স। কলকাতার নবনির্মিত হকি স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছেন, '৩০ বছর আগে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হল। একসময় বাংলা বহু হকি খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে দেশকে। আশা করছি নতুন স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে বাংলার হকি আবার পুনরুজ্জীবিত হবে।'

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। বেটন কাপের উদ্বোধনী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাবা ভেস পেজের স্মৃতিতে ডুব দিলেন লিয়েন্ডার। বলেছেন, বিশ্বমানের হকি স্টেডিয়াম তৈরি হল বাংলায়। এখানে বেটন কাপের উদ্বোধন হল। বাবা দীর্ঘ সময় এই টুর্নামেন্টে খেলেছেন। গুরু আঙ্কেল এখানে রয়েছেন। এমন একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাবার অনুপস্থিতিটা আরও বেশি অনুভব করছি।' সেই রেশ ধরেই গুরবক্স জুড়লেন, 'ভেস, আমি একসঙ্গে প্রায় তিন দশক হকি খেলেছি। গত বছরও ভেস পেজ আমার সঙ্গে বেটন কাপ ফাইনালে উপস্থিত ছিল। আজ ওঁকে খুব মিস করছি।'

ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি বেঙ্গলের সভাপতি ও মন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন বেটন কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে বিএনআর-কে ৩-১ গোলে হারাল ওডিশা একাদশ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরপ্রদেশ একাদশ ৩-২ গোলে জিতেছে নাভাল টাটার বিরুদ্ধে।

অনুষ্টুপের শতরানে বড় রানের পথে বাংলা

বাংলা-২৭৩/৫
(প্রথমদিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : দিন বদলায়। বছর ঘুরে যায়। বাংলা ক্রিকেটের বেহাল দশার ছবিতে বদল হয় না।

উইকেটে বল একটু নড়লেই সমস্যা। তরুণ প্রজন্মের প্রয়োগক্ষমতার অভাব। নিট ফল, বাংলা ক্রিকেট রয়েছে অতীতের মতোই। রেলওয়েজের বিরুদ্ধে আজ মরশুমের চার নম্বর রনজি ট্রফির ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই নড়ে যায় টিম বাংলা। ২৭/৩ স্কোরে একসময় রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিল টিম বাংলা। কঠিন পরিস্থিতিতে ত্রাতা হিসেবে হাজির সেই ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপ মজুমদার (অপরাজিত ১০৩)। অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে (৮৬) সঙ্গে নিয়ে ১৩৪ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে ভরসা দিলেন রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম)। মূলত অনুষ্টুপ-শাহবাজ জুটির দাপটেই রেলওয়েজের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের খেলার শেষে বাংলার সংগ্রহ ২৭৩/৫। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে শাহবাজ ফিরলেও দিনের শেষে অনুষ্টুপ এখনও রয়েছেন উইকেটে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩৯)।

সুরাটের মাঠে সকালের দিকে ভালোরকম আর্দ্রতা ছিল। বল নড়ছিল। এমন পরিবেশে

বাংলার নয়া ওপেনিং জুটি দলকে একেবারেই ভরসা দিতে পারেনি। আজই রনজি অভিষেক হওয়া আদিত্য পুরোহিত (৬) ও অধিনায়ক সুদীপকুমার ঘরামি (০) চূড়ান্ত ব্যর্থ। তিন নম্বরে নেমে সাকির হাবিব গান্ধিও (২৮) রান পাননি। একসময় ব্যাটিং বিপর্যয়ের মতো অবস্থা হয়েছিল বাংলার।

চার নম্বরে নেমে ব্যক্তিগত ৫ রানের মাথায় খোঁচা দিয়ে প্রায় আউট হয়ে গিয়েছিলেন অনুষ্টুপ। ডেলিভারি নো হওয়ায় নয়া জীবন পেয়ে যান অনুষ্টুপ। বাকিটা ইতিহাস। সন্ধ্যার দিকে সুরাট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'রুকু অসাধারণ ব্যাটিং করল। কোনও কথা হবে না ওর ইনিংস নিয়ে। ব্যক্তিগত ৫ রানে ও জীবন পায়। তারপর রুকু দেখাল ব্যাটিং কাকে বলে।' অনুষ্টুপের সঙ্গে শাহবাজও দারুণ ব্যাটিং করেছেন। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে শাহবাজ ফেরার পর সুমন্ত দলকে ভরসা দিচ্ছেন। টিম বাংলা স্বপ্ন দেখছে বড় স্কোরের। সুরাটের বাইশ গজে কত রান নিরাপদ হতে পারে?

বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, ৩৫০-৪০০ রান প্রয়োজন। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অন্তত ৪০০ রান হলে ভালো। দেখা যাক কাল কী হয়। শুরুর ধাক্কা সামলে আমাদের ব্যাটাররা দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়েছে।' রবিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে বাংলার ব্যাটারদের লড়াইয়ের ধারা বজায় থাকলে হয়।

কাল থেকে কলকাতায় শুরু জাতীয় মহিলা দলের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির জন্য নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচ খেলবে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। আগামী ১০ নভেম্বর থেকে কলকাতায় শিবির শুরু করবেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী। এদিন শিবিরের জন্য ২৫ জনের দল ঘোষণা করেন তিনি।

শিবিরে ডাকা হল : অদ্রিজা সরখেল, মুন্নি, সৌম্যা নারায়ণ (গোলরক্ষক), অরুণা বাগ, দূর্গা পেরুমল, জুলি কিষান, কিরণ পিসদা, মালতী মুন্ডা, মার্টিনা থকচোম, নির্মলা দেবী, সঞ্জু (ডিফেন্ডার), অঞ্জু তামাং, অভিকা সিং, ববিনা দেবী, যশোদা মুন্ডা, প্রিয়দর্শিনী সেলাদুরি, রত্নাবালা দেবী, সংগীতা বাসফোর, সন্তোষ (মিডফিল্ডার), করিশ্মা শিরভোইকর, লিন্ডা কম সের্তো, মালবিকা পি, মনীষা কল্যাণ, প্যায়ারি সাকা ও সুস্মিতা যাদব (ফরোয়ার্ড)।

এফএসডিএল-ই একমাত্র ভরসা এআইএফএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন সহ ফুটবল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া ফুটবল মহলে।

শুক্রবারই ছিল আইএসএলের জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন। রাতেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সরকারিভাবে জানিয়ে দেয়, কোনও দরপত্র জমা পড়েনি। এই সপ্তাহান্তেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয় ফেডারেশনের তরফে। তার আগেই অবশ্য মোহনবাগান অনুশীলন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। যদিও ক্লাবের তরফে বলা হয়েছে, কোচ-ফুটবলারদের বেতন সঠিক সময়েই দেওয়া হবে। তবে আগামী মাসের মধ্যে যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয় তাহলে তাঁদের বেতনের বিষয়টি নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের যেহেতু সুপার কাপে খেলা আছে তাই নির্ধারিত সময় অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকেই অনুশীলন শুরু হবে। তবে ক্লাবের তরফে বিসিসিআইয়ের কাছে আবেদন করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। যে বিষয়ে আগামী সোমবার ক্লাব তাঁবুতে কর্তারা আলোচনায় বসবেন। যেহেতু বিসিসিআইয়ের কাছে ১০০ কী ১৫০ কোটি টাকা দেওয়া বড় বিষয় নয়, তাই তারাই যদি আগামী চার-পাঁচ বছরের জন্য ভারতীয় ফুটবলের দায়িত্ব নেয়, তাহলে এদেশের ফুটবলও সঠিক দিশা পায়। এই বিষয়ে আগামী সোমবারই হয়তো ক্লাবের তরফে বিসিসিআইয়ের কাছে আবেদন করে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

তবে এই সবের বাইরে একটি অন্য মতও শোনা যাচ্ছে ফুটবল মহলে। অনেকেই এফএসডিএল সহ কোনও কোম্পানির দরপত্র জমা না দেওয়ার মধ্যেও অন্তর্নিহিত রাজনীতি দেখতে পাচ্ছেন। এফএসডিএল যেহেতু অবনমন চায় না, তাই নতুন করে দরপত্রের আবেদন চাওয়া হতে পারে। প্রথম দফায় একটি কোম্পানি দরপত্র দিলে তা বৈধ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় একটি কোম্পানির দরপত্র বৈধ হয়। এমনকি টেন্ডার না ডেকে কোনও কোম্পানিকে দায়িত্ব দিলেও তা বৈধ। ঘটনা হল, এফএসডিএল-ই একমাত্র ভরসাস্থল এআইএফএফের।

রিচাকে ভারত অধিনায়ক দেখতে চান সৌরভ-মমতা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : তিনি হাসছিলেন। চওড়া হাসি। আত্মবিশ্বাসী হাসি। প্রাপ্তির হাসি।

পুরস্কারের ঝুলি

সিএবি-র তরফে
সোনার ব্যাট ও বল। ৩৪ লক্ষ টাকার চেক। কারণ, বিশ্বকাপ ফাইনালে রিচার ব্যাট থেকে এসেছিল ৩৪ রান।

রাজ্য সরকারের তরফে
ডিএসপি পদে পুলিশের চাকরি। বঙ্গভূষণ ও সোনার চেন।

“রিচাকে ওর মতো করে এগিয়ে যেতে দিন। পূরণ করতে দিন ওর স্বপ্ন। মনে রাখবেন ওর বয়স অল্প। আমি আরও খুশি হব, যদি রিচা ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়। আমি নিশ্চিত আগামীদিনে রিচা ওর লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেই একদিন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ কয়েকদিনে জীবনটাই বদলে গিয়েছে রিচা ঘোষের। রাজ্যের প্রথম বাঙালি হিসেবে বিশ্বজয় করার পর রিচা এখন মহাতারকা। যার দ্যুতিতে ঝলমল করছে বাংলা ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেটও।

বাংলা ও বাঙালির নয়া তারকাকে আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ শিখরে দেখতে চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যার ইডেনে সৌরভ বলছিলেন, ‘আমি তিনবার আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলেছি। প্রতিবারই রানার্স হয়ে ফিরতে হয়েছে। রিচা প্রথম সুযোগেই ছবিটা বদলে দিয়েছে। আগামীদিনে ওকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই।’

সাধারণত ছয় বা সাত নম্বরে ব্যাটিং করেন রিচা। সঙ্গে রয়েছে উইকেটকিপিংয়ের গুরুদায়িত্বও। তাঁর ক্রিকেট স্কিলের সুবাদে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে তুলনা করা হয় রিচার। ফিনিশার হিসেবে মাহি যেমন ছিলেন, রিচাও অনেকটা তাই। রিচা নিজে ধোনির সঙ্গে তুলনা চান না একেবারেই। সৌরভও রিচা-ধোনির তুলনায় যাননি। মহারাজকীয় ক্রিকেট বিশ্লেষণে সৌরভ বলেছেন, ‘রিচা ছয় বা সাত নম্বরে ব্যাট করে। কাজটা সহজ নয় একেবারেই। ওই জায়গায় নেমে বড় শট খেলার পাশে দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়মিতভাবে সামলানো সহজ নয়। আমি নিশ্চিত রিচা আগামীদিনেও সফলভাবে কাজটা করবে।’

রিচার সাফল্যের আবেগে ডুবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। মমতার কথায়, ‘রিচাকে ওর মতো করে এগিয়ে যেতে দিন। পূরণ করতে দিন ওর স্বপ্ন। মনে রাখবেন ওর বয়স অল্প। আমি আরও খুশি হব, যদি রিচা ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়। আমি নিশ্চিত আগামীদিনে রিচা ওর লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেই একদিন।’ রিচার সাফল্যের মঞ্চে বাংলার মহিলাদেরও সাফল্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, ‘রিচার সাফল্যে আমি গর্বিত। আমি চাই ওর মতো করে বাংলার মেয়েরা আরও এগিয়ে যাক। ক্রিকেটের মতো ফুটবল থেকে শুরু করে অন্যান্য খেলাতেও আমরাই সেরা।’

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে উপহার নিচ্ছেন রিচা।

ছবি : ডি মণ্ডল

ভবিষ্যতের রিচাদের মাঝে বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষ। ইডেন গার্ডেন্সে শনিবার।

ঝুলনদের নিয়ে উদযাপনের ভাবনা আগেই : হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতার পরেই দেখা গিয়েছিল এক অভিনব দৃশ্য।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর ডেকে নিয়েছিলেন দুই কিংবদন্তি মিতালি রাজ ও ঝুলন গোস্বামীকে। দুই প্রাক্তনীকে নিয়েই বিশ্বজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানারা।

ভারতের মহিলা ক্রিকেটে মিতালি ও ঝুলনের অবদান বিশাল। তবে কখনও বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পাননি এই দুই কিংবদন্তি। তাই হরমনপ্রীত ও স্মৃতি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, বিশ্বকাপ জিতলে দুই প্রাক্তনীকে নিয়েই উদযাপন করবেন। হরমনপ্রীত বলেছেন, ‘শেষবার ২০২২ বিশ্বকাপ খেলে ফেরার পর আমাদের মন খারাপ ছিল। কারণ, সবাই জানতাম এটাই মিতালিদি ও ঝুলনদির শেষ বিশ্বকাপ। আমি ও স্মৃতি আলোচনা করছিলাম, ওদের বিশ্বকাপটা উপহার দিতে পারলাম না। তাই ঠিক করেছিলাম, যখন আমরা বিশ্বকাপ জিতব তখন মিতালিদিরা যেন স্টেডিয়ামে থাকেন। ওঁদের নিয়েই বিশ্বজয়ের উদযাপন করব।’

২০১৭ সালে মিতালি রাজের নেতৃত্বে ভারত ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাঁদের।

রিচাকে উপহার ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

রিচা ঘোষের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন বিপ্লব দেব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : কলকাতায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য শনিবার সাতসকালেই মা-বাবাকে নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন রিচা ঘোষ। সেইসময় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান। তখনই বিজেপি-র শিলিগুড়ি সাংগঠনিক কমিটির সাধারণ সচিব নান্টু পালের থেকে তিনি জানতে পারেন বিমান ধরার জন্য রিচাও টার্মিনালে রয়েছেন। তারপরই তিনি ডিপার্চার এনক্লেভে গিয়ে রিচাকে সংবর্ধনা দেন। তুলে দেন কালীর একটি ছবি।

অতিরিক্ত সময়ে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের এক পয়েন্ট নিশ্চিত করলেন ম্যাথিয়াস ডে লিট। শনিবার।

শেষ মুহূর্তে হার বাঁচাল ম্যান ইউ

লন্ডন, ৮ নভেম্বর : শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে কোনওক্রমে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে ম্যান ইউ ২-২ গোলে ড্র করে টটেনহামের বিরুদ্ধে। ম্যাচের ৩২ মিনিটে ব্রায়ান এমবেউমোর গোলে এগিয়ে যায় রেড ডেভিলস। ৮৪ মিনিটে গোল করে স্পার্সকে সমতায় ফেরান ম্যাথিয়াস টেল। সংযোজিত সময়ের শুরুতে ব্রাজিলিয়ান তারকা রিচার্লিসনের গোলে লিড নেয় টটেনহাম। একদম শেষ মুহূর্তে ডাচ ডিফেন্ডার ম্যাথিয়াস ডে লিট গোল করে ম্যান ইউকে ১ পয়েন্ট এনে দেন। এই ড্রয়ের সুবাদে দুই দলই ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল পার্থক্যের নিরিখে লিগ টেবিলে টটেনহাম চতুর্থ ও ম্যান ইউ সপ্তম স্থানে।

ড্র আর্সেনালেরও

লিগে আর্সেনালের টানা জয়ের দৌড় থামিয়ে দিল সান্ডারল্যান্ড। শেষলগ্নে ব্রায়ান ব্রবির গোলে তারা ২-২ ফলে রুখে দেয় গানার্সদের। ৩৬ মিনিটে ড্যানিয়েল বালার্ডের গোলে সান্ডারল্যান্ড এগিয়ে যায়। ৫৪ মিনিটে সমতা ফেরান বুকায়ো সাকা। এরপর ৭৪ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে তারা এগিয়ে যায়। যদিও সংযুক্তি সময়ের গোলে ম্যাচ ড্র রেখে ফিরতে হয় আর্সেনালকে। তারপরও তারা ১১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে সান্ডারল্যান্ড আছে তিন নম্বরে।

রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেলবে লিভারপুলের বিরুদ্ধে। এটি ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার কোচিং কেরিয়ারের ১০০০তম ম্যাচ হতে চলেছে।

বেঙ্গল টেনিসের দায়িত্ব নিলেন লিয়েন্ডার

টেনিসের হারানো উন্মাদনা ফেরানোর অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : কথায় নয়, কাজে মন। দায়িত্ব নিয়েই লক্ষ্য স্থির করে ফেললেন লিয়েন্ডার পেজ।

শনিবার বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন লিয়েন্ডার। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, ‘আমি যখন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় খেলতাম, সেই সময় টেনিস আরও রোমাঞ্চকর ছিল। মানুষ আগ্রহ নিয়ে ম্যাচ দেখতে আসত। সেই উত্তেজনা ফেরাতে চাই।’

তাঁর আরও তিন লক্ষ্য- এক তৃণমূল স্তরে উন্নয়ন। দুই, টেনিসকে শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রত্যন্ত জেলা, ছোট শহরগুলিতে পৌঁছে দেওয়া এবং তিন সুশাসন ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনকে দেশের সামনে মডেল হিসাবে তুলে ধরা। বিটিএ সভাপতি পদে কাজ করা লিয়েন্ডারের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। লি বললেন, ‘গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা বা অলিম্পিক পদক জেতা একরকম, কিন্তু প্রশাসক হিসেবে কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা চ্যালেঞ্জ। তাই শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করে নিজেকে তৈরি করতে চাই।’

এদিন সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় বিদায়ি সভাপতি হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং দায়িত্ব তুলে দেন লিয়েন্ডারের হাতে। বিদায়ি সভাপতি বললেন, ‘নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এটাই সঠিক সময়। বেঙ্গল টেনিসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে যোগ্যতম লিয়েন্ডারই।’ সংস্থার সচিব পদে এলেন কেতন শেঠ। প্রাক্তন সচিব সুদর্শন ঘোষ কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন।

প্রাক্তন সভাপতি হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন সভাপতি লিয়েন্ডার পেজ।

এসপি ট্রফি শুরু

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিসে শনিবার শুরু হল। ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ি কলেজ ও ফালাকাটা কলেজ। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে অনীক মণ্ডল ও সপ্তাশ্ব চক্রবর্তী খেলবেন। সেমিফাইনালে তাঁরা হারান সুমিত ঘোষ ও বিনীত প্রধানকে। মহিলা বিভাগে সায়োনিশা চক্রবর্তী ও সৃজনী বসু মুখোমুখি হবেন। সেমিফাইনালে তাঁরা জিতেছেন স্নেহান্বিতা সাহা ও সানিয়া ভৌমিকের বিরুদ্ধে। রবিবার ফাইনাল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন জয়হরি বর্মন। শনিবার।

Siliguri Regulated Market
Kalipuja Committee-2025
Donation Cum Lucky Gift Coupon
Result Live Drawn - Dt. 08.11.2025

1st Prize - 1691, 2nd Prize - 1281, 3rd Prize - 2421, 4th Prize - 7183, 5th Prize - 5102, 6th Prize - 1927, 7th Prize - 4211

8th Prize- Consolations Prize - 20
3119, 1041, 4747, 5964, 6340, 2463, 8229, 8605, 1224, 3151, 8033, 3648, 2279, 1323, 2393, 5980, 1136, 6862, 3238, 3442

Joint Secretary : Biplab Roy

জয়ী সূর্যনগর ফ্রেন্ডস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শনিবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৩-১ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সূর্যনগরের জয়হরি বর্মন জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি শ্যামল চম্প্রমারির। বিবেকানন্দর গোলস্কোরার ফিলিপ কিস্কু। ম্যাচের সেরা হয়ে জয়হরি পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। রবিবার খেলবে ওয়াইএমএ ও এসএসবি।

লায়ন্সের দৃষ্টিহীনদের ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটারের দৃষ্টিহীনদের ফুটবল শনিবার দাদাভাই ক্লাবের মাঠে শুরু হয়েছে। আয়োজকদের তরফে সোমেশ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড অংশ নিচ্ছে। মেয়েদের বিভাগে রাজ্যেরই দুইটি দল ইয়ং বেঙ্গল ও প্রমিসিং বেঙ্গল খেলছে। জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলাররা অংশ নিচ্ছে এই প্রতিযোগিতায়। উদ্বোধন করেন বিএসএফ-এর আইজি মুকেশ ত্যাগী। প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী।

জিতল ঘোষপুকুর

বাগডোগরা, ৮ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে শনিবার ঘোষপুকুর এফসি ৩-০ গোলে জিতেছে বাগচী ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে। গোল করেন পরমেশ্বর ভাগোয়ার, অবেট এক্কা এবং সমীর শবর। রবিবার খেলবে কলমজোত আদিবাসী রয়্যাল ক্লাব এবং ব্যাংডুবির সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি।

জাগরণী ক্লাব ময়নাগুড়ি
লাকী কুপন খেলার ফলাফল 2025

1st Prize	:	3	4	8	6	4
2nd Prize	:	1	7	8	0	0
3rd Prize	:	1	5	8	6	0
4th Prize	:	3	5	1	8	1
5th Prize	:	1	0	2	6	8
Consolation :						
First	:	3	7	7	8	7
Second	:	2	8	8	0	8
Third	:	3	0	9	8	9
Fourth	:	1	1	9	3	4
Fifth	:	3	2	8	9	4

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা শঙ্কর দাস - কে 22.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 73C 18374 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয়ের অর্থ কেবল অর্থের চেয়েও বেশি কিছু। আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি সত্যিই গর্বিত আর এই অসাধারণ মুহূর্তটাকে সম্ভব করে তোলার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ উদ্বোধনে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মনজিৎ সিং। -অনীক চৌধুরী

শুরু হল রুনু-সুভাষ ট্রফি ফুটবল

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর : টাউন ক্লাবে মাঠে শনিবার উদ্বোধন হল রুনু গুহ ঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপের। প্রথম ম্যাচে কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি ২-০ গোলে হারিয়েছে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবকে। গোল করেন পুজন সুব্বা ও ম্যাচের সেরা উদয় বর্মন। ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত টাউন ক্লাব মাঠে চলবে এই খেলা। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনজিৎ সিং সহ পার্শ্ববর্তী জেলার প্রাক্তন ফুটবলাররা, আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল, ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের সভাপতি শক্তিব্রত দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাবী চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি সৌমিক মজুমদার, সচিব অতীন্দ্র বিকাশ রায় প্রমুখ। সৌরভ পাল বলেছেন, ‘এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান ফুটবলারদের তুলে আনা হবে।’ অন্যদিকে, সৌমিকের মন্তব্য, ‘এখানে ভালো পারফরমেন্স করলে খুলে যাবে কলকাতায় খেলার রাস্তা।’

রত্নার দাপটে জয় রেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বিজয় ভৌমিক ও সংঘমিত্রা চক্রবর্তী ট্রফি মহিলা ক্রিকেট লিগে এসএমকেপি রেড ৮ উইকেটে হারিয়েছে এসএমকেপি ইয়েলোকে। হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে টসে জিতে ইয়েলো ১৯.৪ ওভারে ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ১১ রান বিশাখা দাসের। অঙ্কিতা মহন্ত ১০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। রত্না বর্মন ৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেড ১৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৫৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রত্না ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। রবিবার ডিপিএস স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে ৯ টায় এসএমকেপি ব্লু মুখোমুখি হবে এসএমকেপি গ্রিনের।

ম্যাচের সেরা রত্না বর্মন।